সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ০৩ জুন ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৩৫-৩৬

www.weeklyarafat.com

তাইপেই শাহী মসজিদ, তাইওয়ান

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ
যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ৩৫-৩৬
* বার : সোমবার

◈ ০৩ জুন-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২০ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ২৫ যিলক্বদ-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কুরআনুল হাকীম :
  - কুরবানী : মহান আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ :
  - আইয়ামে তাশরীকের ফযীলত ও করণীয়
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৯
- প্রবন্ধ :
  - সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদী ও উগ্রবাদীরা মারাত্মক বিপদগামী
    প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম- ১২
  - অবসর জীবন : অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৪
  - ঈদের সালাতের ওয়াক্ত প্রসঙ্গ
    কামাল আহমাদ- ১৬
- ক্বাসাসুল হাদীস :
  - সাহাবায়ে কিরামের সালাতে একাগ্রতা
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ১৮
- বিশেষ মাসায়িল ১৯
- স্মৃতিচারণ :
  - প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রহিমাহুল্লাহু-র) আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ২১
- নিভৃত ভাবনা :
  - যেমন কর্ম তেমন ফল
    আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী- ২৪
- সমাজচিন্তা :
  - মানব জীবনে অসৎ বন্ধুর কুপ্রভাব
    হাবিবুল্লাহ বিন আইয়ূব- ২৯
- কবিতা ৩৪
- জমঈয়ত সংবাদ ৩৫
- শুব্বান সংবাদ ৩৬
- স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও টিপস্/পরামর্শ ৩৮
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৪০
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৬

সম্পাদকীয়

মহান প্রভুর সমীপে আত্মবিসর্জন কুরবানীর মূল শিক্ষা

সুমহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ একজন মু'মিনের জন্য কতই কাঙ্খিত। দাসত্বের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে স্বীয় রবের নৈকট্য অর্জন করতে হয়। এজন্য সালাত, যাকাত-সাদাক্বাহ্, সওম, হজ্জ প্রভৃতি 'ইবাদত যথাযথ পালন করা যেমন আবশ্যক, অধিকন্তু আপন আমিত্বকে স্রষ্টার সমীপে সঁপে দেওয়াও অপরিহার্য। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ সবই রব্বুল 'আলামীনের জন্য উৎসর্গিত। প্রতিটি 'ইবাদতের সাথে ত্যাগের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। অর্থাৎ- 'ইবাদত সম্পাদনের সাথে সময়, শ্রম অথবা অর্থ ত্যাগের বিষয়টি জড়িত। আর এই ত্যাগই পারিভাষিক অর্থে কুরবানী। যদিও আমরা কুরবানী বলতে কেবল পশু যবেহ করাকেই বুঝে থাকি।

কুরবানীর শাব্দিক অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য লাভ করা, উৎসর্গ করা প্রভৃতি। আর পারিভাষিক অর্থে মহান প্রভুর সমীপে নির্ধারিত দিবসসমূহে নির্বাচিত পশু যবেহ্ করার বিশেষ বিধান পালনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা। মূলত কুরবানীর মূল শিক্ষা ধৈর্য ও ত্যাগের দীক্ষা। মহামহিম রাব্বুল আলামিনের সমীপে আত্মসমর্পণের শিক্ষা। তাক্বওয়া ও ইখলাস তথা একনিষ্ঠ আত্মনিবেদনের শিক্ষা। পশু কুরবানী একটি প্রতীক মাত্র। কুরবানীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– মহান রবের উদ্দেশ্যে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

পশু যবেহ করার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মনের মধ্যে যে পশুপ্রবৃত্তি বিদ্যমান, তাকে পরাভূত ও পরাজিত করাই কুরবানীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে মনের সব কালিমা ও চরিত্রের কুস্বভাবকে চিরতরে দূরীভূত করা এবং চিত্তের কুপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করা। কেননা, কুরবানীর গোশত বা রক্ত রবের কাছে পৌঁছে না, পৌঁছে কেবল আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া।

তাক্বওয়াবিহীন কুরবানী আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে নবী!) তুমি তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন তাদের একজনের (হাবিল) কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের (কাবিল) কুরবানী কবুল হলো না। আর আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাকী বা আল্লাহভীরুদের কুরবানী কবূল করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। তাই তিনি সুযোগ দেন, বান্দা যেন কুরবানীর দিনসমূহে পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মধ্য দিয়ে ভালো হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে, নিজের মধ্যে লালিত পশুপ্রবৃত্তিকে হত্যা করার মাধ্যমে।

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মানুষ এখন তাক্বওয়াকে এমনভাবে বিসর্জন দিয়েছে যে, প্রকৃত পশু কুরবানী করলেও নিজের মধ্যে লালিত-প্রতিপালিত পশুটি আরো তরতাজা হচ্ছে। এখন তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাক্বওয়ার পরিবর্তে লৌকিকতাই প্রাধান্য পাচ্ছে। সমাজকে দেখানোর জন্য বড়োসড়ো পশুটি ক্রয় করলেও সমাজের দুস্থ-দরিদ্ররা তাদের প্রকৃত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পশু কুরবানীর আনন্দ তো এখানেই যে, আজকের দিনে কেউই মাংস ভক্ষণ থেকে বঞ্চিত হবে না, এবং পরিতৃপ্ত হবে। অথচ হীন মানসিকতার কিছু ধনীক শ্রেণি নামেমাত্র মাংস বিতরণ করে ফ্রিজ ভর্তি করে রাখছেন, যা কুরবানীর মূল্য শিক্ষার পরিপন্থী।

অতএব আসুন! আমারে মনের মাঝে যে পাপ-পঙ্কিলতার আবরণ পড়েছে তা ধুয়েমুছে সাফ করতেই কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করি এবং তাক্বওয়া মিশ্রিত ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কবির ভাষায় আওয়াজ তুলি– "ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির উদ্‌বোধন।"

পরিশেষে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর লেখক-গবেষক, প্রবন্ধকার, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাই পবিত্র ঈদুল আযহার মোবারকবাদ– তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম স-লিহাল আ'মাল। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

কুরবানী : মহান আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ﴾ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ

فَلَمَّا -অতঃপর যখন, بَلَغَ -সে পৌঁছল, مَعَهُ -তার সাথে, السَّعْيَ -চলাফেরা করার মতো উপযুক্ত বয়সে, قَالَ -সে বলল, يٰبُنَيَّ -হে আমার বৎস, اِنِّيْٓ/اِنِّيْ -নিশ্চয় আমি, اَرٰى -আমি দেখেছি, فِي الْمَنَامِ -স্বপ্নে, اَذْبَحُكَ -আমি তোমাকে যবেহ করছি, فَانْظُرْ -তুমি দেখো, مَاذَا تَرٰى -ভেবে দেখো কি করা যায়, يٰٓاَبَتِ -হে আমার পিতা, افْعَلْ -আপনি করুন, مَا تُؤْمَرُ -আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, سَتَجِدُنِيْٓ -অচিরেই আপনি আমাকে পাবেন, اِنْ شَآءَ اللّٰهُ -আল্লাহ যদি চাহেন, مِنَ -হতে/থেকে/অন্তর্ভুক্ত, الصّٰبِرِيْنَ -ধৈর্যশীলদের, اَسْلَمَا -তারা দু'জন আত্মসমর্পণ করল, وَتَلَّهٗ -সে তাকে শুইয়ে দিলো, لِلْجَبِيْنِ -কাত করে/পার্শ্বের উপর, وَنَادَيْنٰهُ -আর আমি তাকে ডাকলাম, يٰٓاِبْرٰهِيْمُ -হে ইব্‌রা-হীম, قَدْ صَدَّقْتَ -তুমি অবশ্যই সত্যে পরিণত করেছ, الرُّءْيَا -স্বপ্নকে, اِنَّا -নিশ্চয় আমি, كَذٰلِكَ -অনুরূপ, نَجْزِي -আমি প্রতিদান দেই, الْمُحْسِنِيْنَ -পূণ্যবানদেরকে, اِنَّ هٰذَا -নিশ্চয় এটা, لَهُوَ -অবশ্যই এটা, الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ -সুস্পষ্ট পরীক্ষা, وَ -এবং/আর فَدَيْنٰهُ -অতঃপর আমি তাকে উপহার দিলাম, بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ -মহান কুরবানী (পশু) দিয়ে, تَرَكْنَا -আমি রেখেছি, عَلَيْهِ -তার উপর, فِي الْاٰخِرِيْنَ -পরবর্তীদের মাঝে।

সরল বঙ্গানুবাদ

"অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে (ইব্‌রা-হীম [আলাইহিস সালাম]) বলল, হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, এখন বলো, (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কী? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি তাই করুন আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলদের মাঝেই পাবেন। যখন তারা উভয়ে (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পণ করল এবং সে (ইব্‌রা-হীম [আলাইহিস সালাম]) তার পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল। তখন আমি (আল্লাহ) তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইব্‌রা-হীম! তুমি তো স্বপ্নে দেয়া আদেশকে সত্যে পরিণত করলে। নিশ্চয় এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। অবশ্যই এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আর আমি এটা পরবর্তীদের মধ্যে স্মরণীয় করে রেখেছি।"[১]

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে উল্লেখিত আয়াতগুলো কুরআনুল কারীমের ৩৭ নং সূরা, সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত-এর ১০২ থেকে ১০৮ নং আয়াত। এ আয়াতগুলোতে ইব্‌রা-হীম ও ইসমা'ঈল (আলাইহিমাস সালাম)-এর মাঝে মহান আল্লাহর কাছে নিজেদের আত্মসমর্পণের যে কথোপকথন হয়েছে তার একটি অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ সূরার নামের মতো এই সূরাটির নামের সাথেও এর বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা করার জন্য একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। আস্ সা-ফ্ফা-ত ﴿الصَّافَّاتِ﴾ এটি এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ। এটি এসব ফেরেশ্‌তাগণের একটি গুণ। যারা আকাশে মহান আল্লাহর 'ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ অথবা মহান আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আস্ সা-ফ্ফা-ত : ১০২-১০৮।*

এ সূরার নামের সাথে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সম্পর্ক

আস্ সা-ফ্ফা-ত ﴿اَلصَّآفَّاتِ﴾ এটি ঐ সকল ফেরেশ্তাদের একটি গুণ। যারা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সদাসর্বদা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ইব্রা-হীম ও ইসমা'ঈল (আলাইহিমাস সালাম)-এর ঘটনাতেও দেখা যায় তারা উভয়েও সদাসর্বদা মহান আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ফেরেশ্তাগণের মতো অপেক্ষায় থাকে। যখনই মহান আল্লাহর কোনো আদেশ পায় তখনই তা পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। স্বপ্নে নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে যবাইয়ের মতো নির্দেশেও তারা কেউ পিছু হটেনি।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾

অতঃপর ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) যখন চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলেন। অর্থাৎ- সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী হলেন। অনেকে বলেন– তার বয়স যখন তের বছর হলো। এ বয়সেই ছেলেরা সাধারণত তাদের পিতার সাথে কর্মক্ষেত্রে বা হাটে-বাজারে যাওয়া-আসা করে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লা-হ), 'ইকরামাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ), সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লা-হ) প্রমুখ গুরুজন বলেন : এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) ঐ সময়ে প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং পিতার ন্যায় চলাফেরা করা ও কাজকর্ম করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন।

﴿قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى﴾

(ইব্রা-হীম [আলাইহিস সালাম]) বললেন : হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, এখন বলো, (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কী? এখানে ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন ছিল না, এটা ছিল ওয়াহী। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও হয় মহান আল্লাহর আদেশ। ফলে তাদের জন্য তা পালন করা জরুরি। ক্বাতাদাহ্ বলেন, নবী-রাসূলদের স্বপ্ন ওয়াহী হয়ে থাকে। তারা যখন স্বপ্নে কিছু দেখতেন সেটা বাস্তবে রূপ দিতেন।[২] 'উবায়েদ ইবনু 'উমায়ের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবীদের স্বপ্ন হলো ওয়াহী। অতঃপর তিনি এ আয়াতাংশটি পাঠ করেন। একটি মারফু'উ হাদীসেও এটা রয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন– নবীদের ঘুমের মাঝে দেখা স্বপ্ন হলো– ওয়াহী।[৩] সুতরাং ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-ও স্বপ্নে আল্লাহর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তার পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর আদেশ পালনে কতটা প্রস্তুত আছে তা জানার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পুত্রের সাথে পরামর্শ করলেন। বললেন–

﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى﴾

"ভেবে দেখো, (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কী?"

﴿قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۡ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

"(ইসমা'ঈল [আলাইহিস সালাম]) বললেন : হে আমার পিতা! আপনি তাই করুন আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলদের মাঝেই পাবেন।" এই হলো যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। তার এ উক্তি শুধু উক্তিই নয়; বরং তিনি যা বললেন তা তিনি করেও দেখালেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ীরূপে প্রমাণিত হলেন। এ জন্যই আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا﴾

অর্থ : "স্মরণ করো এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর কথা, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী, এবং সে ছিল রাসূল, নবী।"[৪]

﴿فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ﴾

"যখন তারা উভয়ে (আল্লাহর কাছে) আত্মসমর্পণ করল এবং সে (ইব্রা-হীম [আলাইহিস সালাম]) তার পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিলো। পিতা-পুত্র যখন একমত হলেন তখন ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে মাটিতে কাত করে শায়িত করলেন বা অধোমুখে মাটিতে শুয়ালেন। সকল মানুষের মুখমণ্ডলের (ডানে ও বামে) দু'টি جَبِيْن (কপালের দুই পার্শ্ব) থাকে এবং মাঝে থাকে جَبْهَة (কপাল)। অতএব আয়াতের সঠিক অর্থ হবে– 'কাত করে শায়িত করল।' অর্থাৎ- এমনভাবে কাত করে শুইয়ে দিলেন, যেমন পশুকে যবেহ করার সময় ক্বিবলা মুখে কাত করে শোয়ানো হয়। কপাল বা মুখমণ্ডলের উপর (অধোমুখে) শোয়ানোর অর্থ করার কারণ হলো– প্রসিদ্ধি আছে যে, ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) নিজেই কাত করে শোয়ানোর জন্য বলেছিলেন। যাতে তার মুখমণ্ডল

[২] *তাফসীরে তাবারী।*

[৩] *মুসনাদে ইবনু আবী হাতিম।*

[৪] *সূরা মারইয়াম : ৫৪।*

আব্বার সামনে না থাকে এবং পিতৃস্নেহ মহান আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। পিতৃস্নেহকে উপেক্ষা করে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিলেন। ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে যখন শুয়াইলেন বিশ্ববাসী দেখল এক অকল্পনীয় দৃশ্য। যে দৃশ্য বিশ্ববাসী ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেনি এমনকি এরকম দৃশ্য কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। প্রভুর নৈকট্য লাভে পিতা তার আপন পুত্রকে এভাবে যবাই করতে পারে এটা ছিল মনুষ্য চিন্তায় ধারণাতীত। কিন্তু নবী ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন প্রভুর নির্দেশ পালনে সদা-সচেষ্ট। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাও এ ঘটনাটিকে আর আগে বাড়তে দিলেন না। এখানেই থামিয়ে দিয়ে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে ডাকলেন আর বললেন– হে ইব্‌রা-হীম!

﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ﴾

"আমি (আল্লাহ) তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইব্‌রা-হীম! তুমি তো স্বপ্নে দেয়া আদেশকে সত্যে পরিণত করলে। নিশ্চয় এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, যখন ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর গলায় ছুরি চালাতে শুরু করলেন তখন তার গলা তামা হয়ে গেল, ফলে ছুরি চললো না ও গলা কাটলো না। ঐ সময়ে قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا এই শব্দ আসলো। অর্থাৎ- মনের পরিপূর্ণ ইচ্ছার সাথে সন্তানকে যবেহ করার উদ্দেশ্যে মাটির উপর শুইয়ে দেওয়াতেই তুমি নিজ স্বপ্নকে বাস্তব করে দেখালে। কারণ এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহান আল্লাহর আদেশের তুলনায় তোমার নিকট কোনো বস্তুই প্রিয়তর নয়; এমনকি নিজের একমাত্র পুত্রও নয়। আল্লাহর বাণী– "নিশ্চয় এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।" অর্থাৎ- তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকি। এখানে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়ার পর, যবাই করার পূর্বেই ফিদিয়ার মাধ্যমে এ হুকুম রহিত করে তাঁর পুত্রকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, তাঁকে ধৈর্য্য ও আদিষ্ট কাজ প্রতিপালনে সদা প্রস্তুত থাকার উপর বিনিময় প্রদান করা।

﴿اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ﴾

"অবশ্যই এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।" অর্থাৎ- স্নেহভাজন একমাত্র সন্তানকে যবেহ করার আদেশ একটি বড় পরীক্ষা ছিল; যাতে তুমি সফল হয়েছ। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অন্যত্র বলেন–

﴿وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى﴾

অর্থাৎ- "আর ঐ ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব।"[৫]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর পূর্বে ইসলামের ত্রিশ অংশের পূর্ণ বাস্তবায়ন কেউ করতে পারেনি। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন– "আর ইব্‌রা-হীম যিনি পূর্ণ করেছেন।"[৬]

﴿وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ﴾

"আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।" সেই মহান কুরবানী বা যবেহযোগ্য মহান জন্তুটি ছিল একটি দুম্বা। যা আল্লাহ তা'আলা জান্নাত থেকে জিবরা-ঈল মারফত পাঠিয়েছিলেন।[৭] সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবর্তে যে ফিদিয়া দান করা হয়েছিল তার রং ছিল সাদা, চক্ষু বড় এবং বড় শিং বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যে প্রতিপালিত ভেড়া। যা 'সাবীর' নামক স্থানে বাবুল বৃক্ষে বাঁধা ছিল। ওটা জান্নাতে চল্লিশ বছর ধরে ছিল। মিনাতে সাবীরের নিকট ওটাকে যবেহ করা হয়। ইবনু জুরায়েয বলেন যে, ওটাকে মাক্বামে ইব্‌রা-হীমে যবেহ করা হয়। মুজাহিদ বলেন যে, ওটাকে মিনার নহরের স্থানে যবেহ করা হয়। কেউ কেউ বলেন এটা সে ভেড়া যাকে আদমপুত্র হাবীল কুরবানী করেছিলেন। হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, ঐ ভেড়াটির নাম ছিল জারীর।[৮] কেউ কেউ বলেন যে, ওটা পাহাড়ি ছাগল ছিল। কারো কারো মতে ওটা ছিল হরিণ।

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ﴾

"আর আমি এটা পরবর্তীদের মধ্যে স্মরণীয় করে রেখেছি।" আর তাই তো সে সময় থেকে অদ্যাবধি এর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর উক্ত সুন্নাতকে কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ

[৫] *সূরা আন্ নাজম : ৩৭।*
[৬] *মুস্তাদরাকে হাকিম- ২/৪৭০।*
[৭] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। আর ঈদুল আযহার সব থেকে পছন্দনীয় 'আমল বলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই কুরবানীকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে ছুটে আসা হাজ্জী সাহেবগণও তাদের হজ্জের ক্রিয়া-কর্মে এমনকি মিনাতে হাদী তথা কুরবানীর পশু যবেহ করার মাধ্যমে ইব্‌রা-হীম ও ইসমা'ঈল (আলাইহিমুস সালাম)-এর সে ঘটনারই স্মৃতিচারণ করে থাকেন। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর বাণী– "আর আমি এটা পরবর্তীদের মধ্যে স্মরণীয় করে রেখেছি।" প্রতিবছর যিলহজ্জ মাস আসলেই হজ্জের ক্রিয়া-কলাপ ও কুরবানীর ঈদে সে সত্য যেন পুনরায় প্রস্ফুটিত হয়।

আদমপুত্র হাবীল-কাবীল ও ইব্‌রা-হীম-ইসমা'ঈলের কুরবানীর একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য : আদমপুত্র হাবীল প্রথমে একটি পশু কুরবানী করেছিলেন। পরে আপন ভাইয়ের কাছে নিজে কুরবানী হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ﴾

অর্থাৎ- "যখন তারা (আদমের দুই পুত্র হাবীল ও কাবীল) কুরবানী পেশ করল তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হলো অন্যজনের কুরবানী গৃহীত হলো না। তাই সে (তার ভাই হাবীলকে লক্ষ্য করে) বললো– আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব এবং সে তাই করল। হাবীল নিহত হলো। আর ইব্‌রা-হীম ও ইসমা'ঈল (আলাইহিমুস সালাম)-এর কুরবানীতে তাঁরা নিজেরাই প্রথম কুরবানীর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে যখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণীতে তিনি তাদেরকে পরবর্তীতে একটি পশু ফিদিয়া দেন যা কুরবানী করে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে মুক্ত করেন। আর এটার অনুসরণই পরবর্তী সকলের জন্য সুন্নাহ বলে সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ- আমাদের উচিত আমরা প্রথমে নিজেরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করব। তারপর পশু কুরবানী করব।

কুরবানীর বিধান

আলোচ্য আয়াতে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ২২ নং সূরা (সূরা আল হাজ্জ)-এর ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾

অর্থাৎ- "আর প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি কুরবানী নির্ধারণ করেছি।" তাছাড়া মৌলিকভাবে কুরবানীর বিধান রয়েছে– সূরা আল বাক্বারাহ'র ১৯৬, সূরা ফাত্‌হ'র ২৫, সূরা আল আন'আম-এর ১৬১-১৬৩, সূরা আল কাওসার-এর ২ নং আয়াতে। এই বর্ণনাগুলো থেকে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, কুরবানীর বিধান প্রত্যেক জাতির উপরেই অর্পিত হয়েছিল। শেষ নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতের উপরেও এই বিধান আবশ্যিক তথা ওয়াজীব। আর মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মাতের উপর এ বিধান এসেছে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর বিধানের অনুসরনে। কুরবানী সুন্নাত না ওয়াজীব এ নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও কুরবানী করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এতে কারো দ্বিমত নেই। কারো কারো মতে কুরবানী করা সুন্নাত। কারো কারো মতে ওয়াজীব। মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরবানী হলো কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ এবং মুসলিম জাতির পালনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত।

কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এই কুরবানীর যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক বছর কুরবানী করতেন। 'ওয়াফাউল ওয়াফা' ও 'কিতাবুল ফিকাহ্ আলাল্ মাযাহিবিল আরবাআ' নামক কিতাবদ্বয়ে রয়েছে রাসূল (ﷺ) ঈদের নামায আদায় করেন এবং এরপর কুরবানী করেন। ইবনুল আসীর লিখিত 'তারিখুল কামিল' গ্রন্থে দ্বিতীয় হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়– রাসূল (ﷺ) 'বানী কায়নুকা' যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে কুরবানীর সময় উপস্থিত হয়। তাই তিনি ঈদগাহের দিকে গমন করেন এবং মুসলমানদের নিয়ে ঈদুল আযহার নামায আদায় করেন। আর এটিই ছিল মাদানী যুগের প্রথম কুরবানীর ঈদ। অতঃপর তিনি দু'টি ছাগল, অন্য বর্ণনা মতে একটি ছাগল কুরবানী করেন। আর এটিই ছিল তাঁর প্রথম কুরবানী। এরপর কোনো বছর তিনি কুরবানী থেকে বিরত থাকেননি। তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা জাতিকে কুরবানী করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেছেন। মদীনায় অবস্থানকালীন প্রত্যেক বছরই তিনি কুরবানী করেছেন।[৯]

[৯] *মুসনাদে আহমাদ; জামে' আত্ তিরমিযী।*

যায়েদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম একদিন নবীজি (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন– কুরবানী কি? তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন, এটি তোমাদের পিতা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাত (রীতিনীতি)। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো এতে আমাদের জন্য কি রয়েছে? নবীজি (ﷺ) বললেন– কুরবানীর জন্তুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। এই হাদীস থেকে একথা বুঝা যায় যে, কুরবানী অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি 'ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যায় করে স্বার্থ ত্যাগ করে এই কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর পর পরিবার ও দরিদ্রজনের মাঝে কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত বণ্টন করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পাঠানো হয়। কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রকাশ ঘটে। কুরবানী দ্বীন ইসলামের নিদর্শণ এবং প্রতীক। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন– কুরবানী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুন্নাহ এবং সমস্ত মুসলিম জাতির একটি 'আমল। সুতরাং কুরবানী কুরবানীই এর বিকল্প নেই। কেউ যদি কুরবানী না করে সমপরিমাণ সম্পদ সদাকাহ্ করে তাতেও তার কুরবানীর হক্ব আদায় হবে না। যদি তা বৈধ বা উত্তম হতো তাহলে নিশ্চয় তাঁরা তার ব্যতিক্রম করতেন না।[১০]

কুরবানী কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত

শুধু কুরবানীই নয়; বরং প্রত্যেকটি 'ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত প্রধানত দু'টি। যথা-

(১) ইখলাস : কারো মনোরঞ্জন বা প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য নয় 'ইবাদতটি হবে স্রেফ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। মহান আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে তার সঙ্গে যাকে বলে তাক্বওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত; বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।"[১১]

(২) সুন্নাহ'র অনুসরণ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুসরণ ও অনুকরণে কুরবানী সংক্রান্ত শরীয়তের সকল নিয়ম-কানুন মেনে কুরবানী করতে হবে। তাহলেই কুরবানী কবুল হওয়ার সম্ভাবণা রয়েছে।

[১০] *ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ্।*
[১১] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।*

আমাদের শিক্ষা

(১) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নির্দেশ পালনে আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকব। তিনি যে নির্দেশই দেন না কেন আমরা তা মেনে চলতে কখনো পিছপা হব না। মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে উৎসর্গ করতেও কখনো দ্বিধা করব না। গর্ব ও অহংকার করব না; বরং ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মতো বিনয়ী হব।

(২) যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা কর্তব্য। যেমন- পুত্রকে কুরবানী করার ক্ষেত্রেও পুত্রের মতামত গ্রহণ করেছিলেন জাতীর পিতা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)।

(৩) প্রত্যেকটি ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার বান্দাকে প্রদান করে থাকেন। পুণ্যবানগণ দুনিয়াতেই তার পক্ষ থেকে পরিত্রানের পথ পেয়ে থাকেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا﴾

"যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পরিত্রানের উপায় বের করে দেন এবং তিনি তাকে এমনভাবে রিয্‌ক দান করেন যে, ওটা তার ধারণা বা কল্পনারও বাইরে। আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পুরো করেই থাকেন এবং প্রত্যেক জিনিসেরই তিনি পরিমাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন।"[১২]

(৪) অহংকার কারী কিংবা লোক দেখানো কুরবানী নয়; বরং মুত্তাকীদের কুরবানীই আল্লাহ তা'আলার দরবারে গৃহিত হয়।

(৫) মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে পশু কুরবানী করার পূর্বে নিজেকে মহান আল্লাহর দরবারে কুরবানী করার দৃঢ় প্রত্যয়ই ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাহ। ❑

[১২] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

আইয়ামে তাশরীকের ফযীলত ও করণীয়

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

সরল অনুবাদ

‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আরাফাহর দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের ঈদের দিন, এগুলো পানাহারের দিন।[১৩]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

পরিচিতি : নাম- ‘উক্ববাহ্ উপনাম- আবূ হাম্মাদ, কারো মতে আবূ সা'দ, কারো মতে আবূ ‘আমির। পিতার নাম- ‘আমির।

বংশধারা : ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির ইবনু আবস ইবনু আমর ইবনু আদি ইবনু আমর ইবনু রেফায়া ইবনু মারদুয়া ইবনু আদী ইবনু গানম ইবনু রিবয়া ইবনু বিশদান ইবনু কায়স ইবনু জুহাইনা আল-জুহানি।

জন্ম : তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি।

ইসলাম গ্রহণ : ইসলামের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরত : তিনি ছিলেন প্রাচীন হিজরতকারীদের একজন। তিনি ছিলেন আনসারদের মিত্র।

জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি রাসূল আশায় এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়ের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতবিরোধের সময় তিনি মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

গুণাবলি : ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন প্রখ্যাত ক্বারী, ফরায়েযবিদ, ফিকহবিদ, বিশিষ্ট কবি, লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। যারা কুরআন মাজিদ সংকলন করেছেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি স্বীয় হস্তে কুরআন মাজিদের পান্ডুলিপি তৈরি করেন। তাছাড়া তিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা তীরন্দাজও ছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন। রাসূল ও ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সর্বমোট ৫৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : তিনি মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সময় হিজরি ৪৪ সনে তিন বছর মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্তিকাল : তিনি মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে হিজরি ৫৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি ৬০ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এই হাদীসটির দ্বারা একটি বিষয় সাব্যস্ত হয়, আর সেই বিষয়টি হলো এই যে, আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং কুরবানীর দিনের পর আইয়ামে তাশরীকের আরো তিন দিন ধরে কুরবানীর ঈদের দিনের সংখ্যা হলো সর্বমোট পাঁচ দিন। তবে কুরবানী ও হাদয়ী জবাই করা শুরু হয় ইয়াওমুন্নাহারের দিন এবং সেই দিনটি হয় যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখের দিন। তাই কুরবানী ও হাদয়ী জবাই করা চলতে থাকবে কুরবানীর দিনের পর আইয়ামে তাশরীকের আরো তিন পর্যন্ত অর্থাৎ- কুরবানীর দিনের পরেও আরো তিন দিন। সুতরাং যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত কুরবানী ও হজ্জের হাদয়ী জবাই করার কাজ চালু রাখা বৈধ হবে।

আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয় কুরবানীর পরবর্তী তিন দিনকে। অর্থাৎ- যিলহজ মাসের এগারো, বারো ও তেরো তারিখকে আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয়। তাশরীক শব্দের অর্থ শুকানো। মানুষ এ দিনগুলোতে মাংস শুকাতে দিয়ে থাকে বলে এ দিনগুলোর নাম ‘আইয়ামুত-তাশরীক’ বা ‘মাংস শুকানোর দিন’ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৩] *আন্ নাসায়ী; আত্ তিরমিযী; আদ্ দারিমী; ইবনু খুযাইমাহ্; হাকিম; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪১৯, সনদ সহীহ।*

তাশরীকের দিনসমূহের ফযীলত

এ দিনগুলোও শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ দিনসমূহের অন্যতম; যে মহান কাল-সময়ে আল্লাহ তাঁর যিকর করতে আদেশ করেছেন।[১৪]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আইয়্যামে মা'লূমাত' (বিদিত দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হলো, (যিলহাজ্জের) দশ দিন এবং 'আইয়্যামে মা'দূদাত' (নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহ) বলে উদ্দেশ্য হলো, তাশরীকের (কুরবানী ঈদের পরের তিন) দিনসমূহ। আর এই ব্যাখ্যা অধিকাংশে উলামার।[১৫]

আল্লামা কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উলামাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে, 'আইয়্যামে মা'দূদাত' এর উদ্দেশ্য মিনার দিনসমূহ এবং তাই তাশরীকের দিন। আর এই তিনটি নাম ঐ দিনগুলোর জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এই আয়াতে যিক্র করার আদেশ নিয়ে হাজী-অহাজী নির্বিশেষে সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর বিশেষ করে নামাযসমূহের সময়ে নামাযীকে - একাকী হোক অথবা জামা'আতে- যিক্র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কথার উপর সাহাবা ও তাবেয়ীনও প্রসিদ্ধ ফকীহগণ একমত।'[১৬]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "তাশরীকের দিনগুলো পান-ভোজনের ও যিক্র করার দিন।"[১৭]

আইয়্যামে তাশরীক শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ দিন। যেহেতু এ দিনগুলো যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের সংলগ্নেই পড়ে। পক্ষান্তরে এই দিনগুলোতে হজ্জের কিছু 'আমল পড়ে, যেমন- রমই, তওয়াফ ইত্যাদি। যাতে মূল শ্রেষ্ঠত্বই ঐ দিনগুলোর সাথে মিলিত হয়।

উপর্যুক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, তাশরীকের দিনগুলোও পান-ভোজনের দিন। আনন্দ ও খুশী করার, আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষাৎ করার এবং বন্ধু-বান্ধব মিলে ফলপ্রসূ বৈঠক করার দিন। এই দিনগুলোতে অধিকরূপে উত্তম পানাহার; বিশেষ করে মাংস ব্যবহার করা দূষণীয় নয়। তবে তাতে যেন কোনো প্রকারের অপচয়, নষ্ট ও মহান আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা না হয়।

প্রতি ফরয নামাযের পর তাকবীর পাঠ। যা তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত পড়তে হয়। অবশ্য অনেক উলামাগণ মনে করেন যে, তাকবীর কেবল নামাযের পরেই সুনির্দিষ্ট নয়। বরং এই দিনগুলোতে যে কোনো সময় সর্বদা পড়াই উত্তম।

অভিমতটি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এই দিনগুলোকে যিক্র দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন। কিন্তু তাতে কোনো নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করেননি। তিনি বলেন, "এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে মহান আল্লাহর যিক্র করো।"[১৮] আর এই আদেশ হাজী-অহাজী সকলের জন্য সাধারণ। তদনুরূপ রাসূল (ﷺ) ও বলেন, "এই দিনগুলো মহান আল্লাহর যিক্র করার দিন।" অতএব এই নির্দেশ পালন স্পষ্টভাবে তখনই সম্ভব হয় যখন তাকবীরাদি সর্বাবস্থায় (যে অবস্থায় মহান আল্লাহর যিক্র করা চলে) পাঠ করা হয়। যেমন- নামাযের পরে, মসজিদে, বাড়িতে, পথে, মাঠে ইত্যাদিতে।[১৯]

সুতরাং মুসলিমকে গাফলতি থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। তার উচিত, এই সময়গুলোতে মহান আল্লাহর যিক্র ও নেক 'আমল দ্বারা আবাদ করা। নচেৎ আল্লাহ-ভোলা মানুষদের মতো ফালতু বেশি বেশি রাত্রি জেগে কোনো বিলাস ও প্রমোদ যন্ত্রের সম্মুখে বসে শুকরিয়া পরিবর্তে পাপ করা আদৌ উচিত নয়।

অধিক খেয়ে-পান করে মহান আল্লাহর যিক্র ও 'ইবাদতে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর নিয়ামতের এক প্রকার শুকরিয়া আদায় করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দ্বারা উদরপূর্তি করে তার অবাধ্যাচরণ ও পাপকাজে সাহায্য নেওয়ায় তাঁর অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আর তাঁর দেওয়া সম্পদকে অস্বীকার করলে এবং তাঁর কৃতঘ্নতা করলে কখনো তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে সম্পদ অধিকরূপে বর্ধমান হতে থাকে।

যেহেতু তাশরীকের দিনগুলোকেও ঈদ বলা হয়েছে, তাই তাতে কোনো প্রকারের রোযা পালন করা শুদ্ধ নয়। কারো অভ্যাসমত যদিও এই দিনগুলোতে রোযা পড়ে, তবুও তার পরবর্তী কোনো দিনে রেখে নেবে এবং এই দিনগুলোতে খান-পানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর যিক্র করবে।[২০]

অবশ্য যে তামাত্তু হজ্জের হাজী কুরবানী দিতে সক্ষম না হয়, সে এই দিনগুলোতে তিনটি রোযা পালন করবে কিনা তা নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকে বলেন, 'কেবল ঐ হাজী রোযা রাখবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতএব যে ব্যক্তি (কুরবানী) না পায় সে হজ্জে তিনটি রোযা (পালন

[১৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০৩।*
[১৫] *ফাতহুল বারী- ২/৪৫৮; লাতায়িফুল মাআরিফ- ৩২৯ পৃ.।*
[১৬] *তাফসীর কুরতুবী- ৩/১, ৩।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৪১।*
[১৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০৩।*
[১৯] *নাইলুল আওতার- ৩/৩৫৮।*
[২০] *লাতায়িফুল মাআরিফ- ৩৩৩ পৃ.।*

করবে)।"[২১] আর 'হজ্জে' বলতে কুরবানীর পূর্বের ও পরের দিনকেও বুঝায়। পরন্তু ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, 'কুরবানী দিতে অক্ষম এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখার অনুমতি নেই।'[২২]

তাশরীকের দিনগুলোতেও কুরবানী যবেহ করা যায়। তাই সর্বমোট চার দিন কুরবানী বৈধ। যেহেতু তাশরীকের দিন, কুরবানীর পরের তিন দিনকে বলা হয়।[২৩]

আর নবী (ﷺ) বলেন, "তাশরীকের সমস্ত দিনগুলোতেই যবেহ করা যায়।"[২৪]

আইয়ামুত তাশরীকে করণীয়

এ দিনসমূহ যেমনি 'ইবাদত-বন্দেগি, যিক্র-আযকারের দিন তেমনি আনন্দ-ফুর্তি করার দিন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : 'আইয়ামুত-তাশরীক হলো খাওয়া-দাওয়া ও মহান আল্লাহর যিক্রের দিন।'

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দেয়া নিয়ামত নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া ও যিক্র আদায় করা। যিক্র আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি হাদীসে এসেছে।

১. সালাতের পর তাকবীর পাঠ করা এবং সালাত ছাড়াও সর্বদা তাকবীর পাঠ করা। এ তাকবীর আদায়ের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে এ দিনগুলো মহান আল্লাহর যিক্রের দিন। আর এ যিক্রের নির্দেশ যেমন হাজীদের জন্য তেমনই যারা হজ্জ পালন রত নন তাদের জন্যও। এ দিনগুলোতে পঠনীয় তাকবীর হচ্ছে–

اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ.

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, "'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাজারে বের হতেন এবং উভয়ই তাকবীর বলতেন এবং তাদের তাকবীরের আওয়াজ শুনে লোকেরাও তাকবীর বলতেন।"

মসজিদ, রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর এবং বাজার ও ইত্যাদি স্থানে উঁচু আওয়াজে তাকবীর পাঠ করা মুস্তাহাব। তাকবীর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হলো–

﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

"এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করো এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"[২৫]

২. কুরবানী ও হজ্জের পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করা।

৩. খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা। আর এটা তো সর্বদা করার নির্দেশ রয়েছে তথাপি এ দিনগুলোতে এর গুরুত্ব বেশি দেয়া। এমনিভাবে সকল কাজ ও সকাল-সন্ধ্যার যিক্রগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া।

৪. হজ্জ পালন অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তা'আলার তাকবীর পাঠ করা।

৫. এগুলো ছাড়াও যে কোনো সময় ও যে কোনো অবস্থায় মহান আল্লাহর যিক্র করা।

উপসংহার

তাকবীরে তাশরীকের তাৎপর্য হলো– আল্লাহ তা'আলার যিক্র এবং তাওহীদের চেতনায় সর্বদা উজ্জীবিত থাকা এবং শির্কের পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত তাওহীদের শিক্ষায় উদ্ভাসিত ঈমানী জীবন গঠনের লক্ষ্যে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করা। কারণ দ্বীন-ধর্ম ও 'আমল আখলাক সবকিছুর মূল হলো, নির্ভেজাল তাওহীদ। এই বিশ্বাসে খুঁত থাকলে পর্বতসম 'আমলেরও কোনো মূল্য নেই। তাই মু'মিনের দিলে তাওহীদের শিক্ষাকে আরো মজবুত আরো শাণিত করতেই এই দিনগুলোতে অধিক পরিমাণে মহান আল্লাহর যিক্র করতে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

বিশেষ করে এই দিনগুলোতে মহান আল্লাহর যিক্রের প্রতি আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার কারণ সম্পর্কে আল্লামা খাত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– বর্বরতার যুগে লোকেরা তাদের কথিত প্রভুদের নামে পশু-প্রাণী উৎসর্গ করত। এর প্রতি উত্তরে মু'মিনদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে তারা যেন মহান আল্লাহর যিক্র ও তাকবীরের মাধ্যমে তাওহীদ ও আনুগত্যের ঘোষণা প্রদান করে।

মহান আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। তার কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া কারো নামে প্রাণী উৎসর্গ করা যাবে না। কারণ তা সুস্পষ্ট শির্ক।[২৬] ❑

---

[২১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*
[২২] *বুখারী- ১৮৯৮; ফাতহুল বারী- ৪/২৪৩; নাইলুল আওতার- ৪/২৯৪।*
[২৩] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৫/৪১২; আল-মুমতে- ৭/৪৯৯।*
[২৪] *আহমাদ- ৪/৮২; বাইহাক্বী- ৯/২৯৫; সহীহাহ্- ৫/৬১৭।*
[২৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*
[২৬] *ফাতহুল বারী- ২/৫৩৫।*

প্রবন্ধ

সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদী ও উগ্রবাদীরা মারাত্মক বিপদগামী

–প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১০ম শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টান পাদ্রিদের প্ররোচনায় ইউরোপীয় রাজাদের নেতৃত্বে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল জেরুজালেমকে মুসলিম শাসন মুক্ত করা। প্রায় তিন বছর খ্রিষ্টানরা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ক্রুসেড চালালেও শেষ পর্যন্ত তারা জয়ী হয়নি। রাশিয়া কমিউনিজম প্রসারের জন্য আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠায় ৭০ দশকের শেষ দিকে। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র দু'টি মুসলিম গ্রুপ আল-কায়েদা ও তালেবান উভয়কে সক্রিয় সহায়তা দেয়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া পরাজিত হয়। ফলে ৯০ দশকে আমেরিকানদের একক পরাশক্তি হবার সুযোগ আসে। অতঃপর টুইন টাওয়ারের ঘটনা সৃষ্টি হলে এর জন্য আল-কায়েদাকে দায়ী করা হয়। আমেরিকা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নিতে তালেবান কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে। তালেবান প্রধান মোল্লা ওমর আল-কায়েদার অপরাধের প্রমাণ চাওয়ায় মার্কিন কর্তৃপক্ষ আগ্রাসন চালায়। আফগানিস্তানে লাখো মানুষকে হত্যা করাসহ দেশটিকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। আরব বসন্তের সময়ে ইরাক, মিসর, লিবিয়া ও সিরিয়ায় গনতান্ত্রের নামে কি-না করা হয়। ইতমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে আইএস নামে নতুন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়।

জঙ্গি শব্দটি ফারসি 'জংগ্' (অর্থ যুদ্ধ) থেকে এসেছে। অনেকেই নামের শেষে জং লেখে পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে। সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ও কৌশলে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় একশ বছর ধরে ক্রুসেডের নামে খ্রিষ্টান উগ্রবাদীদের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে আরব বিশ্বে কোনো রাজা-বাদশাহ রুখে দাঁড়াতে না পারলেও সিরিয়ার আলেপ্পা নগরীর শাসক মহাবীর ইমামুদ্দীন সর্বপ্রথম খ্রিষ্টান উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং প্রতিটি রণক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের পরাজিত করতে থাকেন। বাদশাহ ইমামুদ্দীনের পর তার উত্তরাধিকারী নুরুউদ্দিন পশ্চিমা দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। পরবর্তীতে তার প্রতিনিধি গাজী সালাউদ্দিন আইয়্যুবীর হাতে খ্রিষ্টান উগ্রবাদীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্য থেকে পশ্চিমারা বিতারিত হয় এবং জেরুজালেম মুসলিমদের অধিকারে আসে।

সেমেটিক-ব্যাবিলিয়ন সভ্যতাকে ধ্বংস থেকে, মুসলিম জাতিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা মানবতার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করার জন্য ঐতিহাসিকগণ বাদশাহ ইমামউদ্দীন ও বাদশাহ নুরুউদ্দীনকে জঙ্গি উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেন। বাংলাদেশ তথা অন্যান্য মুসলিম দেশে যাদের জঙ্গি বলা হয় তাদের মধ্যে কেউ বিপথগামী, কেউবা বিভ্রান্ত আবার কেউ সশস্ত্র বিদ্রোহী।

জনগণ জঙ্গিদের মতো পুলিশকেও ভয় পায়। অনেক সময় জঙ্গি ধরার নামে পুলিশ জনগণের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ যতই দক্ষ হোক না কেন তারা এককভাবে জঙ্গিবাদকে পরাজিত করতে পারবে না। জঙ্গিদের হুমকির বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য ও সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সাথে ইসলাম জবরদস্তি, সহিংসতা, খুন মোটেই অনুমোদন করে না এটা ভালোভাবে বুঝাতে হবে। শরীয়ত অনুসারে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন করাই সত্যিকারের জিহাদ এটাও বুঝাতে হবে। সহিংসতার সাথে ইসলামকে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। ইসলামিক স্টেট (আইএস) একটি ছোট গোষ্ঠী এবং তারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না।

সন্ত্রাসবাদের মুখ্য কারণের মধ্যে সামাজিক অবিচার ও অর্থের প্রাধান্য অন্যতম বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন। বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রে যখন অর্থের প্রভাব দেখা দেয়, তখন সন্ত্রাসবাদ বাড়ে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। অর্থের প্রাধান্য বৈশ্বিক অর্থনীতি সন্ত্রাসবাদের অনুপ্রেরণা যার ফলে এটিই বঞ্চিতদের সহিংসতার দিকে ঠেলে দেয়। মনোজাগতিক চিন্তার দ্বারা প্রতারিত হয়ে তরুণ ও যুবকেরা ভয়ঙ্কর পথ বেছে নিয়েছে। জঙ্গিরা প্রকৃতপক্ষে কি চায়, কেন তারা জঙ্গি হলো, তাদের পরাজিত করার

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

আগে জনগণকে এটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। সন্ত্রাসীদের মুখ থেকে সত্য জানতে পারলেই জনগণ তাদের সন্তানদের সতর্ক করতে পারবে। যেসব পরিবার তাদের সন্তানদের হারাচ্ছে তারা জানতে পারছে না যে কে তাদেরকে জঙ্গি বানাতে রিক্রুট করছে। এমনকি কেন তাদের সন্তানদের বিচারের জন্য সোপর্দ না করে মেরে ফেলা হচ্ছে। বিচারের সম্মুখীন করার জন্য বাঁচিয়ে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। তাতে জনগণ জানতে পারবে তাদের মৃত্যুর পথ বেছে নেয়ার পেছনে কি আছে। মা-বাবা ও তাদের সন্তানদের কি বলে তা তাদের মুখ থেকে শুনতে চান কি তারা বলে।

ফেসবুকে ও যেখানে ধর্মের নামে নানা উসকানি দেয়া হয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক বা টুইটারের পোস্ট অনুসরণ করে কারো মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মনে হয় ভিডিও গেমস খেলতে খেলতে মানুষ মারাটাও খেলার মতোই সহজ হয়ে গেছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা উগ্রবাদে আকৃষ্ট হয় নতুনত্ব আর রোমাঞ্চ খুঁজতে। বিশ্বের নানা জায়গায় মুসলিমদের নিগ্রহ তরুণদের ক্ষুব্ধ করে। যুবকরা অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা দেখে ক্ষুব্ধ হয়। উগ্রপন্থায় যারা যাচ্ছে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান গভীর নয়। ইসলামসহ সব ধর্মের সঠিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। পুলিশ রেইডের ভয়ে অনেকে আছে। যে কেউ যখন তখন জঙ্গি বলে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। দেশে জরুরি ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক হিংসা-বিদ্বেষ প্রশ্রয় দিয়ে তা সম্ভব হবে না। সরকারকে নির্ভর করতে হবে জনগণের শক্তি ও সহযোগিতার ওপর। সন্ত্রাসী আন্দোলনের প্রতিবাদী মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। সবাই চায় শান্তিতে জীবন-যাপন করতে।

২০০৮ সালে প্রকাশিত পল গিলের গবেষণা 'সুইসাইড বোম্বার পাথওয়েজ এ্যামাং ইসলামিক মিলিট্যান্স' এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত মার্কসেইজ ম্যানের গ্রন্থ 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং টেরর নেটওয়ার্কস' থেকে জানা যায় যে ব্যক্তির সহিংসতায় অংশগ্রহণের জন্য গ্রুপ, যোগাযোগ, সম্পর্ক, বন্ধন প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এভাবে র‍্যালিক্যালিজম (Radicalism) অর্থাৎ-রাজনৈতিক আমুল সংস্কারকামী মতবাদ সৃষ্টি হয়।

আবার অনেক গবেষক মনে করেন যে, সামাজিক দিক থেকে গোষ্ঠীগতভাবে আপেক্ষিক বঞ্চনা বোধ ও জঙ্গি হবার অন্যতম একটি কারণ। আপেক্ষিক বঞ্চনা হলো রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিকভাবে অসম আচরণের অভিজ্ঞতা যা অন্যদের সাথে তুলনা করে দেখতে পায় যে, অন্যরা তুলনামূলকভাবে তার চেয়ে ভালো আছে, তখন ভিতরে এক ধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে জঙ্গির দিকে আকর্ষণ বোধ করে। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, জর্জ বুশ ও টনিবে- য়ার দেড় দশকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে দু'মুখো পররাষ্ট্রনীতি (ডবল স্ট্যান্ডার্ড) প্রয়োগ করার ফলে অনেকের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজের একাংশ উগ্রপন্থার দিকে ঝুকে পড়ে।

বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও জঙ্গি হয়ে উঠেছে, তার একটি কারণ আপেক্ষিক বঞ্চনা বলে গবেষকগণ মনে করেন। ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে আপেক্ষিক বঞ্চনার অভিজ্ঞতা বোধ রিলেটিভ ডিপ্রাইভেশন (Relative deprivation) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং এটি রাজনৈতিক ক্ষোভ থেকে দেশের ভেতরে বিরাজমান রাজনীতি থেকেও উদ্ভুত হয়। নাগরিকদের অধিকার সীমিত হয়ে এলে ক্ষোভ-অসন্তোস প্রকাশের পথ হিসেবে উগ্রপন্থা অবলম্বনের ঘটনা ঘটতে পারে। অনেকে মনে করেন আর্থ সামাজিক ও মনোজাগতিক নৈরাশ্য থেকে সৃষ্টি আগ্রাসী মনোভঙ্গি ও অপমানবোধ থেকেও প্রতিহিংসার জন্ম নেয়। ইউরোপের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধারণা প্রবল যে মধ্যপ্রাচ্যে বা অন্যত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপরে নির্যাতন হলে তাদের ওপরই নির্যাতনের একটি রূপ।

সন্তান বাইরে কি করে, কার সাথে মিশে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাসে উপস্থিত থাকে কি-না এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া দরকার। ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এসব উচ্ছৃঙ্খল ও বিপদগামীরা যা করছে তা বর্বরোচিত। বিষয়টি সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। এটি দেশের স্বাধীনতা ও জাতিসত্তার জন্য বড় হুমকি। সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে এ জিঘাংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। শ্রেণিকক্ষে, কর্মক্ষেত্রে, হাট-বাজার ও মাসজিদে জঙ্গি প্রতিরোধ প্রচারণা চালাতে হবে। ❑

অবসর জীবন : অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

'জন্মিলে মরিতে হইবে, জানিবে নিশ্চয়' আপ্ত বাক্যটি চিরন্তন। ভাবনার অন্তরালে মহিমাময় দিগন্ত জুড়ে এটি বিস্তৃত। পবিত্র কুরআনে লিখা আছে– ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

অর্থাৎ- "জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী।"[২৭] অতি বাস্তব এ বিষয়টি আমাদের মনে তেমন নাড়া দেয় না। ভবিতব্য জীবনের নেতিবাচক কোনো ভাবনা আমাদের আলোড়িত করে না। ঘটনা সংঘটিত হলেও আমরা বেহুঁশ হয়ে পড়ি। কান্না, ক্লেদ আর বিরহে জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলি। নিজের টিকে থাকাকে অনর্থক ভাবি– যা ইসলামে সমর্থন করে না। এতদকারণে সৃষ্ট নিঃসঙ্গতা বৈরাগ্যের শামিল। ইসলাম এমনি অবস্থাকে ঘৃণা করেছে। একটা স্থবির কিংবা গতিহীন সমাজ যাতে অংকুরিত না হয় এ জন্য সম্ভবতঃ নিঃসঙ্গতা কিংবা বৈরাগ্যকে ঘৃণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ গতিই জীবন, গতির দৈন্যতা মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু ভাবনায় নিরন্তর তাড়িত হয়ে নিজকে গুটিয়ে নেয়ার অবকাশ নেই।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সুখ্যাতি আধুনিক সময়েও বিশ্বজোড়া। তাঁর শক্তিমত্তা, বৈয়াকরণিক জ্ঞান কিংবা উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ছিল অসাধারণ। তিনি একবার জিজ্ঞাসিত হলেন– মৃত্যুকালীন একজন মোমেনের লক্ষণ কী হতে পারে? তিনি বললেন, 'একজন মু'মিনের জীবনের শেষ নিশ্বাস নিঃসরিত হবে ঘর্মাক্ত শরীরে'। অর্থাৎ- তিনি যখন মারা যাবেন তখন তাঁর শরীর থেকে ঘাম নির্গত হবে। সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বুঝাতে চেয়েছেন সেই ঘাম মৃত্যুজনিত কষ্টের কারণে নয়; পরিশ্রমজনিত কারণে। কঠিন পরিশ্রমের মাঝে ঘর্মাক্ত অবস্থায় তার প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার কারণে। তাহলে ইসলামি জীবনাচারে অলসতার কোনো সুযোগ নেই। হাদীস গ্রন্থসমূহে اَلْعَجْزِ وَالْكَسَلِ শব্দসমূহ চয়ণ করে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রার্থনা শেখানো হয়েছে।[২৮] বস্তুত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে প্রাপ্তিযোগ শূন্য হয়। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে– ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

অর্থাৎ- "কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।"[২৯] অনুরূপ বাণী বিঘোষিত হয়েছে সূরা আন্ নাজম-এর ৩৯ নং আয়াতে– ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

অর্থাৎ- "আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে।"[৩০] সুতরাং অবসরজনিত অলসতা গতিশীল সমাজে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আধুনিককালে জীবিকার্জনের রকমফেরে চাকরি একটা উপায় হিসেবে বিবেচিত। মানুষ নির্দিষ্ট সময় চাকরি শেষে অবসরজনিত ভাবনায় তাড়িত হয়। নিজকে প্রায় মৃত্যু কাফেলার যাত্রী হিসেবে বিবেচনা করে। সংসার সম্পদের বিভাজন প্রক্রিয়ায় সে আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। বৃদ্ধাশ্রম কিংবা পুত্র/কন্যার গলগ্রহ হয়ে টিকে থাকার আতঙ্ক তাকে মুমূর্ষ করে তোলে। সে যেন প্রহর গুনতে থাকে লাস্যময় গ্রহটির ভালোবাসা ছেড়ে কবে সে পাড়ি জমাবে না ফেরার দেশে? কিন্তু আসলে এমনটি হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না তা ভেবে দেখা দরকার। আমরা যদি ভাবি– অবসরজনিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া একটি গন্তব্য মাত্র তাহলে সমস্যা নেই। আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে প্রতীতি হয় যে, বুড়ো হওয়া একটা শিল্প। বার্ধ্যক্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া বিষণ্নতার কিছু নয়; এটি আনন্দময় উদ্‌যাপনের মহিমাময় পরিসর। কুঁচকানো চামড়া, কপালের কাল রেখা, শুভ্র সফেদ চুল, বসে যাওয়া গাল, ঢিলেঢালা পেশি, মেরুদণ্ডের বক্রতা কিংবা ঝাপসা দৃষ্টি –এ সবই দীর্ঘ পরিশ্রমী সফল ও গৌরবান্বিত পথপরিক্রমার অর্জন। সংসার জীবনে এ বন্ধুর পথে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ পৌঁছাতে পারেনি। পেরেছেন আপনি! সে জন্য

---

* **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[২৭] সূরা আল 'আনকাবূত : ৫৭।

[২৮] বুখারী- হা. ৬৩৬৭, সহীহ মুসলিম- হা. ২৭০৬ ও ২৭২১।

[২৯] সূরা আর্ রা'দ : ১১।

[৩০] সূরা আন্ নাজম : ৩৯।

তো আপনি ধন্যবাদের পাত্র আপনার পরিবারে, সমাজে, সংসারে। আপনার ঢিলেঢালা চেহারা, অপরিমিত ও বোতামহীন বসন, দাঁতহীন ফোকলা হাসি, দীর্ঘ পরিক্রমার পটু পথচারীর সফলতার সাক্ষী। জীর্ণ দেহটির প্রতিটি ক্ষত সাক্ষ্য দিচ্ছে একেকটি সূর্যালোকিত দিনের, যে আলো আপনাকে পরিপক্ব করেছিল, ক্ষতের সাথে দুর্ধর্ষ লড়াইয়ের আমন্ত্রণে। বস্তুতঃ বার্ধক্য আপনার অর্জিত অহংকার, আপনার মহিমাময় জীবন। আর ফেলে আসা সোনালি অতীত জীবনের ভূমিকা মাত্র। বার্ধক্য কিন্তু কোনোভাবেই উপসংহার নয়; উপসংহার হলো রেখে যাওয়া কীর্তি। বার্ধক্য আপনার স্বাধীনতা। বার্ধক্যই আপনাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। যেদিকেই হাত বাড়াবেন, দৃষ্টি ফেরাবেন, সেদিকেই আপনি আহলাদিত হবেন। সুতরাং চমৎকৃত হতে হবে প্রতিটি আসন্ন মুহূর্তের বিস্ময়ে, উপভোগ করতে হবে নির্মিলিত নয়নে উচ্ছ্বাসের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে।

বয়স? বয়স আপনাকে আঁকড়ে ধরে চলেছে নানা বর্ণিল প্রপঞ্চের সাক্ষী করে। সুতরাং বয়সের পিঠে চড়ে বসুন নির্ভয়ে, বয়সকে আলিঙ্গন করুন সাহসে, সৌন্দর্য ও পরম বন্ধুতায়। সুতরাং ফাঁস করুন আপনার বয়সকে গাণিতিক প্রক্রিয়ায়, ভাবিয়ে তুলুন সমাজকে কীভাবে বাঁচতে হয় –এ পাঠ দিয়ে। আর চেহারা? লুকোবার কিছু নেই। এখানেই তিল তিল করে বিনির্মিত হয়েছে প্রাসাদোপম ষড়রিপুর অট্টালিকা। এর চৌকষ কারিগর স্বয়ং আপনি।

আপনার প্রতিটি গল্পের সাক্ষী এ চেহারা। প্রতিটি সংকট অতিক্রম করতে গিয়ে জিতে আসা সাক্ষী এই ঝাঁঝরা চেহারা। আপনার মলিনতা, দাগ, আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতার সিলমোহর। যৌবন পাঠশালা মাত্র, বার্ধক্য শিক্ষক। জগতের সব জীবিত প্রাণের আপনিই সম্রাট, আপনিই সম্রাজ্ঞী, বার্ধ্যক্যের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে; বার্ধক্যের দুর্লভ রূপময়তায়। বার্ধক্য একটা মনোহরা শিল্প। শৈল্পিক পথে প্রৌঢ় হওয়ার সুন্দরতম পদ্ধতি হচ্ছে কোনো কিছুকেই পাত্তা না দেয়া। আপনার পূর্ণতার দেখা মিলেছে আপনার ইহজৈবনিক কর্মকাণ্ডের রঙ্গমেলায়।

তাহলে দেহ, বয়স, আকৃতির শীর্ণতা সত্ত্বেও কিন্তু আপনি অপরাজেয়। ম্যালকম কুলির মতে– অবসর হলো তুচ্ছতার একমুখী ভ্রমণ –এর সাথে আমরা একমত নই। অবসর মানেই সীমাহীন ছুটিসহ স্বাধীনতা। উপভোগের নিরন্তর সুবিধা। আকণ্ঠ পানও অবগাহন আপনার জীবনকে ক্লেদমুক্ত ও নির্মল করে তুলবে। বহুমুখী জীবনচর্যায় এখনো আপনি একজন সেরা মানুষ জেনে, সমাজ আপনাকে আলিঙ্গন করবে।

অতিক্রান্ত কর্মজীবনের আপনি একজন কর্মবীর। বীরত্বে, সাহসে, শক্তি ও সৌন্দর্যে আপনি বিভূষিত। আপনার সৌরভে সুরভিত দেশ ও সমাজ। তিলতিল করে নির্মোহ ভাবনায় কঠোর দায়িত্বজ্ঞানে গড়ে তুলেছেন পৃথিবী নামক গ্রহটির অবকাঠামো। সুতরাং সৌৎসাহে, পুলকিত মনে বেঁচে থাকবেন বহু বছর এ কামনায় সিক্ত থাকুন প্রতিটি পলে ও ক্ষণে। বারগাহে মাওলা প্রাণভরে সবাই দু'আও করি–

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও ও আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের 'আযাব হতে রক্ষা করো।"[৩১] ❑

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

[৩১] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০১।

ঈদের সালাতের ওয়াক্ত প্রসঙ্গ

–কামাল আহমাদ★

অনেক ভাই ঈদের সালাতের ওয়াক্ত নিয়ে বেশকিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন। এমনকি কেউ কেউ একথাও বলেন যে, এ ব্যাপারে হাদীসে তেমন স্পষ্টতা নেই। এ কারণে আমরা এ সম্পর্কিত হাদীস ও সালাফদের মতামত পেশ করছি।

হাদীস– ১. সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত :

عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) مَعَ النَّاسِ فِيْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ.

"তিনি একবার লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন বের হন। ইমামের বিলম্বে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন : আমরা তো এ সময়ে ঈদের সালাত শেষ করতাম, আর তখন ছিল (ভোরের পরবর্তী) নফল সালাতের সময়।"[৩২] ইমাম ক্বস্তালানী (রাহিমাহুল্লাহ) حِيْنَ التَّسْبِيْحِ অর্থ লিখেছেন :

أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة.

"অর্থাৎ- ভোরের নফল সালাতের ওয়াক্ত, যখন (সূর্যোদয়ের) মাকরূহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়।"[৩৩]

হাদীস– ২. আবূ উমাইর ইবনু আনাস তাঁর চাচা সাহাবীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوْا، وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

"একবার কয়েকজন আরোহী নবী (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেন : গতকাল তারা চাঁদ দেখেছেন। তখন তিনি (ﷺ) তাদেরকে সিয়াম ভঙ্গ করতে এবং পরের দিন ভোরে ঈদের সালাত আদায় করার জন্য যেতে আদেশ দিলেন।"[৩৪] এখানে কোন মুহূর্তে ঈদের সালাতের জন্য বের হতে হবে– তা বলা হয়েছে। غد শব্দটি মূলে الغداة অর্থ : ফজর উদয় ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়।[৩৫] الغُدُوّ অর্থ : সন্ধ্যার বিপরীত।[৩৬] অর্থাৎ- ভোর বা প্রভাত। যেমন- আল্লাহ বলেন :

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

"আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।"[৩৭]

﴿فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

"আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।"[৩৮]

পূর্বোক্ত 'হাদীস– ২' থেকে প্রমাণিত হয়, নবী (ﷺ)- এর নির্দেশ ছিল ভোরের দাবি থাকতে থাকতেই সালাতের জন্য বের হওয়া। তবে সালাত আদায় করতে হবে 'হাদীস–১'-এর দাবি অনুযায়ী। অর্থাৎ- সূর্যোদয়ের পরবর্তী নফল সালাতের সময় 'ঈদের সালাত শেষ হবে। যেভাবে সহীহুল বুখারী'র তর্জমাতুল বাবে উল্লিখিত হয়েছে–

بَابُ التَّبْكِيْرِ إِلَى العِيْدِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ : إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِيْ هَذِهِ السَّاعَةِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ.

"অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের জন্য জলদি (সকাল সকাল) করা। 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমরা নফল সালাতের সময় ঈদের সালাত সমাপ্ত করতাম।"[৩৯]

"নফল সালাত তথা চাশ্তের সময় 'ঈদের সালাত সমাপ্ত হত। এ থেকে বুঝা যায় সূর্য উঠতে উঠতেই ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতে হবে। যা অনুচ্ছেদ বা তর্জমাতুল বাবের দাবি।"[৪০] ইমাম ইবনুল বাত্তাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

أجمع الفقهاء أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس، ولا عند طلوعها، فإذا ارتفعت الشمس وابيضت وجازت صلاة النافلة، فهو وقت العيد؛ ألا ترى قول عبد الله بن بسر : وذلك حين التسبيح، أى : حين الصلاة، فدل أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فلا تؤخر عن وقتها.

★ *গবেষক ও পুস্তকপ্রণেতা।*

[৩২] *ইবনু মাজাহ্- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১/১৩১৭ নং, আলবানী সহীহ; তাহক্বীক্বকৃত ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩১৭; অনুরূপ সুনান আবূ দাউদ- ই. ফা. বাং, ২/১১৩৫ নং।*

[৩৩] *আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত সুনান ইবনু মাজাহ্- রিয়াদ : মাকতাবাতুলমা 'আরিফ, হা. ১৩১৭, পৃ. ২৩৩, টীকা নং- ১।*

[৩৪] *সুনান আবূ দাউদ- তাহক্বীক্বকৃত, হা. ১১৫৭, সহীহ।*

[৩৫] *ক্বামূসুল ওয়াহীদ।*

[৩৬] *মুখতারুস সিহাহ- ৬৫৭ পৃ.)।*

[৩৭] *সূরা আর্ রা'দ : ১৫।*

[৩৮] *সূরা আন্ নূর : ৩৬।*

[৩৯] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল ঈদাইন।*

[৪০] *ফয়যুল বারী উর্দূ তর্জমাফ তহুলবারী- লাহোর : মাকতাবাহ আসহাবুল হাদীস, ২/১৮৪ পৃ.।*

"সমস্ত ফক্বীহ এ মাসআলাতেই ইজমা করেছেন যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে ও উদয়ের সময় ঈদের সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। যখন সূর্য উপরে উঠে যাবে এবং নফল সালাত পড়া জায়িয হয়, তখন ঈদের সালাতের সময় হয়। যদি তুমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উক্তি وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ লক্ষ্য করো, যা (দিনের শুরুর নফল) সালাতের সময়। ঈদের সালাতের ওয়াক্ত হলো, ঐ দিনের (শুরুর) নফল সালাতের ওয়াক্তটি। সুতরাং ঐদিনে এই ওয়াক্তটির ব্যাপারে বিলম্ব করো না।"[৪১]

ঈদের সালাত শীঘ্র শীঘ্র শুরু করার প্রতি গুরুত্বারোপ :

হাদীস– ৩. বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ইয়াওমুননাহরে (দশ যিলহাজ্জ) খুতবাহতে বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ فِيْيَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا.

"এদিনটি আমরা সর্বপ্রথম যে কাজ দ্বারা শুরু করবো, তাহলো সালাত পড়া। অতঃপর ফিরে গিয়ে নাহর (কুরবানী) করবো। সুতরাং যে আজ এভাবে কাজটি করবে তাহলে সে আমাদের সুন্নাত মোতাবেক করলো...।"[৪২] হাফেয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ-র) হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

وهو دال على أنه لاينبغي الاشتغال في يوم العيد بشئ غير التأهب الولاء والخروج إليه اومن لازمه أن لايفعل قبلها شئ غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها.

"এই হাদীস দ্বারা দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ঈদের দিনের সালাতের প্রস্তুতিও সালাতের জন্য বের হওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজে মশগুল (ব্যস্ত) হওয়া জায়িয নয়। এই দিনের সর্বপ্রথম জরুরি হলো, ঈদের সালাত আদায় করা। অর্থাৎ- এই 'আমলটির দাবি ঈদের সালাত (শুরু করার ব্যাপারে) জলদি (সকাল সকাল) করা।"[৪৩]

উভয় 'ঈদের সালাতের ওয়াক্তে পার্থক্য করার হাদীসগুলো যঈফ :

হাদীস– ৪. জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত :

كان النبي (ﷺ) يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح.

"নবী (ﷺ) আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের দিন সালাত পড়ালেন সূর্য দুই বল্লম পরিমাণ উঁচু হলে। আর ঈদুল আযহার দিনে সালাত পড়ালেন সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উঁচু হলে।"[৪৪]

হাদীস– ৫. আবূল হুয়াইরিস (রাহিমাহুল্লাহ-র) বর্ণনা করেন :

أن النبي (ﷺ) كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران : "أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس".

"নিঃসন্দেহে নবী (ﷺ) 'আম্র ইবনু হাযমহ্কে লিখেছিলেন, তিনি তখন নাজরানে ছিলেন : ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি আদায়ের জন্য এবং ঈদুল ফিতর দেরিতে আদায়ের জন্য এবং লোকদেরকে ওয়ায-নসিহত করার।"[৪৫]

উভয় ঈদের সালাতের ওয়াক্ত একই–

أخبرنا أبوبكر الفريابي، قال حدثني محمد بن إسماعيل، ثنا أبوصالح، حدثني الليث، قال : سئل ربيعة عن وقت الفطر، والأضحى، قال ربيعة : إذا طلعت الشمس فالتعجيل فيهما أحسن من التأخير.

"লাইস ইবনু সা'আদ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বর্ণনা করেন, রবি'আহ্ ইবনু আব্দুর রহমান হায়তামী (রাহিমাহুল্লাহ-র)-কে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তখন রবি'আহ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বললেন : যখন সূর্যোদয় হয় তখন তাদের (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) জলদি আদায় করো, দেরি করা থেকে বিরত থাকো।"[৪৬]

এই আসারটি ও পূর্ববর্তী দলিল–প্রমাণ থেকে বুঝা গেল, উভয় ঈদ একই ওয়াক্তে তথা সূর্যোদয়ের পর পর আদায় করা মুস্তাহাব। প্রথমে উল্লিখিত ১ নং হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুস্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার ওয়াক্ত বলতে একই সময়কে বুঝিয়েছেন। তাছাড়া ইমাম কর্তৃক বিলম্ব করার জন্য তিনি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হক্ব গ্রহণ ও 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

[গ্রন্থসূত্র : মুহাম্মাদ ফারুক, ঈদাইনকে মাসায়েল (পাকিস্তান : মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, জুলাই'২০০৯)]

---

[৪১] *শরহে ইবনুল বাত্তাল- ৪/১৮৫।*

[৪২] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল ঈদাইন, بَابُ التَّكْبِيْرِ إِلَى الْعِيْدِ; সহীহ মুসলিম- কিতাবুল আযহা, بابوقتها।*

[৪৩] *ফতহুলবারী- কিতাবুল ঈদাইন, بَابُ التَّكْبِيْرِ إِلَى الْعِيْدِ।*

[৪৪] *ইরওয়াউল গালীল- ৩/১০১; তালখীসুল হাবীর- ২/৮৩; এর সনদ য'ঈফুন যিদ্দান (ভয়ানক দুর্বল)। কেননা মাওলা ইবনু হিলাল ইবনু সাওয়ীদ মিথ্যুক ও (মনগড়া) হাদীসরচনাকারী (ইরওয়া ৩/১০১)।*

[৪৫] *বায়হাক্বী- ৩/২৮২, কিতাবুল উম্ম- ১/২০৫। এর সনদ য'ঈফুন যিদ্দান (ভয়ানক দুর্বল)। কেননা, বর্ণনাটি মুরসাল এবং এর একজন বর্ণনাকারী ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহ ইয়া আসলামী মাতরুকরাবী (ইরওয়া ৩/১০২)।*

[৪৬] *আহকামুল ঈদাইন লিলফির ওয়াবী- ১/৩৬, এর সনদ হাসান। আবূ সালেহ কাতিবে লাইস সত্যবাদী রাবী।*

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৫-৩৬ সংখ্যা ❖ ০৩ জুন- ২০২৪ ঈ. ❖ ২৫ যিলক্বদ- ১৪৪৫ হি.

ক্বাসাসুল হাদীস

সাহাবায়ে কিরামের সালাতে একাগ্রতা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

জাবির ইবনু ‘আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথী হয়ে যাতুর রিকা‘ অভিযানে বের হলাম। ‘যাতুর রিকা‘ অঞ্চলটি ছিল প্রচুর খেজুর বৃক্ষবিশিষ্ট। জনৈক সাহাবী এক মুশরিকের স্ত্রীকে বন্দী করেন। অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মদীনায় ফেরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন ঐ মুশরিক ব্যক্তি বাড়ি আসে। মহিলাটিকে বন্দী করার সময় সে বাড়িতে ছিল না। বাড়িতে এসে সে তার স্ত্রী বন্দী হওয়ার ঘটনা শুনতে পায়। তখন সে শপথ করে বলে, ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবে সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাহাবীদের মধ্যে কারো না কারো রক্তপাত ঘটাবে। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক জায়গায় এসে যাত্রা বিরতি করেন। সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, কে আছ আজ রাতে আমাদেরকে পাহারা দিবে?

সাথে সাথে একজন মুহাজির ও একজন আনসার সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা পাহারা দেব। তিনি নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা গিরিপথের প্রবেশদ্বারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করো।

সাহাবী দু’জন ছিলেন আম্মার ইবনু ইয়াসির ও আব্বাদ ইবনু বিশর। গিরিপথের প্রবেশদ্বারে গিয়ে আনসার সাহাবী তার মুহাজির ভাইকে বললেন, আপনি রাতের কোন্ অংশে বিশ্রামের সুযোগ নিবেন আর আমি দায়িত্ব পালন করব? মুহাজির সাহাবী বললেন, রাতের প্রথম অংশে আপনি আমাকে বিশ্রামের সুযোগ দিবেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

অতঃপর আনসার সাহাবী সালাতে দাঁড়ালেন। উক্ত মুশরিক ব্যক্তি সেখানে এসে সালাতরত সাহাবীকে দেখে বুঝে নিয়েছিল যে, এ ব্যক্তি পাহারাদার। সে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে। তীর তাঁর গায়ে বিদ্ধ হলো। তিনি দেহ থেকে তীরটি খুলে ফেলে দেন এবং সালাতেই দাঁড়িয়ে থাকেন। ঐ ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি সাহাবীর দেহে বিদ্ধ হলো। এবারও তিনি তীর খুলে পাশে রেখে দিলেন এবং যথারীতি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকলেন। মুশরিক ব্যক্তিটি তাঁকে লক্ষ্য করে তৃতীয়বার তীর নিক্ষেপ করল। সেটি তাঁর শরীরে বিদ্ধ হলো। এবারও তিনি তীরটি খুলে পাশে রেখে দেন এবং যথারীতি রুকূ‘-সিজদা করে সালাত শেষ করেন।

তারপর তাঁর সাথী আনসার সাহাবীকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, উঠুন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের দু’জনকে কথা বলতে দেখে মুশরিক ব্যক্তি ধারণা করল যে, তাঁরা তাকে ধরার জন্যে পরামর্শ করছেন। ফলে সে দ্রুত পালিয়ে গেল।

যখন আনসার সাহাবী দেখলেন যে, মুহাজির সাহাবীর দেহ থেকে রক্ত ঝরছে, তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে প্রথম তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ঘুম থেকে জাগাননি কেন? মুহাজির সাহাবী বললেন, আমি একটি বিশেষ সূরা পাঠ করছিলাম। সূরাটি শেষ না করে তিলাওয়াত ছেড়ে দিতে আমার মন চায়নি। কিন্তু সে বারবার তীর নিক্ষেপ করছিল। ফলে আমি রুকূ‘-সিজদার মাধ্যমে সালাত শেষ করে ফেলি। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে গিরিপথ পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তা পালনে ত্রুটি হবার আশঙ্কা না থাকলে আমি সালাত আদায় করেই যেতাম এবং সূরাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিলাওয়াত বন্ধ করতাম না। তাতে আমার মৃত্যু হলেও কোনো পরোয়া ছিল না।[৪৭]

হাদীসের শিক্ষা

১. শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করা যায় যেমনটি রাসূল (ﷺ) করেছেন।

২. কোনো কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক হলে সময় ভাগ করে নিয়ে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করা যায়।

৩. দায়িত্ব পালনে ত্রুটি না হলে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নফল ‘ইবাদত করা যায়। ❑

* আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

[৪৭] আবূ দাউদ- হা. ১৯৮; হাকিম- হা. ৫৫৭, সনদ হাসান।

বিশেষ মাসায়িল

কুরবানীর গোশত্ বণ্টনের বিশেষ কোনো পদ্ধতি আছে কি?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : কুরবানীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, প্রাথমিক যুগে কুরবানীকৃত পশুর গোশত্ ভক্ষণ করার কোনো সুযোগ ছিল না; বরং কবূলকৃত কুরবানী আসমানী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত; আর যে কুরবানী কবূল হত না তা জমিনে পড়ে থেকে পঁচে যেত। আল্লাহ তা‘আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কুরবানীকৃত পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করার নিয়ামত দান করলেন। এক্ষণে আমরা জানব, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্ত থেকে কতটুকু আহার করব এবং কি পরিমাণ ও কাদের মাঝে বিতরণ করব। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন :

﴿فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ﴾

“অতঃপর তোমরা তা হতে আহার করো এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।”[৪৮] অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

﴿فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

“তোমরা আহার করো এবং আহার করাও যেসব অভাবগ্রস্ত চায় এবং যেসব অভাবগ্রস্ত চায় না তাদেরকে। এমনভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।”[৪৯] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানীর গোশ্ত বন্টন পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন :

«كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا».

তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করো ও অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ করো।[৫০]

ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরবানীর গোশ্ত তিনভাগ করে একভাগ নিজেরা খেতেন, একভাগ যাকে চাইতেন তাকে খাওয়াতেন এবং একভাগ ফকির-মিসকীনকে দিতেন।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কুরবানীর গোশ্ত বন্টন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একভাগ নিজের পরিবারকে খাওয়াতেন, একভাগ গরীব প্রতিবেশীদের দিতেন এবং একভাগ সায়েল-ফকীরদের দিতেন। হাফিয আবূ মূসা বলেন, হাদীসটি ‘হাসান’। তবে আলবানী বলেন, আমি এটির সনদ জানতে পারিনি। জানি না তিনি অর্থের দিক দিয়ে ‘হাসান’ বলেছেন, না সনদের দিক দিয়ে।[৫১]

এছাড়া ইমাম আহমাদ, শাফে‘ঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-সহ বহু বিদ্বান কুরবানীর গোশ্ত তিনভাগ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।[৫২]

অতএব কুরবানীর গোশ্ত তিন ভাগ করা যায়। একভাগ নিজেদের ও একভাগ প্রতিবেশীদের যারা কুরবানী করেনি এবং এক ভাগ ফকির-মিসকীনদের। প্রয়োজনে বণ্টনে কমবেশি করাতে কোনো দোষ নেই।[৫৩]

অতএব মহল্লার স্ব স্ব কুরবানীর গোশ্তের এক-তৃতীয়াংশ একস্থানে জমা করে মহল্লায় যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের তালিকা করে সুশৃংখলভাবে তাদের মধ্যে বিতরণ করা ও প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া উত্তম। বাকী এক-তৃতীয়াংশ ফকির-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

এটাই হলো কুরবানীর মূল প্রেরণা। আজকাল অনেকে গোশ্ত জমা করে সেখান থেকে প্রতিবেশী ও ফকির-মিসকীনদের কিছু কিছু দিয়ে বাকি গোশ্ত পুনরায় নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন। এটি একটি কুপ্রথা। এর মাধ্যমে কৃপণতা প্রকাশ পায়। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

উল্লেখ্য যে, কুরবানীর গোশ্ত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। ‘কুরবানীর গোশ্ত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না’ মর্মে যে হাদীস রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

তবে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘সংরক্ষণ নিষেধ হওয়ার কারণ হলো দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময় তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশ্ত সংরক্ষণ জায়িয হবে না। তখন ‘সংরক্ষণ নিষেধ’ সম্পর্কিত হাদীস অনুযায়ী ‘আমল করতে হবে।

---

[৪৮] *সূরা আল হাজ্জ : ২৮।*
[৪৯] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৬।*
[৫০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৬৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭১।*
[৫১] *ইরওয়া- হা. ১১৬০; আলোচনা দ্রষ্টব্য : মির‘আত- হা. ১৪৯৩-এর ব্যাখ্যা, ৫/১২০ পৃ.।*
[৫২] *সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম- ৪/১৮৮ পৃ.।*
[৫৩] *সুবুলুস সালাম শরহ্ বুলূগুল মারাম- ৪/১৮৮; আল-মুগনী- ১১/১০৮; মির‘আত- ২/৩৬৯; ঐ- ৫/১২০ পৃ.।*

আর যদি দুর্ভিক্ষ না থাকে তবে যতদিন ইচ্ছা কুরবানীদাতা কুরবানীর গোশ্ত সংরক্ষণ করে খেতে পারেন। তখন 'সংরক্ষণ নিষেধ রহিত হওয়া' সম্পর্কিত হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা হবে।'[৫৪]

কুরবানীর গোশত্ যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এমনকি এক যিলহাজ্জ থেকে আরেক যিলহাজ্জ পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যাবে।[৫৫]

কেউ চাইলে সে তার কুরবানীর সম্পূর্ণ গোশ্তকে বিতরণ করে দিতে পারে, আর তা করলে উপরোক্ত আয়াতের বিরোধিতা করা হবে না। কারণ, ঐ আয়াতে খাওয়ার আদেশ হলো মুস্তাহাব বা সুন্নাত। সে যুগের মুশরিকরা তাদের কুরবানীর গোশ্ত খেতো না বলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আদেশ দিয়ে মুসলিমদেরকে তা খাবার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ খাওয়া ওয়াজিবও বলেছেন।[৫৬] সুতরাং কিছু খাওয়া উত্তম।

কুরবানীর গোশ্ত হতে অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন কাফিরকে অথবা তাকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার জন্য দেওয়া বৈধ। আর তা ইসলামের এক মহানুভবতা।[৫৭]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার ইহুদী প্রতিবেশীকে দিয়ে গোশ্ত বণ্টন শুরু করেছিলেন।[৫৮]

'তোমরা মুসলিমদের কুরবানী থেকে মুশরিকদের আহার করিও না' –মর্মে যে হাদীস এসেছে সেটা য'ঈফ।[৫৯]

কুরবানীর পশুর গোশ্ত, চামড়া, চর্বি বা অন্য কোনো অংশ বিক্রি করা জায়িয নয় অথবা কসাই বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়াও জায়িয নয়। হাদীসে এসেছে–

«وَلَا يُعْطِيَ فِيْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا».

"তার প্রস্তুতকরণে তার থেকে কিছু দেয়া হবে না।"[৬০]

তবে দান বা উপহার হিসেবে কসাইকে কিছু দিলে তা নাজায়িয হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ইখলাসের সাথে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কুরবানী ও সকল 'ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন! ❑

[৫৪] *ফাতহুল বারী- ১০/২৮; ইনসাফ- ৪/১০৭।*
[৫৫] *আহমাদ- ২৬৪৫৮; সনদ হাসান, তাফসীরে কুরতুবী- ৪৪১৩।*
[৫৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৩/২৯২, ৩০০; মুগনী- ১৩/৩৮০; মুমতে, ৫২৫।*
[৫৭] *মুগনী- ১৩/৩৮১; ফাতহুল বারী- ১০/৪৪২।*
[৫৮] *সহীহুল বুখারী, আদাবুল মুফরাদ- হা. ১২৮; সনদ সহীহ।*
[৫৯] *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান- হা. ৯১১৩।*
[৬০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭১৬, সহীহ মুসলিম- হা. ১৩১৭।*

ঈদের জামা'আত

ঢাকা মহানগরীসহ পার্শ্ববর্তী ইলাকার আহলে হাদীসদের ঈদুল আয্হা'র প্রধান জামা'আত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে **সকাল ৭টায়** অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। বৈরী বা প্রতিকূল আবহাওয়া থাকলে সকাল ৭টায় বংশাল বড় জামে মসজিদে প্রথম জামা'আত ও সকাল ৮টায় দ্বিতীয় জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ।

এছাড়াও মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া (যাত্রাবাড়ি) মাঠে, মিরপুর এম.ডি.সি স্কুল মাঠে, বারিধারা লেক সংলগ্ন মাঠে, মোহাম্মদপুর সলিমুল্লাহ রোড সংলগ্ন মাঠে, টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। সকল জামাআতে মহিলাদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল-এর ঈদ শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী মুসলিম উম্মাহ-সহ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সকল স্তরের নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণকে পবিত্র ঈদুল আয্হা'২৪-এর **শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ** জানিয়েছেন।

«تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ».

"তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না- ওয়া মিনকুম।"

এক বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, মহান আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি 'ইবাদত কুরবানী। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ'র আত্মত্যাগের মহান কীর্তিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে এই কুরবানীকে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য বিধান হিসেবে ঘোষণা করেন। নিছক পশুর গলায় ছুরি চালানোর নাম কুরবানী নয়; বরং ইসলামের প্রতিটি বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের জন্য যাবতীয় স্বার্থ ত্যাগ করে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উৎসর্গ করার নাম কুরবানী। এই কুরবানী থেকে আমরা তাযকীয়া-এ নাফস তথা আত্মশুদ্ধির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। 'আমলে সালেহ-এর প্রদর্শনী এবং বাহ্যিক পরহেযগারিতা থেকে বের হয়ে এসে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনে প্রকৃত তাক্বওয়ার গুণ অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অতএব আসুন! আমরা পবিত্র ঈদুল আয্হা থেকে ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করি এবং সকলপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, অপতৎপরতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং বিভেদ-বিসংবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গঠনে সচেষ্ট হই।

স্মৃতিচারণ

প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হু)
আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

[প্রথম পর্ব]

আমার মতো একজন ক্ষুদ্র অযোগ্য অধম ব্যক্তির পক্ষে স্যার সম্পর্কে দু'এক লাইন লেখার জন্য কলম হাতে নেয়া নিতান্তই দুঃসাহস ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ স্যারের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার কপালে জোটেনি। তাছাড়া অন্য যে কোনো কারণে স্যারের সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগও ঘটেনি। শুধুমাত্র সেই ছোট বেলায় আমার মরহুম আব্বার কাছ থেকে স্যারের এবং স্যারের চাচা আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হু) সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছি মাত্র। আর আমি নিজে যেটুকু শুনেছি এবং দেখেছি সেটি কেবল সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন প্রোগ্রামে স্যারের আগমনের মাধ্যমে। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনের মণিকোঠায় বার বার তাগিদ দেয় বহুদিন ধরে স্যার সম্পর্কে একটু লেখার। তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেভাবেই পারি সেভাবেই একটু লেখার দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করছি মাত্র।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! আজ যে স্যারের কথা লিখতে চাচ্ছি তিনি শুধু আমার একার স্যার নন, আমি মনে করি সমগ্র বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রায় সকলেরই স্যার। যিনি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি এবং দক্ষিণ এশিয়ার কৃতী সন্তান, শিক্ষা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হু)। মূলতঃ স্যার বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন। জীবনে চলার পথে প্রতিটি বিষয়ে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কোনো সাইডে কমতি নেই। সে জন্য স্যার সম্পর্কে লিখতে যেয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার ও কবি সেক্সপিয়ারের "Twelfth Night" শীর্ষক নাটকের কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি পেশ করছি, যার সাথে স্যারের জীবনটা যেন হুবুহু জড়িত। সেগুলো হলো–

"Some are born great,
Some achieve greatness
Some have greatness trust upon them."

অর্থাৎ-

"কেউ বড় হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন,
কেউ বা বড়ত্ব অর্জন করেন এবং
কারো কারো উপর বড়ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়।"

অবিভক্ত ভারতের মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ এর সদস্য, পাকিস্তানের গণপরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী (রাহিমাহুল্লা-হু)'র পুত্র হিসেবে প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হু) হয়তো বা বড় হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বস্তুতঃ তিনি কিন্তু বড়ত্ব অর্জন করেন স্বীয় মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও দক্ষতার বদৌলতে। স্বীয় যোগ্যতায় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, দক্ষ সংগঠক, প্রাজ্ঞ শিক্ষক ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রশাসক এবং নিবেদিতপ্রাণ সেবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এ বিরল এবং এ অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী স্যারের সান্নিধ্যে আমার জীবনে একদিন সকাল ৮.০০টা হতে 'ইশার সালাত পর্যন্ত অবস্থান করার দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল।

মূলতঃ স্যার সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের প্রোগ্রামে আসলে রাত্র যাপন করতেন। সাতক্ষীরার পাথরঘাটা গ্রামের বিশষ্টজন জামাল উদ্দীন (রাহিমাহুল্লা-হু)'র বাসায়। একদিন সন্ধ্যার সময় ঐ পাথরঘাটা গ্রামে জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমার একজন সুপরিচিত ব্যক্তি শামসুজ্জামান (রাহিমাহুল্লা-হু) ভাই আমাকে বললেন, ভাই! আগামীকাল সকালে প্রস্তুত থাকবেন যশোর যাওয়ার জন্য, আমি বললাম,

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

কেন? উনি বললেন, আগামীকাল সকাল ৮টার ফ্লাইটে ড. এম. এ বারী স্যার আসবেন তাই স্যারকে যশোর বিমান বন্দর থেকে নিয়ে আসার জন্য জামাল উদ্দীন চাচা আমাকে, আপনাকে এবং সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রসিদ সাহেবকে একটি মাইক্রো নিয়ে যেতে বলেছে। জামান ভাই-এর কথা মোতাবেক আমি সকালেই প্রস্তুত হয়ে সম্ভবত সকাল ৭.০০টার দিকে আমরা তিনজন যশোরের উদ্দেশে ঝাউডাংগা হতে রওনা হই। পথিমধ্যে সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের তৎকালীন সেক্রেটারি জনাব এ. এস. এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর এবং অ্যাডভোকেট শামসুল হক-এর সাথে আমাদের দেখা হয়। দুইজন ও একটি প্রাইভেট নিয়ে স্যারকে নিয়ে আসার জন্য এসেছেন। উভয়েই বিমান বন্দরে পৌঁছিয়ে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সীমানা ছাড়িয়ে ভিতরে পৌঁছালাম মনের আনন্দে। কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে নিষেধ করছে সীমানার ভিতরে না যাওয়ার জন্য আমরা জোরেসোরে বললাম, ভাই! আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর জনাব ড. এম. এ বারী স্যারকে Receive করার জন্য এসেছি, তখন কর্তব্যরত জনৈকা ব্যক্তি বললেন ও স্যার আসবে কয়টায়, আমরা বললাম, ৮টার ফ্লাইটে, এক্ষণি আসবেন। যথাসময়ে স্যার ফ্লাইট থেকে নেমে একটি ব্রিফকেস হাতে নিয়ে আমাদের দিকে আসলেন। সকাল ১২.৩০টায় ঝাউডাংগা জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদে স্যার খুৎবাহ্ দিবেন। তাই এসেই বললেন, জামাল উদ্দীন ভাই এর গাড়ি কোনটা? আমরা বললাম, এটা, স্যার সংগে সংগেই উক্ত গাড়ীতে উঠে বসলেন এবং সময় মতো আমরা ঝাউডাংগায় মসজিদে উপস্থিত হলাম। স্যার যথানিয়মে মিম্বরে আরোহন করলেন আযানের পরেই খুৎবাহ্ শুরু করলেন আমার ভালো মনে আছে খুৎবার প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা সূচক আরবীতে যে শব্দগুলো নিখুঁৎভাবে পাঠ করলেন আজ পর্যন্ত কোনো আলেমের কাছ থেকে এরূপ উচ্চাংগের আরবী শব্দ আমি শুনিনি। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আ-লি 'ইমরানের "অ' তাছিমু বি হাবলিল্লাহি জামিয়্যাও" এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করলেন। স্যারের খুৎবাহ্ দেওয়ার কথা শুনে মসিজদে কানায় কানায় ভর্তি মুসল্লি। সবাই নির্বাক হয়ে স্যারের খুৎবাহ্ শুনতে লাগলেন।

অতঃপর দুপুরে পাথরঘাটায় মরহুম জামাল উদ্দীন সাহেবের বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় খাওয়ার পর পুনরায় ঐ মসজিদে সকলেই 'আসরের সালাতের উদ্দেশ্যে সমবেত হন। উল্লেখ্য 'আসরের সালাতের ইমামতি করার জন্য স্বয়ং স্যার কলারোয়ার কৃতী সন্তান বর্তমান ঢাকায় অবস্থিত মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ীর স্বনাম ধন্য শিক্ষক হাফেয ড. মো. রফিকুল ইসলাম সাহেবকে বলেন, তিনি ইতস্ততঃ করলে স্যার বললেন, রফিক তুমি যাও, তুমি তো যোগ্য হয়ে গেছো। অতঃপর তাঁর ইমামতিতে 'আসরের সালাত শেষে আমরা ঐ গাড়ীতে ঘোনার মরহুম মাওলানা মতিয়ার রহমান সাহেবের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথিমধ্যে সাতক্ষীরায় অ্যাডভোকেট শামসুল হক সাহেবের পীড়াপীড়িতে অল্প সময়ের জন্য একটু অবস্থান করেন এবং মাগরিবের কিছু পূর্বে ঘোনায় পৌঁছে মাওলানা মতিয়ার রহমান সাহেবের কবর যিয়ারত করেন। টালি দিয়ে ছাওয়া তাঁরই মসজিদের অবস্থা দেখে স্যার বললেন, মাওলানা সাহেব তো কোনো দিন আমাকে মসজিদের এরূপ অবস্থার কথা বলেননি।

এবার স্যার যাত্রা করলেন কাকডাংগা সিনীয়র মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কাকডাংগায় পৌঁছে স্যার সভায় যোগদান না করে সোজা চেয়্যারম্যান জনাব আব্দুর রসিদ সাহেবের অনুরোধে ভাদিয়ালী গ্রামে দ্বিতলা মসজিদে 'ইশার সলাত আদায় করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। আমরা যখন মসজিদে উপস্থিত হই তখন জামা'আত শুরু হওয়ায় একেবারে পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে যাই। উল্লেখ্য ঐ দিন সালাতে স্যারের পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায আদায় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যেটি আমি আজও রীতিমতো গর্ববোধ করি। নামায শেষে মসজিদের ঠিক পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত সোনাই নদী যেটির পশ্চিমে ভারত এবং পূর্বে বাংলাদেশ অবস্থিত। পশ্চিমে ভারতের ২৪ পরগনা জেলার হাকিমপুর নামক বর্ডার স্থাপিত, আর উক্ত হাকিম গ্রামেই তৎকালীন

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় ছাড়তে হবে এভাবে স্বাধীনতার অগ্নিঝরা লেখা প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা "দৈনিক যামান"র সম্পাদক তথা মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মরহুম মাওলানা আল্লামা আকরাম খাঁ (রহিমাহুল্লাহ)'র পৈতৃক ভিটা যেটি একেবারেই নদীর কিনারা ঘেঁষে স্থাপিত। নদীর পূর্ব পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। স্যার আগ্রহের সাথে বাড়িটি নদীর পূর্ব পার্শ্বের কিনারায় দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না রাত্রে এক নযর দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। রাত্র বিধায় কিছুটা অস্পষ্টভাবে দেখেই কাকডাংগা মাদ্‌রাসার ঐ বিশাল সভায় যোগ দেন। স্যারের উপস্থিতির কথা শুনে দূর-দূরান্ত হতে মানুষ দলে দলে স্যারের বক্তব্য শুনার জন্য আসতে লাগলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই সভার স্থান কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। স্যারের বক্তব্য শুরু হলে মানুষ নির্বাক হয়ে বক্তব্য শুনতে লাগলেন। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! স্যারকে প্রথম যে সময় আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল সে সময় সম্ভবত আমি একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। সালটাও সঠিক আমার মনে নেই। যাই হোক, ঐ সময় আমার আব্বার কাছ থেকে প্রথমেই শুনলাম এবং পরে আমাদের এলাকার প্রায় সকলের মুখেই শুনতে লাগলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ড. আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার কলারোয়াতে আসবেন। সকলের মুখে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শুনে আমার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হলো সভা শুনতে যাব এবং ঐ মানুষটিকে এক নজর দেখার চেষ্টা করবো। নিয়ত মোতাবেক নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি হতে পাঁচ মাইলেরও বেশি পথ পায়ে হেঁটে কলারোয়ায় বর্তমান সরকারী কলেজ মাঠে উপস্থিত হলাম। তখন মাগরিবের সময় হয়নি। প্যান্ডেলের ভিতরে এবং চারিদিকে মানুষের ঢল দেখে দেরি না করে সাথে সাথেই প্যান্ডেলের মাঝখানে বসে পড়লাম। প্যান্ডেলের মধ্যেই মাগরিবের নামায অনুষ্ঠিত হলো এবং নামাযের পর পরই সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের বর্তমান সভাপতি জনাব এ. এস. এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর সাহেবের পরিচালনায় আনুষ্ঠানিকভাবে সভার শুরু হলো। এরই মধ্যে প্যান্ডেল ছাপিয়ে পূর্ব এবং দক্ষিণ পাশে রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষ আর মানুষ। সভা শুরুর কিছু সময়ের মধ্যে তৎকালীন সাতক্ষীরা জেলার ডি. সি. মহোদয় মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। পরিচালক সাহেব ডি. সি. মহোদয়কে বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানালেন। অতঃপর জনাব ডি. সি. সাহেব উঠে বললেন, অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমি একটু সময় করে এ অনুষ্ঠানে আসছি বক্তব্য দেওয়ার জন্য নয় স্যারের বক্তব্য শুনার জন্যই। কারণ আমি পূর্ব হতেই স্যার সম্পর্কে শুনেছি। জনাব ডি.সি. সাহেবের বক্তব্যের পর পরই স্যার উঠে বক্তব্য শুরু করলেন। শুরুতেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রশংসা সূচক আরবীতে বেশ কিছু শব্দ চয়ন করলেন যে শব্দগুলো আমি আজ পর্যন্ত আলেমদের কাছ থেকে শুনিনি। কত উচ্চাংগের আরবী শব্দ শুনে সবাই স্তব্ধ চারিদিকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। অতঃপর শুরু করলেন মূল বক্তব্য একাধারে আরবীতে, ইংরেজীতে এবং বাংলায়। তিনটি ভাষায় সমান তালে এত নিখুঁত এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে বক্তৃতা আমার জীবনে আজও পর্যন্ত শুনিনি। তাছাড়া সবচেয়ে অবাক হয়েছি যে, একটি শব্দের সমার্থবোধক শব্দের হুড় হুড় করে স্যারের মুখে দিয়ে বের হওয়ার দৃশ্য দেখে। তিনটি ভাষার শব্দ পর পর সাজিয়ে যে, এ সুন্দর মালা গাঁথা যায় তা আমি সে দিন স্যারের বক্তব্য শুনে বিশ্বাস করেছিলাম। আমি সে দিন আরো দেখেছিলাম স্যারের শুভ্র সমুজ্জ্বল চেহারা। এ সকল বিষয়গুলো উপলব্ধি করে কেন জানি না সে দিন হতেই আমার হৃদয়ের মধ্যে স্যার যেন স্থায়ী আসন গেঁড়ে আছেন। কিন্তু সাহস এবং যোগ্যতার অভাবে যার কোনো বহিঃপ্রকাশ আমি করতে পারেনি। তারই প্রচণ্ড আবেগ তাড়িত হয়ে স্যার সম্পর্কে দু'এক লাইন লেখার চেষ্টা করছি মাত্র।

পরিশেষে আমি সকল ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে বিশেষ করে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিটি সদস্যকে স্যার সম্পর্কে জানা এবং গবেষণা করার উদাত্ত আহ্বান জানাই। ❑

নিভৃত ভাবনা

যেমন কর্ম তেমন ফল

–আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী*

এই পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি এবং তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু নীতিমালা রয়েছে, যা অপরিবর্তনীয়। প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার এই অলংঘনীয় নীতিগুলোকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে, মেনে নেয় এবং তার কোনো বিরোধিতা করে না। আল্লাহ তা'আলার এই রীতি-নীতির অন্যতম একটি মূলনীতি হচ্ছে– الجزاء من جنس العمل. অর্থাৎ- যেমন কর্ম তেমন ফল। সুতরাং যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করবে, সে অনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হবে। ভালো কাজ করলে ভালো পুরস্কার পাবে, আর বিপরীত করলে ফলও পাবে অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

"আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। সুতরাং যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৬১]

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অপকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।"[৬২]

সুতরাং যে মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করবে, মহান আল্লাহও তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন, যে ব্যক্তি মানুষকে ক্ষমা করবে, মহান আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে অহংকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন, যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের অভাব পূরণ করবেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের উপর থেকে দুনিয়ার কোনো একটি কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের একটি কষ্ট দূর করবেন, বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকে, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তার প্রয়োজন পূরণ করতে থাকেন, যে ব্যক্তি তার আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, যে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে আশ্রয় দান করেন, যে মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বিমুখ হন, বান্দা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হলে মহান আল্লাহও বান্দার নিকটবর্তী হন, যে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দূরে সরিয়ে রাখেন, যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্ত মুসলিমকে আহার করাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশ্তের ফল দ্বারা পরিতৃপ্ত করবেন, যে ব্যক্তি কোনো পিপাসিত মুসলিমকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পানীয় পান করাবেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন, আর যে ব্যক্তি তাকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিত্যাগ করবেন, যে ব্যক্তি মানুষের দোষত্রুটি অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষগুলো মানুষের সামনে প্রকাশ করবেন এবং তাকে অপমানিত করবেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষও তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, যে মানুষকে ভালোবাসবে মহান আল্লাহও মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করবেন। ফলে তারাও তাকে ভালোবাসবে। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে খারাপ ও দুর্ব্যবহার করবে, সে অচিরেই এমন লোকের সম্মুখীন হবে, যারা তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করবে, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশির অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশির স্ত্রী-পরিবারের হিফাযত করবে, প্রতিদানস্বরূপ সে যখন ঘরের বাইরে থাকবে প্রতিবেশিরাও বিপদাপদে তার স্ত্রী-সন্তানের হিফাযত করবে। বিপরীত করলে ফলাফলও সে রকমই হবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি যৌবনে কারও ইয়াতীম, দুর্বল ও অসহায় শিশুকে আশ্রয় দিবে, ঘটনাক্রমে সে যদি তার পরে স্বীয় সন্তানদেরকে শিশু ও অসহায় অবস্থায় রেখে যায়, তাহলে মহান আল্লাহও প্রতিদানস্বরূপ তাঁর কোনো বান্দার মাধ্যমে তার শিশু

---

* *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি- বাং জ. আ. হা.।*

[৬১] *সূরা আশ্ শূরা- ৪০।*

[৬২] *সূরা আয্ যিলযাল : ৭-৮।*

সন্তানদেরকে হিফাযত করবেন। এটিই মহাবিশ্বের মানবসমাজে মহান আল্লাহর অন্যতম নীতি। বাস্তবতাও তার স্বাক্ষী। মানবসমাজে এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আমরা যদি এই মূলনীতিটি সবসময় সামনে রাখি, তাহলে আমরা সকল অন্যায় কাজ থেকে অতি সহজেই বাঁচতে পারবো। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, এই মূলনীতিটিই মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করার মূল চালিকা শক্তি এবং যাবতীয় যুল্‌ম ও অন্যায়ের প্রতিরোধক। একজন যালিম যখন এই মূলনীতিটি স্মরণ করবে যে, অচিরেই আল্লাহ তাকে যুল্‌মের প্রতিফল ভোগ করাবেন, তখন অবশ্যই সে যুল্‌ম থেকে বিরত থাকবে এবং তাওবাহ্ করে মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রখ্যাত তাবেয়ী সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রাহিমাহুল্লাহ) এ মহা সত্যটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ যখন সা'ঈদকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো, তখন সা'ঈদকে লক্ষ্য করে বলল, হে সা'ঈদ! আমি তোমাকে কিভাবে হত্যা করব, তা তুমি নিজেই নির্বাচন করো। তখন তিনি বললেন, হে হাজ্জাজ! তুমি নিজেই তা নির্ধারণ করো। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাকে যেভাবে হত্যা করবে, দুনিয়াতে অনুরূপ সাজা না পেলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সেভাবেই হত্যা করবেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হুসাইনের মাথা যখন ইয়াযীদের সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তিনি তাঁর মাথাকে একটি থালার মধ্যে রেখে একটি কাঠি হাতে নিয়ে তা নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখে সম্ভবত বে-খেয়ালে কিছুটা বর্ণনাও করে ফেলেছিলেন। হাদীসের শেষের দিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।[৬৩]

অন্য বর্ণনায় আছে– আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি উবায়দুল্লাহকে বললাম, তোমার হাতের কাঠি হুসাইনের মাথা থেকে উঠিয়ে ফেলো। কারণ আমি তোমার কাঠি রাখার স্থানে রাসূলের পবিত্র মুখ দিয়ে চুমু খেতে দেখেছি। এতে কাঠি সংকোচিত হয়ে গেল।[৬৪]

এরপর কোথায় হুসাইনের কবর হয়েছে এবং তাঁর মাথা কোথায় গিয়েছে, তা সঠিক সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়নি। প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞান মহান আল্লাহর নিকটেই। তবে "যেমন কর্ম তেমন ফল" এ কথার বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য এখানে ঘটনাটি বর্ণনা করা হলো। পরবর্তীতে আল-আশতার নাখয়ীর হাতে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ নির্মমভাবে নিহত হন। যখন তিনি নিহত হলেন তখন তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মসজিদে রাখা হলো। তখন দেখা গেল, একটি সাপ এসে তার মাথার চারপাশে ঘুরছে, পরিশেষে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হলো। পুনরায় মুখ দিয়ে প্রবেশ করে নাকের ছিদ্র দিয়ে তিনবার বের হতে দেখা গেল। হুসাইনের সাথে তিনি যেমন আচরণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট সাজা প্রদান করলেন।[৬৫]

সুতরাং যে জালিম মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে যদি এই প্রবাদ বাক্যটির কথা চিন্তা করত, بَشِّرِ الْقَاتِلَ بِالْقَتْلِ "হত্যাকারীকে হত্যার সুসংবাদ দান করো" তাহলে সে কাউকে হত্যা করার প্রতি অগ্রসর হতো না।

যে পাপাচারী মানুষের মান-সম্মানে আঘাত করে এবং মুসলিম নারীদের সম্মান ও গৌরবের বস্তু নষ্ট করে, তার জেনে রাখা উচিৎ, মহান আল্লাহর ন্যায় বিচার থেকে সে কখনই রেহাই পাবে না। মহান আল্লাহর সেই অলংঘনীয় বিধান তার ক্ষেত্রেও বাস্তবায়ন হবে। আল্লাহ তা'আলা তার মা, বোন, স্ত্রী কিংবা কন্যার উপর তার মতোই এমন একজন পাপিষ্ঠকে সক্ষম করবেন, যে তাদের সম্মান ও সতীত্ব নষ্ট করবে। ফলে সে তার মা-বোন ও স্ত্রী-কন্যার সাথে তাই করবে, যা করেছিল সে অন্যের মা-বোনের সাথে। তার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সেই নীতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, "যেমন কর্ম তেমন ফল"। আরবী কবি সত্যই বলেছেন :

لو كنت حرًا من سلالة مـاجد، ما كنت هتاكًا لحرمة مسلم .

من يَزن يُزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبًا فافهم.

من يزن في بيت بألفي درهم، في بيته يزنى بغير الدرهم.

তুমি যদি সম্মানিত বংশের স্বাধীন পুরুষ হয়ে থাকো, তাহলে তুমি কখনই মুসলিমের (মুসলিম নারীর) সম্মান নষ্ট করবে না। যে ব্যক্তি ব্যভিচার করবে, তার সাথেও তা করা হবে, তার সাথে করার সুযোগ না হলে তার ঘরের দেয়ালের সাথেই তা করা হবে। যে ব্যক্তি কারও ঘরে গিয়ে দুই হাজার দিরহামের (টাকার) বিনিময়ে কোনো মহিলার সাথে যিনা করবে, তার (ঘরের মহিলাদের) সাথে বিনা পয়সাই তা করা হবে।

---

[৬৩] *সহীহুল বুখারী।*

[৬৪] *দেখুন : ফতহুল বারী- ৭/৯৬।*

[৬৫] *দেখুন : জামে' আত্ তিরমিযী- ইয়াকুব ইবনু সুফ্ইয়ান।*

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যেসব জালিমের আগমন ঘটেছে, তাদের পরিণতির দিকে তাকালে দেখা যায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেননি। তিনি জালিমদেরকে অবকাশ দেন। পরিশেষে পাকড়াও করেন। কখনও তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেন, কখনও তিনি সরাসরি ধ্বংস করেন, আবার কখনও তিনি অন্যান্য জালিমকে তার উপর চাপিয়ে দেন, যারা তাদেরকে পরাস্ত করে। এটিই মহান আল্লাহর অন্যতম নীতি। মহান আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। কখনও যদি দুনিয়ার কোনো জালিম মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়েও যান, তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পরকালে ধরবেন না। অবশ্যই তাকে ধরবেন এবং সেখানে তার জন্য কঠিন ও চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾

"এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে না। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতম এবং স্থায়ী।"[৬৬]

তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা কখনও কোনো জালিমকে কেন শাস্তি দেন না বা প্রতিরোধ করেন না, তার হিকমত ও রহস্য আমরা জানি না। হতে পারে সে যেন পরকালে তার শাস্তি পরিপূর্ণরূপে ভোগ করতে পারে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে অবকাশ দিয়েছেন অথবা হতে পারে অন্য কিছু, মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

যেমন কর্ম তেমন ফল। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি এই মূলনীতির সত্যতা প্রমাণ করে। আল্লাহ বলেন :

﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

"যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। যে পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।"[৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

"এবং তারা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।"[৬৮]

এ রকম আরও অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে, الجزاء من جنس العمل "যেমন কর্ম তেমন ফল"। রাসূল (ﷺ) বলেন,

اَحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ.

তুমি মহান আল্লাহর (হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের) হিফাযত করো, তাহলে মহান আল্লাহও তোমাকে হিফাযত করবেন। তুমি মহান আল্লাহর হিফাযত করো, তাহলে তুমি মহান আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে।[৬৯]

রাসূল (ﷺ) আরও বলেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে প্রস্তুত করবেন।"[৭০]

যেমন কর্ম তেমন ফল। পৃথিবীর মানব সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে এমন অনেক ঘটনার সন্ধান মিলবে, যা এই মূলনীতিটির সত্যতা এবং বাস্তবতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

জনৈক বিদ্বান বলেন, আমি একবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় আমার সামনে একটি স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, দেখলাম একদল যুবক এসে রাস্তার ঠিক মাঝখানে বসে গেল। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপকর্মের কুকীর্তি প্রকাশ করছিল। তাদের একজন বলতে লাগল, হে বন্ধুরা! তোমরা কি আমার অমুক বান্ধবীকে চেন? সত্যিই সে আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী। দিনে ও রাতে সে আমার সাথে মোবাইল ফোনে অসংখ্যবার কথা বলে। আমিও তাই করি। তার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই গভীর। ইত্যাদি ইত্যাদি... আরও অনেক লোমহর্ষক অপকর্মের কথা। অন্যরাও অনুরূপ অনেক ঘটনা বলাবলি করল। পরিশেষে তারা সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পর আরেক দল যুবক এসে একই স্থানে বসল। তারাও পূর্বোক্ত যুবকদলের ন্যায় নিজ নিজ অপকর্মের গল্প জুড়ে দিলো। তাদের একজন ঠিক ঐ স্থানে বসল, যেখানে বসে একটু আগে এক যুবক তার প্রেমিকার

[৬৬] *সূরা ত্বা-হা- : ১২৭।*
[৬৭] *সূরা আন্ নিসা : ১২৩-১২৪।*
[৬৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৫৪।*
[৬৯] *জামে' আত্ তিরিমযী- হা. ২৫১৬, সহীহ।*
[৭০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৫০।*

গল্প করেছিল। সে হঠাৎ বলতে লাগল, বন্ধুরা! একটু আগে এখানে যে যুবকটি বসা ছিল, তোমরা কি তাকে চেন? তোমাদের কি জানা আছে, তার বোন আমার বান্ধবী? সত্যিই সে আমার হৃদয়ের সাথী। আমি তার সাথে দিনে ও রাতে যোগাযোগ করি। সেও আমার সাথে প্রেমের শিকলে আবদ্ধ। আমাকে ছাড়া সে বাঁচে না। আমিও তার জন্য পাগল। ইত্যাদি... আরও অনেক অপকথা।

সুবহানাল্লাহ! যেমন কর্ম তেমন ফল। এই যুবকদ্বয়ের ক্ষেত্রে কি তা বাস্তবায়িত হয়নি? এই ঘটনা কি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় নয়? এর দ্বারা কি আমরা শিক্ষা নিবো না? আজকের অপরাধজগৎ যদি এ ঘটনা নিয়ে চিন্তা করত, তাহলে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার জন্য এটিই যথেষ্ট হত। এ রকম ঘটনা যে সমাজে একটিই ঘটেছে, তা নয়, এমন হাজারো ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে।

এ রকম আরেকটি ঘটনা শুনুন। ইরাকে ছিল এক ব্যবসায়ী। নাম তার মাহমুদ। সে ইরাক থেকে সিরিয়ায় পণ্য নিয়ে যেত। সেখানে তা বিক্রি করে সিরিয়ার পণ্য ক্রয় করে নিয়ে এসে ইরাকে বিক্রি করত। সে ছিল একজন ধার্মিক, চরিত্রবান এবং আমনদার ব্যবসায়ী। নিয়মিত তার মালের যাকাত আদায় করত, গরিব দুঃখীদের সহায়তা করত, অসহায়ের পাশে দাঁড়াত, রোগীর সেবা করত, এমনি আরও অসংখ্য সৎগুণ ছিল তার চরিত্র-ভূষণ।

সে তার মহল্লার মসজিদেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করত। তার প্রতিবেশিদের কেউ জামা'আতে অনুপস্থিত থাকলে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করত। অসুস্থ থাকলে দেখতে যেত, প্রয়োজন থাকলে তার প্রয়োজন পূর্ণ করত এবং বাড়ির বাইরে থাকলে তার পরিবারের দেখাশুনা করত।

এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের আচরণ। স্রষ্টার হক্ব আদায়ের সাথে সাথে বান্দার হক্ব আদায়েও তিনি ছিলেন অগ্রণী ও তৎপর। একদিন তার একমাত্র ছেলে খালিদকে ডেকে বললেন, হে বৎস! তুমি এখন যুবক হয়েছ। দুনিয়াকে চিনতে পেরেছ। বয়সের ভারে আমি নুইয়ে পড়েছি। জীবন সায়াহ্নে এসে গেছি। এখন তুমি তোমার পিতার সহায়ক হও। আমি আর সিরিয়ার পথে ভ্রমণ করতে আগের মতো সক্ষম নই। তুমি তোমার দায়িত্ব বুঝে নাও। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সিরিয়ার পথে চল। সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে রিয্কের সন্ধানে বের হও। আমি তোমাকে তাক্বওয়ার (মহান আল্লাহর ভয়ের) উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমার একমাত্র বোনের সম্মান ও সতীত্বের হিফাজতের উপদেশও করছি।

এটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তখন রেল বা মোটরযান ছিল না। সহযাত্রীদের সাথে খালেদ চলছে সিরিয়ার পথে। ইরাকের পণ্য সিরিয়ায় বিক্রি করে সিরিয়ার পণ্য ইরাকে আনবে। পিতার ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ করে খালিদ নিয়মিত ইরাক ও সিরিয়ায় যাতায়াত করতে লাগল।

একবার সিরিয়া থেকে ইরাকে ফেরার পথে এক সুন্দরী যুবতীর দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। তখন সন্ধ্যা বেলা। নেই কোনো জনমানব। একটু পরেই সূর্য পশ্চিমাকাশে উধাও হবে। যুবতীর রূপ-সৌন্দর্য্য দেখে খালিদ নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে শয়তানের পাকানো রশিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল।

যুবতীকে জড়িয়ে ধরে একটি চুম্বন করল। এরপরই যুবতীটি তার আক্রমণ থেকে পালিয়ে গেল। সেও পিছনে চলে আসল এবং কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলো।

এই ঘটনা গোপন রইল। সহযাত্রীদের কেউ তা জানতে পারেনি। ঐ দিকে তাদের বাড়িতে একটি ঘটনা ঘটে গেল। তাদের বাড়িতে একটি যুবক যাতায়াত করত। মিঠা পানি সরবরাহ করাই ছিল যুবকটির প্রধান কাজ। প্রতিদিনের মতোই একদিন যুবকটি পানির কলসী নিয়ে তাদের বাড়িতে এসে ঘরের দরজায় কড়াঘাত করল। কলসী ভর্তি পানি বাড়িতে রেখে খালী কলসী নিয়ে ফেরত যাবে। খালিদের বোন দরজা খুলে খালি কলসী ঘরের বাইরে রাখল। যুবকটি পানি ভর্তি কলসীটি রেখে খালী কলসী নিয়ে ফেরত যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ পিছনে ফেরত এসে খালিদের বোনকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। এতটুকু করেই যুবকটি চলে গেল। মেয়েটি লজ্জায় মস্তক অবনত করে গৃহে প্রবেশ করল।

খালিদের পিতা মাহমুদ ঘরের জানালা দিয়ে তাঁর একমাত্র কন্যার সাথে সাধারণ একটি কাজের লোকের এই কাণ্ড দেখে ফেললেন। সাথে সাথে তাঁর কণ্ঠনালীর গভীর থেকে শুধু উচ্চারিত হলো–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ.

(লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। যুবকটিকে তিনি কিছুই বলেননি। যেমন- বলেননি তাঁর মেয়েকে। এই দৃশ্য দেখে তিনি হতাশ হলেন। লজ্জায় অপমানে নিঃশব্দে ক্রন্দন করতে থাকলেন। তাঁর মাথায় হাজারো প্রশ্ন। কেন এমনটি হলো? কাজের ছেলেটি বহুদিন যাবৎ তার বাড়িতে পানি দিয়ে যায়, সে প্রতিবেশীদের বাড়িতেও তাই করে। কেউ কোনো দিন তার চরিত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেনি। কোনো দিন সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। কোনো মহিলার দিকেও কখনও তাকিয়ে দেখেনি। তার মেয়েটিও স্বীয় চরিত্রের হিফাযত করায় ত্রুটি করে না। বাড়ির চার

দেয়ালের বাইরে পা বাড়ায় না। কোনো পুরুষের দিকে তাকিয়েও দেখে না। আজ কেন এমনটি হলো?

এমনি হাজারো প্রশ্ন মাহমুদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। খালেদের আগমনের পথপানে চেয়ে তাঁর দিনাতিপাত হতে থাকল। মনের দুঃখ-বেদনা মনের গহীনে লুকায়িত রইল। তিনি তো কোনোদিন এমনটি করেননি যে, তাকে অনুরূপ ফল পেতে হবে। স্মৃতিপটে অতীত জীবনের প্রতিটি পাতা উল্টাচ্ছেন, কোথাও এমন কিছু পাচ্ছেন না, যা তাকে এহেন জ্বালাময়ী বেদনায় নিপতিত করতে পারে। মহান আল্লাহর ভয় এবং অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ করেই তিনি যৌবন পার করেছেন। যৌবনে এমন কিছু করেননি, যা তাকে পরিণত বয়সে পীড়া দিতে পারে।

কয়েক দিন পর ব্যবসায় লাভবান হয়ে এবং সুস্বাস্থ্য নিয়ে খালিদ ইরাকে ফেরত আসল। পুত্রের নিরাপদে ফেরত এবং ব্যবসায় লাভবান হওয়ার প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ব্যবসায়ের হাল অবস্থা, সফরের সুবিধা অসুবিধা কিংবা তার সহযাত্রীদের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।

সরাসরি সরল মনে যেই প্রশ্নটি করলেন, তা হলো সিরিয়া থেকে ফেরার পথে তুমি কি করেছ? খালিদ তার ব্যবসায়িক সফরের ছোট-খাট অনেক ঘটনাই বলতে চাইল। যখনই কোনো ঘটনা বলতে যায়, পিতা থামিয়ে দেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কোনো যুবতীর সাথে তোমার অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে কি? কোনো মহিলার শরীরে তোমার হাত পড়েছি কি? তুমি কি কোনো মহিলাকে চুম্বন করেছ? করে থাকলে তা কোথায় ও কখন?

খালিদ দৃঢ়তার সাথে তা অস্বীকার করল। তার চেহারা লাল হয়ে গেল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কলঙ্ক গোপন করতে চাইল। কিন্তু পর্বতসদৃশ মনোবল এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পিতার সামনে প্রকৃত ঘটনা গোপন করতে গিয়ে খালেদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। পরিশেষে মূল ঘটনা স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

পিতা ও পুত্রের মাঝে দীর্ঘক্ষণ এক অনাকাঙ্ক্ষিত নীরবতা বিরাজ করল। মাথা নীচু করে পিতার সামনে খালিদ পাথরের মতো নিরব হয়ে বসে রইল। পিতার মুখেও নেই কোনো রব। অনেক কথাই তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু তার ক্ষুরধার জবানীতে বার বার অজ্ঞাত কারণে কথা আটকে যাচ্ছে। এভাবে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলো।

অবশেষে মনকে শক্ত করে স্বীয় পুত্র খালিদকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে লাগলেন, দেখো খালিদ! তুমি যখন সিরিয়ার পথে বের হয়ে যাও, তখন তোমাকে মাত্র একটি উপদেশ দিয়েছিলাম। তোমাকে বলেছিলাম, সফরে তোমার একমাত্র বোনের ইজ্জত রক্ষা করো, যেমনটি করে থাক স্বদেশে। কিন্তু তুমি তা করোনি।

অতঃপর তিনি আসল ঘটনা খুলে বললেন। বললেন, কিভাবে তাদের ঘরের খাদেম তার সম্মান ও মর্যাদার বস্তুতে আঘাত করেছে এবং তার জীবনকে কলঙ্কিত করেছে! আরও খুলে বললেন যে, তুমি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক যুবতীকে যে চুম্বন করেছিলে, এটিই হচ্ছে সেই ঋণ, যা তোমার বোনের দ্বারা পরিশোধিত হলো।

যেমন কর্ম তেমন ফল। আরবী কবি ঠিকই বলেছেন–

من يَزن يُزن به ولو بجداربيته.

“যে লোক যিনা করবে, তার সাথেও তা করা হবে। তাকে পাওয়া না গেলে কমপক্ষে তার ঘরের দেয়ালের সাথেই তা করা হবে।” কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল। এটি হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে মহান আল্লাহর অলংঘনীয় নীতি, যার কোনো পরিবর্তন হবে না। যে যতটুকু অন্যায় করবে, তাকে সে পরিমাণ ফলাফল ভোগ করতেই হবে। অপরপক্ষে যে নিজেকে হিফাযত করবে এবং পবিত্র রাখবে তার সুফলও ভোগ করবে। এতেও কোনো পরিবর্তন হবে না।

এবার বৃদ্ধ পিতা বলতে লাগলেন, দেখো খালিদ আমি জানি যে, জীবনে আমি কোনো দিন এমন কর্মের চিন্তা করিনি। তিনি তাঁর কন্যা ও পুত্রের প্রতি দয়ার স্বরে এবং নতুন করে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। বললেন, আমি এ পর্যন্ত আমার সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষা করেছি। মানুষের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার মাধ্যমেও নিজের সম্মান রক্ষা করার হাতিয়ারকে আরও মজবুত করেছি। যৌবনে কখনও খিয়ানত করিনি, অশ্লীলতার ধারেও যাইনি। এর মাধ্যমে আমি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছি। যেমনটি করেছি আমার নামায, যাকাত এবং রোযাসহ অন্যান্য কর্মে।

ঘরের খাদিম যখন তোমার একমাত্র বোনের শরীরে হাত দিলো, তখন আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, তুমিও কারও না কারও বোনের সাথে অনুরূপ আচরণ করেছ। তোমার বোন তোমার সেই ঋণ হুবহু পরিশোধ করেছে। এতে কোনো বাড়তি বা কমতি হয়নি। একটি চুম্বনের বিনিময়ে মাত্র একটি চুম্বন। তুমি যদি আরও কিছু করতে, আরও কিছু হতো। এটিই স্বাভাবিক, এটিই নীতি। যেমন কর্ম তেমন ফল। আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন নেই।

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সকল অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে পবিত্র রাখো –আমীন।

তথ্যসূত্র : ১) আলকুরআনুল কারীম; ২) সুন্নাতে নববী; ৩) মানুষের অভিজ্ঞতা; ৪) আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প।

সমাজচিন্তা

মানব জীবনে অসৎ বন্ধুর কুপ্রভাব

–হাবিবুল্লাহ বিন আইয়ূব*

হে যুবক! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশান্তি ও সৌভাগ্যের অনুসন্ধান করছ। তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত বান্দা হতে চাও। তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে চাও। তুমি তোমার পড়া-লেখায় অধ্যবসায়ী হতে চাও।

তুমি তোমার পরিবার ও সমাজের মানুষের কাছে সম্মানের অধিকারী ও সুখ্যাতি সম্পন্ন হতে চাও। তুমি চাও দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার শিখরে উন্নীত হতে। তুমি তোমার দীনের খিদমত করতে চাও আর তোমার দ্বারা তোমার জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করুক, তোমার দেশকে তোমার দ্বারা উপকৃত করুক, সেটাও তুমি কামনা করো।

মুসলিম ভাই-বোন! এটা বাস্তবায়ন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দান করেন। সুতরাং তুমি তার নিকট সাহায্য ও শক্তি কামনা করো। অতঃপর সৎ বন্ধু গ্রহণ করো আর অসৎ বন্ধু থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে দূরে সরে যাও। কারণ, মানব জীবনে বন্ধুর প্রভাব এমনভাবে কাজ করে যেমন শরীরে বিষক্রিয়া কাজ করে।

সুতরাং মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতে বন্ধুর প্রভাবের বর্ণনা শ্রবণ করো। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۞ تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۞ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۞ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۞ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে– আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করতাম। আমাদেরকে দুস্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল। পরিণামে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। কোনো সুহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়, যদি আমাদের আবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটতো তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"[৭১]

মুসলিম ভাই-বোন! এ আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো। জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া করে শপথ করছে যে, অবশ্যই তারা স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল। যেমন তারা মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করেছিল। অতঃপর তারা নিজেদেরকেই তিরস্কারের সাথে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের ভ্রষ্টতার কারণ বর্ণনা করেছে। নিশ্চয় তাদেরকে অপরাধীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۞ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُلٌّ فِيْهَا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾

"যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর ঝগড়ার লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের হতে জাহান্নামের আগুনের কোন অংশ নিবারণ করতে পারবে? অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের ফায়সালা করে ফেলেছেন।"[৭২]

তারপর তারা পরস্পরে সৎ বন্ধুর মর্যাদা ও হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা স্মরণ করে বলবে,

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۞ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ﴾

"পরিণামে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। কোনো সুহৃদ বন্ধুও নেই।"[৭৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল্লাহর শপথ, তারা জানে যে, বন্ধু যদি সৎ হয় তবে সে উপকারে আসে, আর বন্ধু সৎ হলে সুপারিশ করতে পারে।[৭৪]

---

* *উপাধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসাতুল হাসানাহ্, সাভার, ঢাকা।*

[৭১] *সূরা আশ্ শু'আরা : ৯৬-১০২।*
[৭২] *সূরা আল মু'মিন/গাফির : ৪৭-৪৮।*
[৭৩] *সূরা আশ্ শু'আরা : ১০০-১০১।*
[৭৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৩/৪১৩।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿...وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾

"তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে। তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, দুর্বলেরা অহংকারকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। অহংকারীরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।"[৭৫]

হে সরল সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি! তুমি চিন্তা করো। তুমি ঐ সকল দুর্বলদের মতো হয়ো না যারা দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও দুর্বল চিন্তা-চেতনার লোক, যাদের কোনো চিন্তা-চেতনা ও বুঝ-শক্তি নেই; বরং তারা অন্ধভাবে অনুসরণ-অনুকরণ করে ফাসেক্ব পাপিষ্টদের।

তারা তাদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। জাহান্নাম থেকে তারা (অহংকারকারীরা) তাদেরকে কোনো উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾

"যখন অনুসরণীয় নেতারা অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"[৭৬] আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾

"যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে : হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর, শয়তান মানুষের জন্যে মহাপ্রতারক।"[৭৭]

এ আয়াতগুলো উবাই ইবনু খাল্‌ফ ও 'উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু'ঈত্ব-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা দু'জন বন্ধু ছিল। 'উক্ববাহ্ নবী (ﷺ)-এর নিকট বসে তার কথা-বার্তা শুনত। ফলে তার বন্ধু উবাই ইবনু খাল্‌ফ তাকে ধমক দিত। সে ধমক দিতেই থাকত এমনকি 'উক্ববাহ্ তার বন্ধুর কারণে ইসলাম থেকে ফিরে আসলো। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। ক্বিয়ামাতের দিন তার অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। কঠিন অপমানের কারণে সে তার দুই হাতের আঙ্গুল (দুই হাত) দাত দিয়ে কামড়াতে থাকবে। কিভাবে সে নবী (ﷺ)-এর পথকে ছেড়ে দিয়েছিল? কিভাবে জান্নাতের পথকে ছেড়ে দিয়েছিল? এই বন্ধু ও খারাপ সঙ্গির দ্বারা কিভাবে সে প্রভাবিত হয়েছিল? সে বলবে,

﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾

"হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি তার সাথে বন্ধুত্ব না করতাম, আমি যদি তাকে না চিনতাম।" কেন?

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾

"ইসলাম, হিদায়াত ও রহমানের আনুগত্য থেকে সে আমাকে ভ্রষ্ট করেছে।"

অথচ আমি ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। মুসলিম ভাই-বোন আমার! এ আয়াতগুলো কিন্তু 'উক্ববাহ্ ও উবাই ইবনু খাল্‌ফ-এর জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং এগুলো প্রতিটি সেই বন্ধুর জন্য, যে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্যই আয়াতগুলোতে উবাই-এর নাম উল্লেখ না করে فُلَانً (অমুক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্য একটি আয়াতে আছে, মানুষ ও জিন্ শয়তানের মধ্যে থেকে তার সেসব সাথী মুক্ত হয়ে যাবে যারা দুনিয়াতে তাকে অবাধ্যতার কাজে উৎসাহিত করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾

[৭৫] *সূরা সাবা- : ৩১-৩২।*
[৭৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৬৬।*
[৭৭] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ২৭-২৯।*

"অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে (শয়তানকে) বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে!"[৭৮]

সেদিন শয়তানও তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

"যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি, আমার তো তোমাদের ওপর কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ করো, আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও, তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই, যালিমদের জন্যে তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই।"[৭৯]

সুন্নাত থেকে দলীলসমূহ–

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَثَلُ الجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيْرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيْرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً».

আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয় সৎবন্ধু ও খারাপ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধি বহনকারী ও হাপরে ফুঁ দানকারীর মতো। সুগন্ধি বহনকারী তোমাকে (সুগন্ধ) উপহার দিবে। অথবা তার কাছ থেকে কিছু কিনে নিবে কিংবা তার কাছ থেকে পবিত্র সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁ দানকারী- সে হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।[৮০]

সুপরিশুদ্ধ এ হাদীসটিতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৎ বন্ধুকে সুগন্ধ বিক্রেতার সাথে তুলনা করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, তুমি তা থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। হতে পারে সে তোমাকে উপহারস্বরূপ কিছু দিবে নতুবা তুমি তার থেকে কিছু কিনে নিবে। দু'টির কোনোটি না হলে কমের পক্ষে তার থেকে একটু সুগন্ধ তুমি পাবেই। আর সৎ বন্ধু তোমাকে কল্যাণের দিশা দিবে এবং যা তোমার দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি করে তা থেকে তোমাকে সতর্ক করবে। এ সত্ত্বেও তার সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে তুমি সুনাম-সুখ্যাতি লাভ করবে। এর বিপরীত হলো হাপরে ফুঁ দানকারী, আর সে হলো সেই অসৎ বন্ধু, যে তোমার কাপড়কে পুড়িয়ে দিবে।

অসৎ বন্ধু তোমার দীন ও চরিত্রকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবে। এছাড়াও তুমি তার থেকে খারাপ গন্ধ পাবে। আর তা হচ্ছে দুর্নাম, কুখ্যাতি। যখন বলা হবে, অমুক অমুকের বন্ধু। পূর্বে একটা কথা বলা হত,

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ إِنَّ الْقَرِيْنَ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ.

"ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে তার সঙ্গী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। নিশ্চয় সঙ্গী তার সঙ্গীর অনুগামী হয়।" নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহীহ হাদীসে বলেছেন,

«الرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের উপরে থাকে। সুতরাং তোমাদের কোন ব্যক্তি কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে সেটা যেন লক্ষ্য করে।[৮১]

এ ঘটনাটি তোমাকে বন্ধুর প্রভাব কেমন তা স্পষ্ট করে দিবে। আর 'উক্বাহ্ ও উবাই ইবনু খাল্ফ-এর এ রকম একটি ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়ে গেছে। সহীহুল বুখারী (হা. ৩৮৮৪) ও সহীহ মুসলিম (হা. ১৪১/১১)-এ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা আবূ ত্বালিব-এর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট উপস্থিত হলেন। তার নিকট 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়াহ্, আবূ জাহিলও

[৭৮] *সূরা আয্ যুখরুফ : ৩৮।*
[৭৯] *সূরা ইব্রা-হীম : ২২।*
[৮০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৩৪ ও মুসলিম- হা. ১৪৬-(২৬২৮)।*
[৮১] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮৩৩, আলবানী হাসান।*

উপস্থিত ছিল। নবী (ﷺ) তার চাচাকে বললেন : হে চাচা! বলুন, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' যাতে আমি এর দ্বারা আপনার জন্য আল্লাহর নিকট প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি। তখন তারা দু'জন তাকে বলল, আপনি কি 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর ধর্ম হতে বিমুখ হবেন? নবী (ﷺ) যতবার তাকে কালিমার দা'ওয়াত দিলেন, তারাও ততবার একই কথা বলতে লাগল। অবশেষে যা ঘটল তিনি যা বললেন, তাতে তিনি 'আব্দুল মুত্ত্বালিব-এর ধর্মের উপর থেকে গেলেন। আর 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলতে অস্বীকার করলেন। এ ঘটনাটিতে বিরাট বড় শিক্ষা রয়েছে সৎ ও অসৎ বন্ধুর প্রভাবের। আবূ ত্বালিব জানত যে, নবী (ﷺ) সত্যের উপর আছেন। আর তিনি নবী (ﷺ)-কে সাহায্য করতেন। তিনি নবী (ﷺ)-কে ভালোবাসতেনও, কারণ তিনি হলেন তার ভাতিজা। আর তিনি মৃত্যুর কষ্টের মাঝে আছেন। যে তাকে আহ্বান করছে সে তারই ভাতিজা নবী (ﷺ)। এ সময়ে অসৎ বন্ধু তাকে অভিশপ্ত ধর্মের কথা স্মরণ করে দিচ্ছিল। তা হলো– শির্ক ও কুফ্‌রের ধর্ম। এই দুই খবীস বন্ধুই তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করল ফলে তিনি 'আব্দুল মুত্ত্বালিব-এর ধর্মের উপরেই মৃত্যুবরণ করলেন, সুতরাং তার মৃত্যু হলো মুশরিক অবস্থায়। মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি একজন জ্ঞানী ও চতুর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার খারাপ বন্ধুর প্রভাবের কারণে অন্ধ ও বধির হয়ে যান।

মুসলিম ভাই-বোন আমার! তাহলে তুমি বলবে না যে, আমি বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হব না। আমি সত্যকে চিনি। আমি কেবল বিনোদনের জন্য তাদের সাথে থাকি। আমি তাদের কথা শুনব না এবং তাদের কাজে প্রভাবিত হব না। এ কথা একেবারেই ঠিক না।

এ কারণেই নবী (ﷺ) সৎ ও মুত্তাকী বন্ধু নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (ﷺ) বলেন,

«لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ».

মু'মিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু করবে না। আর মুত্তাক্বী ব্যতীত কাউকে তোমার খাবার খাওয়াবে না।[৮২]

কবি বলেন,

إِذَا مَا صَحِبْتَ قَوْمًا فَاصْحَبْ خِيَارَهُمْ وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْذٰى فَتَرْذٰى مَعَ الرَّدِيِّ.

"যখন কোনো জাতির সাথে বন্ধুত্ব করবে তখন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করবে।"

[৮২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮৩২, আলবানী হাসান।*

নিম্ন শ্রেণির লোকেদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না তাহলে তুমিও নিম্ন শ্রেণির লোকেদের সাথে নিম্ন শ্রেণির হয়ে যাবে।

বাস্তবতা থেকে দলীলসমূহ– এক বন্ধুর ওপর অন্য বন্ধুর প্রভাবের ক্ষেত্রে এটি একটি উদাহরণ। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এ রকম বহু যুবককে দেখা যায়, সে সৎ। তার রবের অনুগত। তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকারী। তার পাঠে পরিশ্রমী। তার ভালো সুনাম-সুখ্যাতি। লোকেরা তাকে ভালো হওয়ার কারণে তার গুণকীর্তন করে; তারা কামনা করে সে যদি তাদের ছেলে হত। এ রকম পরিস্থিতি নিয়ে সে খারাপ বন্ধুর সাথে চলতে শুরু করে। সে বিনোদন ও উপভোগের জন্য তাদের সাথে বসে। এখনও সে সৎ ছেলে। তার খারাপ থেকে ভালো পার্থক্য করার জ্ঞান আছে। সে তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বরং তাদেরকেই প্রতিরোধ করে।

ধীরে ধীরে সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেদিকে পা বাড়ায়।

আমরা যখনই কোনো যুবককে জিজ্ঞেস করেছি, কেন তুমি মাদকদ্রব্য অথবা নেশাদার দ্রব্য অথবা ধূমপানের সাথে জড়িত হয়েছ? অথবা কোন্ কারণে তুমি জেলখানাতে? এর জবাবে সে একবাক্যে বলেছে : খারাপ বন্ধুর কারণে।

সুতরাং অসৎ, ক্ষতিকর এবং ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত বন্ধু থেকে সতর্ক হও। তাদের থেকে দূরে থাক। সিংহের থেকে পালানোর ন্যায় তাদের থেকে পলায়ন করা। সিংহ তোমার শরীর খেয়ে ফেলবে। আর এ বন্ধু তোমার দ্বীন, তোমার চরিত্র, তোমার সংযম, তোমার সততাকে খেয়ে ফেলবে। তোমার নিকট দু'টির কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তোমার দ্বীন নাকি তোমার শরীর?

যদি তোমার দ্বীন তোমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, আর তোমার উত্তর এটিই হওয়া উচিত; বরং অবশ্যই এটিই হতে হবে। তাহলে তুমি অসৎ বন্ধু থেকে সিংহের নিকট থেকে পালানোর চেয়েও দ্রুত পলায়ন করো। সে তোমার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করার পূর্বেই তার থেকে তুমি সম্পর্কচ্ছেদ করো।

বন্ধুত্ব সম্পর্কে কিছু দিক-নির্দেশনা :

বন্ধু নির্বাচন : বন্ধু নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বন্ধু কাউকে সৎপথ দেখায় আবার কাউকে অসৎপথ দেখায়।

প্রবাদে আছে– সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। যদি কেউ বন্ধু নির্বাচনে ভুল করে তবে তার বাকী জীবনটা হয় কষ্টের ও দুঃখের।

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيْنَا رَجُلًا. عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « مَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قَالَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও মহান আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসজিদের বাহিরে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ক্বিয়ামাত কবে হবে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন : তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি সামান্য চুপ থাকার পর বলল, (নফ্‌ল) নামায, রোযা, সাদাক্বাহ্ হিসেবে বেশি কিছু আমার নেই, কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি তার সঙ্গে থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো।[৮৩]

জ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (১৪-৯৮ হি.) বলেন, আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো একজন সাহাবী কিছু উপদেশ পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন যে,

عليك بإخوان الصدق فكثر في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء ولا تهاون بالحلف فيهينك الله... واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله عز وجل وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب.

তুমি সত্যবাদী সাথীদের সঙ্গী হও। এরূপ সাথী অন্বেষণে অধিক সচেষ্ট হও। নিশ্চয় তারা প্রাচুর্যের সময় তোমার সৌন্দর্য এবং ঘোরতর বিপদে তোমার অবলম্বন। বন্ধুদের তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করো না, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কেউ বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পারে না। যে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করো এমন ব্যক্তিদের সাথে, যারা গোপনে মহান আল্লাহকে ভয় করে।[৮৪]

[৮৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৮৮৩।*
[৮৪] *বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান, হা. ৭৯৯২, ১০/৫৬০ পৃ.।*

আওযা'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বন্ধু বন্ধুর জন্য তালির (কাপড়ের টুকরার) ন্যায়, যদি আসল কাপড়ের মতো না হয়, তো অশোভনীয় করে দেয়।

এমন বন্ধুত্ব, যার বিনিময় জান্নাত :

১. ক্বিয়ামাত দিবসে 'আর্‌শের ছায়াতলে জায়গা লাভ :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ...

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যেদিন মহান আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ('আর্‌শের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তাদের মধ্যে সেই দুই ব্যক্তি, যারা মহান আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এই বন্ধুত্বের উপরেই মিলিত হয় ও তারই উপর চিরবিচ্ছিন্ন (পরলোকগত) হয়।[৮৫]

২. মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন : হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَتِهِ يَزُوْرُ أَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ مَلَكًا فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيْدُ أَخًا لِىْ أَزُوْرُهُ فِى اللهِ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ لَهُ هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّىْ أَحْبَبْتُهُ فِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّكَ إِلَيْكَ أَنَّهُ قَدْ أَحَبَّكَ بِمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নিজ গ্রামের বাইরে অন্য গ্রামে তার এক ভাইয়ের (বন্ধুর) সাথে সাক্ষাৎ করতে বের হলো, ফলে তার রাস্তায় আল্লাহ এক ফেরেশ্‌তাকে পাহারাদার হিসেবে নির্ধারণ করেন। অতঃপর সে তার নিকট পৌঁছে, তখন ফেরেশ্‌তা বলে : কোথায় যাচ্ছ? সে উত্তরে বলে : এই গ্রামে এক ভাইয়ের (বন্ধুর) কাছে যাচ্ছি। ফেরেশ্‌তা বলে : ওর প্রতি তোমার কোনো অনুগ্রহ আছে কী, যা তুমি সম্পাদন করতে যাচ্ছ? সে বলেথ না, তবে আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। ফেরেশ্‌তা বলে : আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত, আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন। যেমন তুমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবেসেছ।[৮৬] ❑

[৮৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬০; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৩১।*
[৮৬] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১০২৪৭; আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ৩৫০; আলবানী সহীহ।*

কবিতা

কোরাস

মোল্লা মাজেদ★

দুর্বার,
মোরা দুর্গম নির্ভীক চঞ্চল
মোরা বিশ্বব্যাপী শুধু চলি অপচল
দুর্গম নির্ভীক চঞ্চল।

পার হয়ে মরু গিরি সাগর নদী
দুর্বারে ছুটে চলি নিরবধি
নেই তাতে কোনো বাধা কোনো সংশয়
শুধু স্থির লক্ষ্যে চলি অপচল
দুর্গম নির্ভীক চঞ্চল।

জাপটে ধরে সেই ঢেউয়ের ঝুটি
অংশুর গতি ধরে যাই যে ছুটি
থাকবে না জীবনের কোনো পরাজয়
এই দীপ্ত তারুণ্যের ফেলে কোলাহল
দুর্গম নির্ভীক চঞ্চল।

আকাশ সীমানা দিয়েছি পাড়ি
চাঁদ তারা গ্রহ সবি গিয়েছি ছাড়ি
আসুক না সম্মুখে মহা সে প্রলয়
তবু সত্য-ন্যায়ের নিশান থাকবে অটল
দুর্গম নির্ভীক চঞ্চল।

ঐক্যের আহ্বান

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

মুসলিম মোরা একে অপরের ভাই
লক্ষ্য সবার জান্নাতে যেতে চাই,
কুরআন সুন্নায় সহীহ ‘আক্বিদায়
হাতে হাত রেখে, এসো এক হয়ে যাই ॥

তাক্বলিদে শাকছি, ছেড়ে দাও গোঁড়ামি
ছুড়ে ফেলো সুফিবাদ, যতো আছে ভণ্ডামী ॥

মাজার দরগাহ ভেঙেচুরে দাও
মসজিদ মাদ্‌রাসায় ফিরে যাও, ফিরে যাও
লিল্লাহি তাকবির, সমস্বরে এসো গাই।
ঐ... ॥

স্বপ্নের তরিকা, মানুষের গড়া দ্বিন
ভুলে যাও তোমরা ভুলে যাও
সব নেতা ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাকে
মন থেকে মেনে নাও, মেনে নাও।
চলো মোরা একসাথে, সহীহ সুন্নার পথে
ছুটে যাই সকলে ছুটে যাই।
ঐ... ॥

অপচয় করো না

রোকেয়া রহিম

শুনো কিশোর, অপচয় করো না
অযথা হবে সব নষ্ট,
শুনো কিশোরী, অপব্যায় করো না
নিদানে পাবে তুমি কষ্ট।
ফ্যান চালিয়ে করো না খরচ
না যদি থাকে কেউ ঘরে,
অকারণে বাল্ব জ্বালিয়ে রেখ না
আলোর দরকার যদি না পড়ে।
পানি যে তোমার অনেক কাজের
রেখ না কলের মুখ খুলে,
চুলা জ্বালিয়ে অপচয় করো না
গ্যাসের খরচা যেও না ভুলে।
ধুমপান থেকে দূরে থেকো তুমি
স্বাস্থ্যের হানি যাতে না ঘটে,
হালাল অর্থ অপচয় রোধে
আদেশ তুমি মানবে বটে।
খেয়াল রাখিও সময়ের দিকে
যার যতটুকু দায়িত্ব আছে–
সঠিক সময়ে করলে পালন
থাকবে ভালো সবার কাছে।

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

জমঈয়ত সংবাদ

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম

গত ২৪ মে, শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন চারটি মসজিদে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পশ্চিম লক্ষীপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ, পশ্চিম লক্ষীপুর স্কুল মাঠ আহলে হাদীস জামে মসজিদ, বিষয়খালী উত্তরপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও চৌরকোল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে নেতৃবৃন্দ জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, দা'ওয়াহ ও তাবলিগ সম্পাদক মুহা. আব্দুস সামাদ, জেলা শুব্বানের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবিত বিন আব্দুর রশিদ, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের কার্যকরী কমিটির সদস্য মুহা. আক্তারুজ্জামান, পশ্চিম লক্ষীপুর তাহফিযুল কুরআন ও দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার হাফেয মাওলানা মুহা. আরজুল্লাহ প্রমুখ। জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খান বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বহুমুখী উন্নয়নের প্রতিবেদন তুলে ধরে জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য নিয়মিত মাসিক বৈঠক, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মাসিক কল্যাণ ফান্ডের সদস্য বৃদ্ধি এবং INTERNATIONAL ISLAMI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BANGLADESH (IIUSTB)-তে ছাত্র ভর্তি করার জন্য উপস্থিত সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের মাসিক সভা

গত ০১ জুন শনিবার কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের নিয়মিত মাসিক সভা জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান সরকারের সভাপতিত্বে, বাদ আসর জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম-এর উপস্থাপনায় মহাগ্রন্থ আল কুরআন হতে তিলাওয়াত করেন জেলা কমিটির সদস্য মুনতাসীর মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুর রহমান, সেক্রেটারি শাইখ অলিউর রহমান চৌধুরী, সহ-সেক্রেটারি কাজী আবু হানিফ, প্রচার সম্পাদক আবুল হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুর রব মেম্বার, পাঠাগার সম্পাদক হাজী মজিবুর রহমান, অফিস সম্পাদক সুলতান আহমদ, জেলা কমিটির সদস্য জয়নাল মাস্টার, মাওলানা অজিহ উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, জয়নাল আবেদিন, জুবায়ের আহমদ প্রমুখ। কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে এ সভায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়াও সম্প্রতি চান্দিনা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে চান্দিনা উপজেলা সদরে কুরআন-সুন্নাহ রিসার্চ সেন্টারে জেলা সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুমের পরিচালনায় এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে দারসুল কুরআন পেশ করেন তালিমুল কুরআন জেলা শাখার সেক্রেটারি মাওলানা মেহেদী হাসান। একজন মুমিনের নিকট ইসলামী সংগঠনের গুরুত্ব ও এর দাবি শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আবদুস সামাদ। এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন কাজী আবু হানিফ, মাওলানা কামাল উদ্দিন, হাজী তাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, কুরআন সুন্নাহ রিসার্চ সেন্টারের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, হাফেয তোফায়েল আহমদ, জহিরুল ইসলাম, মোর্শেদ আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু হানিফ, হাফেয অলি উল্লাহ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

নোটিস

পবিত্র ঈদুল আযহা-১৪৪৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় বন্ধ থাকবে। অতএব, আগামী ১৭ জুন-২০২৪ সোমবার সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হবে না। তৎপরিবর্তে ৬৫ বর্ষ, ৩৭-৩৮ সংখ্যা আগামী ২৪ জুন- ২০২৪ সোমবার প্রকাশিত হবে ইন্‌শা-আল্লাহ। *–সম্পাদক*

শুব্বান সংবাদ

দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় শুব্বানের দায়িত্বশীল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ মে বৃহস্পতিবার, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজীর যৌথ সঞ্চালনায়, আবু শোয়াইব বিন নাবিবের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সকাল ৯টায় দিনব্যাপী এ কর্মশালাটি শুরু হয়।

দারসুল হাদীস পেশ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের আইন বিষয়ক সম্পাদক মো. মাসউদুর রহমান। মোটিভেশনাল আলোচনা পেশ করেন সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক'স অব বাংলাদেশ-এর ইনচার্জ (প্রশাসন) ড. সৈয়দ সাখাওয়াতুল ইসলাম। জেলা দায়িত্বশীলদের পরিচিতি পর্ব শেষে কেন্দ্রীয় শুব্বানের বিভাগীয় দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এতে পাঠাগার বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক তাকী উদ্দিন, দফতর বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, প্রশিক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক আবুল লায়েছ ফাহিম, সাংগঠনিক বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক আতিক চৌধুরী, অর্থ বিভাগ ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, তথ্য ও গবেষণা বিভাগ, প্রচার-প্রকাশনা বিভাগ এবং ছাত্র সমাজ কল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। যোহরের সলাত ও দুপুরের খাবার গ্রহণের পর জেলা সংগঠন বৃদ্ধির উপায় ও অনলাইনে সংগঠন প্রচার বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি মো. রেজাউল ইসলাম।

এরপর জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে গ্রুপ ডিস্কাশন এবং জেলা দায়িত্বশীলদের অভিমত (বক্তব্য) পর্ব পরিচালিত হয়। গ্রুপ ডিস্কাশন পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহিল হাদী ও মজলিসে ক্বারার সদস্য আবু বকর ইসহাক প্রমুখ।

'আসরের সালাত পরবর্তী বিকাল ৫টায় সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গণী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি সৈয়দ জুলফিকার আলী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম।

পরিশেষে সমাপনী বক্তব্যে কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি অংশগ্রহণকারী জেলা দায়িত্বশীলদের কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে আয়োজিত রমাযান মাসব্যাপী কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাধিক ৭১টি কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনা করায় রংপুর জেলা শুব্বানকে বেস্ট পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ এবং ১০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ২২টি জেলা থেকে মোট ১১০ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলার ৫২টি মসজিদে শুব্বানের দাওয়াতী সফর

গত ৩১ মে শুক্রবার, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের নেতৃত্বাধীন একটি টিম নারায়ণগঞ্জ জেলায় দাওয়াতী সফর করেন। নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের সহযোগিতায়, দাওয়াহ ও তাবলীগের অংশ হিসেবে জেলার ৫২টি মসজিদে সফরকারী নেতৃবৃন্দ জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। জুমু'আর পূর্বে সকাল ৯টায় পাঁচরুখী দারুল হাদীস সালাফিয়াহ জামে মসজিদে খতীবদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ'র অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয়

জমঈয়তের দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম উমরী এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক খতীবদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক মসজিদের জন্য সৌদি আরবের ছাপা একসেট তাফসীর, সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক তর্জমানুল হাদীস, শুব্বান পরিচিতি, জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ডের ফরম, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ব্যানার ও লিফলেট প্রদান করা হয়।

বাদ আসর পশ্চিম কেন্দুয়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে হাজী মো. শওকত আলীর সভাপতিত্বে ও নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক রমজান মিয়ার সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ ইকবাল হাসান।

বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি মো. রেজাউল ইমলাম, শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ'র শিক্ষক শাইখ সিরাজুল ইসলাম রহমানী, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সভাপতি আব্দুর রহমান মাদানী প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন মাদ্‌রাসাতুল হাদিসের সাবেক মুহাদ্দিস শাইখ ডা. খুরশিদ আলম মুর্শিদ, শুব্বানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ শাইখ শরিফুল ইসলাম, মিরপুর মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ'র শিক্ষক শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবু লায়েছ ফাহিম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক নাজিবুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফিজুর রহমান মাদানী, আম সদস্য ইসমাঈল হোসেন, হাফিজুর রহমান, আব্দুল্লাহ সাঈদ, আব্দুর রউফ, আশরাফুল ইসলাম, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসার শিক্ষক ফরিদ সরকার, মিরপুর মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ'র শিক্ষক ওমর ফারুক, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া শাখার সভাপতি রাকিবুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুল মোমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুশফিকুর রহমান, মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার শাখার সভাপতি রুহুল আমিন, দোলেশ্বর মাদ্‌রাসা শাখার সভাপতি আব্দুর রহমান মোস্তাফিজ, মিরপুর মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ'র সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম ও আনোয়ার হোসেনসহ নরসিংদী জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন এলাকার নেতৃবৃন্দ।

সাতক্ষীরা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৫ মে শনিবার সকাল ১০টায় সাতক্ষীরা শহর জম ঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদে সাতক্ষীরা জেলা শুব্বানের ৫ম জেলা কাউন্সিল অধিবেশন জেলা শুব্বান সভাপতি এইচ এম আসাদুল্লাহ আল গালিব-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বিন আবুল বাশারের সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জম ঈয়তের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি উপাধ্যক্ষ এ এস এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. মনোয়ার হোসেন।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শাইখ হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সাধারণ সম্পাদক শাইখ রবিউল ইসলাম বিন ফজলুল হক্ব।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ মাওলানা মফিজউদ্দীন, অধ্যক্ষ মাওলানা এবিএম মহিউদ্দীন, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন, প্রভাষক তৌহিদুর রহমান, মাওলানা নুরুল আমীন, কাজী আব্দুল্লাহ শাহীন, মোজাফফর রহমান এবং জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবগঠিত কমিটি নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন হাফেয শরীফ হুসাইন মাদানী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন হাফেয ইমরান হুসাইন। পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

হাফেয শরীফ হুসাইন- সভাপতি, হাবিবুল্লাহ বিন আবুল বাশার- সহ-সভাপতি, হাফেয ইমরান হুসাইন- সাধারণ সম্পাদক, আসাদুল ইসলাম- যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, হাফেয নাজমুল হুসাইন- কোষাধ্যক্ষ, হাফেয হুমায়ূন কবীর- সাংগঠনিক সম্পাদক, মো. রাজিব হোসেন- প্রচার সম্পাদক, সাদমান সাকিব- যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক, শাহরিয়ার ইসলাম সিয়াম- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, হাফেয ইয়ামিন বিন আব্বাস- ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, হাফেয ইবরাহীম হোসেন- তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, হাফেয আবু জাফর- প্রশিক্ষণ সম্পাদক, হাফেয হুমায়ূন কবীর- দফতর সম্পাদক, নাসিম হোসেন- পাঠাগার সম্পাদক, মো. ওবায়দুল্লাহ- যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক।

সদস্যবৃন্দ : মো. কামরুজ্জামান, মো. মোতাসিম বিল্লাহ, মো. শরীফ হুসাইন, মো. অহিদুজ্জামান বিন সুলাইমান, মাওলানা জাহিদুর রহমান, হাফেয হাসানুজ্জামান, মো. আব্দুর রাকিব, মো. সোহেল, মাস্টার ইমদাদুল ইসলাম ও নাসারুল্লাহ।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

নখ দেখেই বুঝে নিন শরীরে কঠিন রোগ বাসা বাঁধছে কিনা

গত কয়েক দশকে চিকিৎসাব্যবস্থা ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। এখন নিখুঁত রোগ নির্ণয়ের জন্য রয়েছে অনেক ধরনের পরীক্ষা। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক, এখনও প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ক্লিনিক্যাল আই-এর উপরই ভরসা রাখেন চিকিৎসকেরা। তারা রোগীর চোখ, জিভ, নখ দেখেই অনেক রোগ সম্পর্কে আন্দাজ করে নেন। তারপর টেস্ট দেন সেটা নিশ্চিত হতে।

নানা রোগে নখের রং, আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. রুদ্রজিৎ পাল বলেন, গ্রাম-গঞ্জে যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত নয়, সেখানে রোগ নির্ণয়ের জন্য মূলত ক্লিনিক্যাল আই-এর উপরই ভরসা রাখেন চিকিৎসকেরা। শুধু চিকিৎসকরা নন, সাধারণ মানুষও কিন্তু একটু সচেতন হলেই নিজের নখের অবস্থা দেখে রোগের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন। কারণ, নানা রোগে নখের রং, আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়।

জন্ডিস : জন্ডিসের মতো গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে নখেও। ফলে নখ হলুদ হয়ে যায়। তাই যদি দেখেন, হঠাৎ করেই হাত-পায়ের সব নখ হলুদ হয়ে গেছে তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তবে নখ হলুদ হলেই জন্ডিস ভেবে আতঙ্কিত হবেন না। যারা নিয়মিত ধূমপান করেন, তাদেরও হাতের নখ হলুদ হয়ে যায়।

রক্ত স্বল্পতা : ডা. রুদ্রজিৎ পাল জানান রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগীদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম থাকে। তাই তারা দুর্বলতা, শ্বাসকষ্টসহ একাধিক সমস্যায় পড়েন।

আমাদের নখেও কিন্তু রক্তাল্পতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে নখের রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

এছাড়া আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হলে অনেকের নখ চ্যাপ্টাও হয়ে যায়। অতএব নখে এই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ভাস্কুলাইটিস : হৃৎপিণ্ডের ইনফেকশনজনিত সমস্যার নাম ভাস্কুলাইটিস। এই রোগের অনেকগুলো লক্ষণের মধ্যে একটি হলো নখের তলায় ব্লিডিং। এর ফলে নখের তলায় রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়। তাই এমন লক্ষণ দেখা দিলে সময় ক্ষেপণ না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ক্যানসার : নখের নিচে বাসা বাঁধতে পারে ভয়ংকর ক্যানসারও। যদি নখের নিচে কালো কালো স্পট তৈরি হয় এবং তা ধীরে ধীরে আকারে বাড়তে থাকে, তাহলে সাবধান হন। সেইসঙ্গে সোরিয়াসের মতো ত্বকের অটোইমিউন রোগে আক্রান্ত হলেও নখ ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। এমনকি অল্প আঘাতেও ভেঙে যায় নখ। অনেক সময় নখ এবড়ো-থেবড়োও হয়ে যায়।

আর্সেনিক পয়জনিং : আর্সেনিক পয়জনিংয়ের লক্ষণও দেখা দিতে পারে নখে। ডা. রুদ্রজিৎ পাল জানান, এই রোগের ক্লাসিক্যাল লক্ষণ হলো নখে সাদা সাদা দাগ। তাই কারও নখে এই লক্ষণ দেখলেই চিকিৎসকেরা আর্সেনিক পয়জনিংয়ের ধারণা করেন। তাই এমন উপসর্গ দেখলে সাবধান হন। এসবের বাইরেও অন্য অনেক কারণে নখে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। তাই লক্ষণগুলো দেখা দিলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন না, নিজ থেকে কোনো চিকিৎসাও নেয়াও ঠিক হবে না। সচেতনতার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবেদন। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

টিপস্/পরামর্শ

সালাম দিন- সুস্থ থাকবেন

পাশ্চাত্যে ও পাশ্চাত্যের অনুকরণে গড়ে ওঠা নগরীগুলোর বাসিন্দারা প্রতিনিয়ত এক নীরব ঘাতকের শিকার হচ্ছে, যার নাম একাকিত্ব। কোলরিজের কবিতায় সমুদ্রের অসীম জলরাশির বুকে ভাসমান বুড়ো নাবিক যেমন তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে একফোঁটা পানি পায়নি, নাগরিক মানুষও তেমনি জনসমুদ্রে আপন কোনো মুখ খুঁজে পায় না।

১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ১,৫৩১ জন মানুষের ওপর একটি জরিপ করেন। দেখা গেল, গড়পড়তা মার্কিন নাগরিক মনে করে, সুখ-দুঃখের আলাপ করার জন্যে তার অন্তত তিন জন কাছের মানুষ রয়েছে। ২০ বছরের ব্যবধানে জরিপটি পুনরায় করা হলো। এবার অংশগ্রহণকারীরা জানাল, আমার একজনও কাছের মানুষ নেই। *[আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউ- জুন-২০০৬]*

স্যাটেলাইট সংস্কৃতি, স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সুবাদে মার্কিন এই অসুখ গত কয়েক দশকে পুরো পৃথিবীকে

সংক্রমিত করেছে। সর্বান্তকরণে সামাজিক ও যূথবদ্ধ একটি প্রাণী ক্রমশ অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে। অচেনা মানুষ তো দূরের কথা, প্রতিবেশীর সাথেও তার কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই।

বাংলাদেশের শহরগুলোতেও লাখ লাখ মানুষকে পাওয়া যাবে, যারা একই বিল্ডিংয়ে বছরের পর বছর বাস করছে কিন্তু পরস্পরকে চেনে না। লিফট বা সিঁড়িতে দেখা হলে কুশল বিনিময় না করে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সামাজিক পরিমণ্ডলে কারো সাথে আলাপের বদলে মুঠোফোনে ঘাড় গুঁজে স্ক্রল করতে পারলে মানুষ যেন বেশি স্বস্তি পায়!

কিন্তু মার্কিনিদের অভিজ্ঞতাই বলে দিচ্ছে, যারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ তারা হতাশ অবসাদগ্রস্ত ও বাতিল মানুষ। সাম্প্রতিককালে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী আরেকটি মেটা-অ্যানালিসিসের ফলাফল অনুযায়ী, দৈনিক ১৫টি সিগারেট টানার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা। *[নিউ সায়েন্টিস্ট- ১২ আগস্ট-২০২০]*

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান ফ্রান্সিসকো-র গবেষণা অনুযায়ী, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা একজন মানুষের কর্মদক্ষতা ও চিন্তাশক্তি কমিয়ে দেয়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা হাঁটার মতো অনায়াস কাজটিও তখন কঠিন মনে হয়। ১৪৮টি গবেষণার এক মেটা-অ্যানালিসিসে উঠে এসেছে– নিঃসঙ্গতা অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

[প্লস মেডিসিন- ২৭ জুলাই-২০১০]

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একাকিত্বকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার ঘোষণা করেছে।

নিঃসঙ্গতার প্রতিষেধক Vitamin S : তাহলে নিঃসঙ্গতার মহামারি থেকে আত্মরক্ষার দাওয়াই কী? সমস্যাটি যেহেতু পাশ্চাত্যকে বেশি আক্রান্ত করেছে, সেখানে এ নিয়ে জোরদার গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা বিস্তর পরীক্ষা চালিয়ে নাগরিকদের আপাতত পরামর্শ দিচ্ছেন, যদি সুখী ও সফল হতে চাও, পরিচিত-অপরিচিতদের হ্যালো বলার অভ্যাস বাড়াও।

প্রতিদিন যাদের সাথে দেখা হয়, তাদের সালাম বা হ্যালো বলতে পয়সা খরচ হয় না কিন্তু এর উপকারিতা এত ব্যাপক যে, বিজ্ঞানীরা একে বলছেন ভিটামিন এস বা সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট।

বিখ্যাত মার্কিন জরিপকারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ ৪,৫৫৬ জনের ওপর জরিপ করে জানাচ্ছে, প্রতিবেশীদের নিয়মিত 'হ্যালো' বলেন যারা, অন্যদের তুলনায় তারা বেশি ভালো থাকেন। ছোট্ট এই অভ্যাস সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। সেইসাথে সুস্থতা, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং পেশায় সাফল্যের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়।

[সিএনএন- ১৫ আগস্ট-২০২৩]

আরো বড়ো পরিসরে সমীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় ও তুরস্কের একদল গবেষক। ৬০ হাজার মানুষের আচরণ পর্যালোচনা করে তারা জানাচ্ছেন, যারা পরিচিতদের গুড মর্নিং বলে দিন শুরু করে, জীবন নিয়ে তারা বেশি তৃপ্ত।

[সোশ্যাল সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড পার্সোনালিটি সায়েন্স]

জ্ঞান অর্জন থেকে প্রাণ বাঁচানো, সালাম প্রয়োজন সর্বত্র : শ্রেণিকক্ষে চঞ্চলমতি শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ক্লাসের শুরুতে শিক্ষকরা যদি শিশুদের গুড মর্নিং বা হ্যালো বলে স্বাগত জানান, শিক্ষার্থীদের অস্থিরতা ও দুষ্টুমির পরিমাণ কমে এবং পড়ার প্রতি মনোযোগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে।

[জার্নাল অব পজিটিভ বিহেভিয়ার]

কারো সাথে প্রথম পরিচয়ের জড়তা ভাঙতে সালাম বা নমস্কার বলাটা সাহায্য করে, একথা সবাই জানে। নতুন আবিষ্কার হলো, ডাক্তারদের সালাম বা হ্যালো বলার অভ্যাস থাকলে আপনি প্রাণে বাঁচতে পারেন! গবেষণায় জানা গেছে, সার্জারির আগে ডাক্তাররা যদি নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেন, অপারেশন-পরবর্তী জটিলতা ও প্রাণহানির সংখ্যা কমে ৩৫ শতাংশ।

[হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ- ২৪ ফেব্রুয়ারি-২০১০]

অতএব পরিচিত ও স্বল্প পরিচিতদের সালাম দেয়ার গুরুত্ব ধর্মশাস্ত্রের সাথে গলা মিলিয়ে বিজ্ঞানও এখন প্রচার করছে। ঘর হতে একটি পা-ও না ফেলিয়া স্বজন-বন্ধুদের সাথে আপনি হয়তো ভার্চুয়ালি আলাপ সেরে ফেলছেন কিংবা অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে পছন্দের খাবার বা পণ্য পেয়ে যাচ্ছেন। বিনিময়ে সূক্ষ্ম খেসারতও কিন্তু আপনি দিচ্ছেন। দোকানে গেলে বিক্রেতার সাথে আপনার দু-চারটে কথা হতো, যার মনোদৈহিক এবং সামাজিক উপকারিতা অপরিসীম।

তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম/থ্যাংকস গড বলার পর প্রথম যাকে দেখছেন তাকেই সালাম দিন। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশী, সহকর্মী, সহযাত্রী, মহল্লার মুদি দোকানদার যার সাথেই দেখা হবে, সবাইকে আগে সালাম দিন। দিন শুরু হোক শান্তির বার্তা ছড়িয়ে। আপনার জীবন উজ্জ্বল হোক কল্যাণ ও নিরাপত্তাবোধে।

[সূত্র : একুশে টেলিভিশন অন-লাইন- ৩ জানুয়ারি-২০২৪]

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***শায়খ আমি একজন ছাত্র। আমার বয়স ২০ বছর। আমার সমস্যা হচ্ছে আমি অশ্লীল ভিডিও বা হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত দীর্ঘদিন ধরে। আমি এই বিষয় থেকে পবিত্র হতে চাই। এখন আমার কি করণীয় এবং এর থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তির উপায় বললে আমি একজন তাক্বওয়াবান যুবক হতে পারব ইন্‌শা-আল্লাহ।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব : আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে এবং নবী (ﷺ) তার পবিত্র সুন্নাতে যাবতীয় অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে সাবধান করেছেন। কারণ এসবের কারণে মানুষের ওপর নেমে আসে নাম না জানা নতুন রোগ-ব্যাধি ও ভাইরাসের আক্রমণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং খুবই মন্দ পথ"– *(সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৩২)*। নবী (ﷺ) বলেন :

«لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلَافِهِمِ الذين مضوا».

"যে জাতির মধ্যে যিনার বিস্তার ঘটবে, এমনকি প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিবে, তাদের মধ্যে মহামারিসহ এমন কঠিন রোগ দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে ছিল না।" *(সিলসিলায়ে সহীহাহ- হা. ১০৬)*

অতএব যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি, হস্তমৈথুন এবং গুনাহ থেকে বাঁচার বড় উপায় হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, আখিরাত ও মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং নিয়মিত সালাত আদায় করা। সালাত সব গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

'হে নবী! ওয়াহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করো, নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর মহান আল্লাহর যিক্‌রই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা'আলা তা জানেন'– *(সূরা আল 'আনকাবূত : ৪৫)*। আর হাদীসে বর্ণিত নিম্নের দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করবে। তাতে মহান আল্লাহর সুরক্ষা পাবে। দু'আটি হলো–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কানে মন্দ কথা শুনা থেকে আশ্রয় চাই। চোখ দিয়ে মন্দ কিছু দেখা থেকে আশ্রয় চাই। জিহ্বা দিয়ে মন্দ কিছু বলা থেকে আশ্রয় চাই। অন্তরের খারাপ চিন্তা থেকে আশ্রয় চাই। দেহের কামনা-বাসনার খারাপ চিন্তা থেকেও আশ্রয় চাই'– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৫৫১, সহীহ; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৯২, সহীহ; সুনান আন্ নাসায়ী)*। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত আরো অনেক দু'আ আছে, যা জেনে নিয়ে আমল করতে থাকবে আর অতীতের কৃত কর্মের জন্য বিশুদ্ধ নিয়তে তাওবা করবে। আশাকরি মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং অন্যায় ও অশ্লিলতা থেকে হেফাজত করবেন।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমি আমার লেখাপড়া জীবনে হলের ডাইনিং ম্যানেজার থাকাকালীন সময়ে খাওয়ার যে টাকা ছিল তার থেকে কিছু পরিমাণ নিজের কাছে রেখে দেই। এখন বিষয়টা নিয়ে আমার মনে অনেক খারাপ লাগছে। কিন্তু ওইসময়ে হলে যারা ছিল তাদের অধিকাংশ এখন বর্তমান সময়ে নেই। তাই সকলকে সেই অল্প পরিমান টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছুটা। সে ক্ষেত্রে আমি টাকাটা থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারি। কিংবা আমি যদি সবার নামে টাকাটা দান করে দেই তাহলে কি পাপ মুক্তি হবে।***

নাদিম, খুলনা।

জবাব : প্রথমতঃ আপনার উপর আবশ্যক হচ্ছে খাঁটি তাওবাহ্ করা। কেননা আপনি ডাইনিং-এর টাকা পুরোটা খরচ না করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে কবীরা গুনাহ করেছেন। যা থেকে তাওবাহ্ করা আবশ্যক। আর এতে

যেহেতু অন্যের হক্ব নষ্ট করা হয়েছে, তাই মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে মানুষের হক্ব ফেরত দেয়া আবশ্যক। ফেরত দেয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বে যদি আপনি তা ফেরত না দেন, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করেও ক্ষমা পাওয়া যাবে না বলে একাধিক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি হক্বদারকে তাদের হক্ব ফেরত দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের পক্ষ হতে এটা গরিব-মিসকীনদের সাদাক্বাহ্ করে দিতে হবে। আপনি যদি দরিদ্র হন এবং দারিদ্রের কারণে আপনার পক্ষে হক্ব পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। খাঁটি তাওবাহ্টাই যথেষ্ট হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾

"তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর কথা শুনো ও আনুগত্য করো"– *(সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৬)*। উপরোক্ত নির্দেশনা আলোকে দায়মুক্তির জন্য নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করুন। তবেই এ অপরাধ থেকে মুক্তি পাবেন।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ফরয, সুন্নাত ও নফল সলাতের শেষ বৈঠক ও সিজদায় কি কুরআন ও হাদীসের দু'আ পড়া যাবে? *সিয়াম শিকদার, চিতলমারী, বাগেরহাট।*

জবাব : রাসূল (ﷺ) রুকূ' ও সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন– *(দেখুন : সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭৯)*। তাই আলেমদের ঐক্যমতে রুকূ'-সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ। কুরআনের যেসব আয়াত দু'আ আকারে এসেছে, সেগুলো সিজদায় ও শেষ বৈঠকে পড়া যাবে। তবে সিজদায় যদি কুরআনুল কারীমে নাযিলকৃত দু'আগুলো দু'আর নিয়তে পড়ে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- কেউ যদি এভাবে পড়ে–

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

কারণ, তখন দু'আ করা উদ্দেশ্য হবে, তিলাওয়াত উদ্দেশ্য হবে না। রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"সমস্ত 'আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক লোকের জন্য তাই রয়েছে, যার নিয়ত সে করে"– *(দেখুন : সহীহ মুসলিম- হা. ১৯০৭)*। অতএব কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত সুন্দর সুন্দর দু'আগুলো সিজদায় ও সালাতের শেষাংশে পাঠ করা যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : জনৈক ওয়ায়েজিন বলেছেন, মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এ জন্য যে, তারা কেবল স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জন করবে। এ বিষয়ে ইসলাম কি বলে?

আব্দুল লতিফ. রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : এভাবে মহিলাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা মারাত্মক ভুল। মহিলারা যেহেতু মানব জাতিরই অংশ, তাই তাদেরকে এবং পুরুষদের সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একটাই। তা হলো– একমাত্র মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন্ এবং মানুষকে আমার 'ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি"– *(সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৬)*। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা দায়দায়িত্ব রয়েছে। অতএব নারী-পুরুষ সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো– মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, শুধু পুরুষগণ মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে এবং নারীরা পুরুষদের সেবা করবে, তারা মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে না। আমার মনে হয় বক্তা শব্দ চয়নে ভুল করেছেন, অন্যথায় তিনি কখনো এটা বলতে পারেন না, নারীদেরকে মহান আল্লাহর 'ইবাদত নয়; শুধু পুরুষদের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোনো বিবেকবান মুসলিম এটা বিশ্বাস করতে ও বলতে পারে না।

জিজ্ঞাসা (০৫) : অপরিচিত মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করার হুকুম কি? *ফায়সাল আহমেদ রাজেন্দ্রপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।*

জবাব : নারী-পুরুষের নির্জন সাক্ষাৎ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম। শয়তান এই সুযোগে অশ্লীল কাজকে সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে প্রকাশ করে নারী-পুরুষকে তাতে লিপ্ত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। তাই যে সমস্ত মহিলার সাথে বিবাহ বৈধ ঐ সমস্ত মহিলাদের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে নবী (ﷺ) কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

"তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে বিরত থাকো। আনসারদের মধ্য থেকে এক লোক বলল : দেবর সম্পর্কে আপনার মত কী? তিনি বললেন : দেবর হচ্ছে মৃত্যু সমতুল্য"– *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : মাহরাম না এমন মহিলার নিকট নির্জনে প্রবেশ করা যাবে না, হা. ৫২৩২)*। দেবর মৃত্যু সমতুল্য কথাটির অর্থ হচ্ছে– মৃত্যুর মতোই দেবরকে ভয় করা উচিত। কারণ স্বামী পক্ষের আত্মীয় হওয়ায় সে অন্যদের তুলনায় খুব সহজে ঘরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে

থাকে এবং তার ব্যাপারে অনেকেই কুধারণাও মনে স্থান দেয় না। তাই এই সুযোগে তার থেকে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বেশি থাকে। অপর হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন :

«لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا».

"কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে একত্রিত হলে শয়তান তৃতীয় হিসাবে সেখানে উপস্থিত হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ- ১/১৮)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : মানুষের ভাগ্যে যেটা লেখা আছে সেটা কি হবেই না এটা পরিবর্তনশীল আমি কিছুটা পড়াশুনা করি তবুও কেন জানি আমি পরীক্ষা ভালো দিতে পারি না কিন্তু আমার কিছু বন্ধু আছে যারা একদম পড়াশুনা করে না কিন্তু পরীক্ষা ওদের ভালো হয় এটা কি ওদের ভাগ্যের লিখন মানুষের কর্মের কারণে কি মানুষের রিয্ক পরিবর্তন হবে?

মোহাম্মাদ রবি, রংপুর।

জবাব : যার ভাগ্যে যেটা আছে, সে সেটাই পাবে। এতে কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে ভাগ্যের লেখাটা পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এটাই আল্লাহর সৃষ্টিগত বিধান। যার ভাগ্যে সন্তান লিখা আছে, তাকে বিবাহ করে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করার মাধ্যমে সন্তান অর্জন করতে হবে। বিবাহ না করে এই কথা বলে বসে থাকা নির্বোদ্ধিতার পরিচয় যে, ভাগ্যে থাকলে সন্তান হবেই, যদিও আমি বিবাহ না করি, ভাগ্যে থাকলে রিয্ক এমনিতেই পাবো, পরীক্ষায় পাস এমনিতেই করবো। এগুলো কোনো বুদ্ধিমানের কথা হতে পারে না। তাকদীরের প্রতি ঈমান বলতে এটা বুঝায় না। যারা পরিশ্রম না করে ভাগ্যের লিখার উপর ভরসা করে বসে থাকে, তারা আসলে তাকদীরের মাসআলাটি বুঝতে ভুল করেছে। তারাই সবচেয়ে হতভাগ্য হয়। ইসলাম কর্মের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। সাহাবীগণ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন বলতে এটাই বুঝেছেন। তারা বুঝেছেন যে, 'আমল করতে হবে। অতঃপর ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর আশা রাখতে হবে। পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও মানুষ সবার রিয্ক নির্ধারিত। পাখি তার বাসা থেকে উড়াল দিয়ে বের হয়। সে তার রিয্কের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে রিয্ক দেন। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। তারা কাজ করবে, পরিশ্রম করবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সম্মানজনক রিয্ক দিবেন। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত রীতি। জান্নাত ও জাহান্নাম লিখা আছে। তবে জান্নাতিরা জান্নাতে যাওয়ার কাজ করবে। এর মাধ্যমে তাদের জন্য জান্নাত লিখা আছে। জাহান্নাম লিখা আছে। সেই সঙ্গে জাহান্নামে যাওয়ার 'আমলও নির্ধারিত আছে। যারা জান্নাতে যাওয়ার 'আমল করবে, তারা জান্নাতে যাবে। আর যারা জাহান্নামে যাওয়ার 'আমল করবে, তারা জাহান্নাবে যাবে।

আর আপনি কিছুটা লিখাপড়া করে ভালো রেজাল্ট করতে পারেন না। আপনি ঠিকই বলেছেন। বেশি বেশি লেখাপড়া করুন এবং মহান আল্লাহর কাছে ভালো ফলাফলের জন্য দু'আ করুন। ইন্শা-আল্লাহ এতে রেজাল্ট ভালো হবে। তারপরও যদি কোনো কারণবশত রেজাল্ট ভালো না হয়, তাহলে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করবেন। মনে করেবন, আল্লাহ তা'আলা এটাই আপনার জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং তা মহান আল্লাহর নির্ধারণ হিসেবে সহজভাবে মেনে নিবেন। তাকদীরের প্রতি কোনোরূপ বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। বিশ্বাস করবেন, এর মধ্যেও মহান আল্লাহর কোনো কোনো হিকমত রয়েছে। (মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)

জিজ্ঞাসা (০৭) : আরাফা দিবসের সিয়াম কত তারিখে রাখতে হবে? দয়া করে জানাবেন। *মুজাম্মেল হোসেন চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।*

জবাব : আরাফার দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'আমল হলো এদিন সিয়াম রাখা। এদিন সিয়াম রাখলে বান্দার দুই বছরের গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, 'আরাফার দিনের রোযার বিষয়ে আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা রাখি যে, তিনি আগের এক বছরের এবং পরের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২)*

আরাফাতের দিন নির্দিষ্ট করা নিয়ে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হলো– স্থানীয়ভাবে চাঁদ দেখে আরাফা দিবসের তারিখ নির্ধারণ করা। অর্থাৎ- যেদিন নয় তারিখ হয় সেদিন সিয়াম রাখা। দ্বিতীয় মতটি হলো– বর্তমানে যেহেতু আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আরাফা দিবস জানা যাচ্ছে এবং হাজীদের আরাফায় অবস্থান করার দিন-সময় জানা যাচ্ছে, তাই যেদিন হাজীগণ আরাফায় থাকেন সেদিনই সিয়াম রাখা।

তবে সবচেয়ে ভালো 'আমল তারাই করেন যারা যিলহাজ্জ মাসের ১ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত সিয়ম রাখেন। এতে আরাফার সিয়ামের ফযীলত তো পাওয়া যাবেই, একইসঙ্গে তারা অনেক সওয়াব ও ফযীলাত লাভ করবেন। কেননা হাদীসে এসেছে– নবী (ﷺ) যিলহাজ্জ মাসের শুরু থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত সিয়াম রাখতেন। তবে আরাফা দিবসের নিয়তে সিয়াম একদিনই রাখতে হবে। সেটা আমাদের দেশের হিসাব অনুযায়ী ৯ তারিখ রাখা হোক কিংবা হাজীদের আরাফায় অবস্থানের দিন রাখা হোক, যেটা হবে আমাদের দেশের হিসেবে ৮ তারিখ। আল্লাহ আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : *ঈদুল আযহার তাকবীর কখন থেকে শুরু হবে এবং কতদিন চলবে?* *রায়হান আহমেদ ব্রাহ্মনবাড়িয়া।*

জবাব : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন নবী (ﷺ) বেশি বেশি করে দু'আ করতেন এবং তাঁর সাহবীদেরকেও অধিক পরিমাণ তাকবীর, তাহমীদ এবং তাহলীল পাঠ করার আদেশ দিতেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আরাফা দিবসের ফজরের নামাযের পর থেকে তাকবীর শুরু করতেন এবং আইয়্যামে তাশরীকের (কুরবানীর) শেষ দিন পর্যন্ত তা চালু রাখতেন। আর যিলহাজ্জ মাসের ১ তারিখ থেকেও তাকবীর বলা যায়। এ ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর 'আমল রয়েছে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : *জনৈক বক্তা বলেছেন, সৌদি আরবে সেকুলার সালাফী আছে এবং বাংলাদেশেও আছে। এই কথাটি কি সঠিক?* *আব্দুর রাজ্জাক রাণী বাজার, রাজশাহী।*

জবাব : সৌদি আরবে এবং অন্যান্য আরব দেশে সেকুলারিজম আছে। এর পক্ষে প্রচুর আহব্বায়কও আছে। তবে আমার জানা মতে কোনো সালাফী আলেম বা সাধারণ ধার্মিক মানুষ সেকুলারিজমের সাথে জড়িত নয়। কারণ, সেকুলারিজম একটি কুফ্‌রী মতবাদ। সৌদি তাওহীদের দেশ। সৌদি আরেবর সালাফী আলেমগণ এটা খুব ভালো করেই বুঝেন যে, সেকুলারিজম ও তাওহীদ পরস্পর সাংঘর্ষিক। এটা সেখানকার একজন মূর্খ লোকেও বুঝেন। সুতরাং সৌদি আরবে সেকুলার সালাফী আছে, এই কথা ভিত্তিহীন। প্রকৃত সালাফী বা আহলে হাদীসগণ কখনো সেকুলার হতে পারে না কিংবা এই নিকৃষ্ট মতাদর্শের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্কও রাখতে পারে না।

জিজ্ঞাসা (১০) : *ঈদের নামাযে মসজিদের মিম্বার নিয়ে যাওয়া অথবা স্থায়ীভাবে ঈদগাহে মিম্বার তৈরি করে রাখার কি?* *মাসুদ রানা, বগুড়া।*

জবাব : নবী (ﷺ)-এর যুগে কিংবা খোলাফা রাশেদীনের যুগে ঈদের সালাতের জন্য ঈদগাহে মসজিদের মিম্বার নিয়ে যাওয়া হতো না কিংবা সে সময় ঈদগাহে কোনো মিম্বার ছিল না। মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবাহ্ দিতেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের যে হাদীসে বলা হয়েছে– অতঃপর তিনি নামলেন এবং মহিলাদের কাছে গেলেন –সেই হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে সম্ভবতঃ তিনি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যা থেকে তিনি নেমেছেন।

মদীনার ঈদগাহে উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকামই সর্বপ্রথম মিম্বার স্থাপন করেন। লোকেরা তার এই কাজের প্রতিবাদ করেছে। আর কাসীর ইবনুস সালতই সর্বপ্রথম মারওয়ানের শাসনামলে পাকা মিম্বার তৈরি করেন। অতএব এটা মারওয়ানী বিদআত। বানী উমাইয়ার লোকেরা এমনি আরো অনেক বিদআত চালু করেছে। তার মধ্যে ঈদের দিন সালাতের পূর্বে খুতবাহ্ দেওয়ার বিদআতটিও তারা চালু করেছে। আল্লাহ এই বিদআত থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করুন!

জিজ্ঞাসা (১১) : *আল্লাহ বা তাঁর রাসূল অথবা দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে হাসিঠাট্টা করা কিংবা দ্বীনের কোনো বিষয়কে মন দিয়ে ঘৃণা করার হুকুম কি?*

রবিউল আলম, টঙ্গী, গাজীপুর।

জবাব : এই কাজটি অর্থাৎ- আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) অথবা কুরআন অথবা দ্বীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা কুফ্‌রী। যদিও তা মানুষকে হাসানোর নিয়তে হয়ে থাকে। নবী (ﷺ)-এর যুগে এ রকম বিদ্রূপের ঘটনা ঘটেছিল। একদা মুনাফিক্বরা তাঁকে এবং সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা এ সমস্ত লোকদের চেয়ে অধিক পেট পূজারি, অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদের চেয়ে অধিক ভীতু আর কাউকে দেখিনি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা কেবল হাসি-তামাসা করছিলাম"– *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫)*। নবী (ﷺ)-এর কাছে যখন অভিযোগ আসলো, তখন তারা বলল, পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য যে সমস্ত কথা-বার্তা বলা হয়, আমরা শুধু তেমন কিছু কথাই বলছিলাম। নবী (ﷺ) তাদেরকে মহান আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিলেন।

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"বলো : তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-তামাসা করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান প্রকাশের পর কুফ্‌রী করেছো"– *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)*। কাজেই আল্লাহ তা'আলা, রিসালাত, ওয়াহী এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত পবিত্র। এগুলোর কোনো একটি নিয়ে ঠাট্টা করা বৈধ নয়। যে এরূপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ তার কাজটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব এবং শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রমাণ বহন করে। যারা এ ধরনের কাজ করবে, তাদের উচিত মহান আল্লাহর দরবারে তাওবাহ্ করে এবং ক্ষমা চেয়ে নিজেকে সংশোধন করা।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***সাত ভাগে কুরবানী করা যাবে কি?***

হাসিনা বেগম (ছদ্ম নাম), সিলেট।

জবাব : উট ও গরুতে শরীক হওয়া নবী (ﷺ)-এর একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস ও সালাফে সালেহীনের বাণী দ্বারা সুপ্রমাণিত। নিম্নে সে সম্পর্কে নবী (ﷺ)-এর কতিপয় হাদীস ও সালাফে সালেহীনের বাণী পেশ করা হলো–

(১) ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা গরুতে সাতজন ও উটে দশজন করে শরিক হলাম। *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫০১)*

(২) জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে 'উমরাহ্ দ্বারা উপকৃত হতাম। তখন আমরা একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে যবেহ করতাম, এভাবে আমরা তাতে শরিক হতাম। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩১৮)*

(৩) জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা হুদায়বিয়ার বছরে উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরু ও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলাম। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩১৮)*

উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কুরবানীতে শরিক হওয়া সফরের এবং হজ্জের সাথে খাস। কারণ উপরের হাদীসগুলোতে সফরের কথা এসেছে।

আলেমগণের মতে উক্ত বর্ণনাগুলোতে সফরের কথা থাকলেও সেখানে একথা আসেনি যে, উক্ত শরীক কুরবানী সফরের সাথেই খাস ও মুকীম অবস্থায় চলবে না। কারণ–

(১) মুহাদ্দিসীনে কিরামের অনেকেই উক্ত হাদীসগুলো সাধারণভাবে কুরবানীর অধ্যায়ে এনেছেন। কিন্তু তাঁরা বিষয়টিকে সফরের সাথে খাস করেননি। এ থেকেও বুঝা যায় যে, তারা ঐসব হাদীসকে এমনি সফর বা হজ্জের সফরের সাথে খাস হওয়া মনে করেননি।

(২) হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণও এসব হাদীসকে সফরের সাথে খাস করেননি। আল্লামা আযীমা বাদী, শাইখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, শাইখ ওবায়দুল্লাহ রহমানী তাঁরা কেউ-ই উক্ত কুরবানীতে শরীক সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে সফরের সাথে খাস করেননি।

(৩) শরীক কুরবানীকে সফরে সংগঠিত হওয়ার জন্য তার সাথেই খাস করলে যত কিছু নবী (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক সফরে ঘটেছে তার সবগুলোকেই ঐ সফরের সাথে খাস করা দরকার। আর এ অবস্থায় শরীয়াতের বহু মাসায়েল 'আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে।

(৪) কুরবানীতে শরিক হওয়া যে সফরের সাথে খাস নয় তার প্রমাণে আরো একাধিক হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি রয়েছে।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। *(সহীহুল জামে' আস্ সগীর- হা. ২৮৯০)*

অত্র হাদীসটি নবীর কওলী (বাচনিক) হাদীস যেখানে তিনি সফরের কথা মোটেই উল্লেখ না করে ব্যাপকভাবে বলেছেন, কুরবানীর ক্ষেত্রে গরুতে সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উটে সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।

(৫) শাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রশ্ন করলাম, বললাম : উট ও গরু কি সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া যাবে? তিনি বললেন : হে শাবী! তার কি সাতটি আত্মা আছে? শাবী বলেন, আমি বললাম, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর (অন্যান্য) সাহাবীগণ তো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উটকে সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরুকেও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া মাসনুন করেছেন। এটা ইবনু 'উমার এক ব্যক্তিকে বললেন : এরকমই কি তারা বলেন হে ওমুক? লোকটি বলল- জি, হ্যাঁ। ইবনু 'উমার তখন বললেন : এটা তবে আমি অনুধাবন করতে পারিনি। *(মুসনাদ আহমাদ; ইমাম হায়সামী বলেন : হাদীসটির রিজাল তথা রাবীগণ সহীহ [সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম] গ্রন্থের রাবী। মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৩/২২৬)*

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একটি কুরবানীর গরুতে অথবা উটে সাত পরিবারের সাতজন কিংবা একই পরিবারের সাতজনের অংশ গ্রহণ করা বৈধ। যদিও সাতজনের কারো ইচ্ছা কুরবানী না হয়; বরং শুধু গোশ্ত খাওয়ার ইচ্ছা হয়। বাকিদের অংশ কুরবানী হিসেবে বৈধ হবে। এটা মানতের কুরবানী হোক অথবা মুস্তাহাব (ঈদের) কুরবানী হোক। এটাই ইমাম শাফেঈ, আহমাদ এবং অধিকাংশ আলেমের মত। এক্ষেত্রে গোশ্ত ওয়ালার নিয়ত বাকি অংশীদারদের নিয়তের উপর প্রভাবহীন। *(দেখুন : আল-মাজমূ'- ৮/৩৭২)*

ভাগে গরু কুরবানী দেয়ার বিষয়ে সৌদি আরবের উলামা পরিষদের স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া : ভাগে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে কমিটির সদস্যগণ এই জবাব প্রদান করেছেন যে, কুরবানীতে একটি গরু বা একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে যথেষ্ট। এই সাতজন লোক একই পরিবারভুক্ত হোক অথবা আলাদা আলাদা সাত পরিবারের লোক হোক। চাই এই সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক। কেননা

নবী (ﷺ)-এর সাহাবীদের একাধিক লোক মিলে উট বা গরু কুরবানী দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হবে কি-না এমন কোনো কথা বলেননি। *(লাজনায়ে দায়িমা'র কথা এখানেই শেষ)*

ইসলাম ওয়েবের প্রশ্নোত্তর বিভাগে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সাতজনের কম লোক মিলে গরু কুরবানী দিতে পারবে কি না? জবাবে বলা হয়েছে– আলহামদুলিল্লাহ। একটি গরুতে সাতজনের অংশগ্রহণ করা জায়িয আছে। *(দেখুন : প্রশ্ন নং- ৪৫৭৫৭)*

সাতজনের অংশগ্রহণ জায়িয হলে সাতজনের কমের অংশগ্রহণ আরো উত্তমভাবেই জায়িয হবে। জামে' আত্ তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রাহমান মোবারকপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বলছি, হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ)-এর যামানায় সাহাবীগণ উট ও গরুতে অংশগ্রহণ করতেন। এমনিভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তারা একটি ছাগলেও অংশগ্রহণ করতেন। তবে ছাগলে অংশগ্রহণের বিষয়টি একই পরিবারের সাত সদস্যের মধ্যে সীমিত। আর গরুতে সাত পরিবারের সাতজনের অংশগ্রহণ জায়িয। *(দেখুন : তুহফাতুল আহওয়াযী- ৪/১৫৯)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন এবং তাক্বলীদমুক্ত হয়ে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***আমি প্রায়ই শুনে থাকি যে, দ্বীনের মধ্যে রয়েছে 'আক্বীদাহ্, 'ইবাদত ও মুআমালাত। আসলে আমি ভালো করে মুআমালাত শব্দটি বুঝতে পারিনি। দয়া করে বুঝাবেন।*** *শফিকুল ইসলাম, সপুরা, রাজশাহী।*

জবাব : মুআমালাত কথাটি আরবী। আপনি ঠিকই শুনেছেন। দ্বীনের মধ্যে এই তিনটি বিষয় রয়েছে। 'আক্বীদাহ্ ও 'ইবাদত আপনার কাছে সুস্পষ্ট। আপনার মতো অনেকের কাছে মুআমালাত কথাটি সুস্পষ্ট নয়। মানুষ পরস্পরে যে লেন-দেন, বেচা-কেনা, চুক্তি, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করে থাকে, তাকে ইসলামের পরিভাষায় মুআমালাত বলা হয়। এসবের সাথে 'ইবাদতের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এগুলো যদি ইসলামী নীতিমালার ভিতরে হয় এবং তাতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, তবে তাও 'ইবাদতে পরিণত হয়।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আল্লাহর নাম কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত?*** *মো. ইয়ামিন, পিরোজপুর।*

জবাব : মহান আল্লাহর নামগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়। সহীহ হাদীসে এর দলিল হলো–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার কপাল আপনার হাতে। আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আপনার ফায়সালাই ন্যায় সম্মত। আপনার প্রতিটি নামের উসীলা দিয়ে আপনার কাছে দু'আ করছি। যে নামের মাধ্যমে আপনি নিজের নামকরণ করেছেন বা আপনার কোনো সৃষ্টিকে (বান্দাকে) শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন অথবা যে নামগুলোকে আপনি নিজের জ্ঞান ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ৪৩১৮)*

আর এ কথা শতসিদ্ধ যে, মহান আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডারে যে সমস্ত নাম সংরক্ষিত রেখেছেন, তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যা অজ্ঞাত তা সীমিত হতে পারে না।

«إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

"মহান আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে"– *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : কিতাবুশ শুরুত, হা. ২৭৩৬, ৭৩৯২)*। হাদীসে এটা বুঝা যাচ্ছে না যে, মহান আল্লাহর নাম মাত্র নিরানব্বইটি; বরং হাদীসের অর্থ এই যে, মহান আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যা মুখস্থ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এতে বুঝা যায় যে, এই নিরানব্বইটি ব্যতীত মহান আল্লাহর আরো নাম রয়েছে। এখানে (من أحصاها) বাক্যটি পূর্বের বাক্যের পরিপূরক। নতুন বাক্য নয়। যেমন- আরবরা বলে থাকে, আমার এমন একশটি ঘোড়া রয়েছে, যা আমি মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, তার কাছে ঘোড়ার সংখ্যা মাত্র একশটি; বরং তার কাছে এমন একশটি ঘোড়া আছে, যা মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অন্য কাজের জন্য আরো ঘোড়া থাকতে পারে। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

তাইপেই শাহী মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেই শহরের দাআন জেলায় অবস্থিত তাইওয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ইসলামিক স্থাপনা তাইপেই শাহী মসজিদ। তাইপেই ঝেং হে মসজিদ নামেও পরিচিত। এর স্থপতি ইয়াং চো-চেং। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুনে তাইপেই শহরের সরকার কর্তৃক মসজিদটি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে স্বীকৃত।

ইতিহাস : ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাইওয়ানকে জাপান থেকে চীনের কাছে হস্তান্তরের পর, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের চিয়াংসু প্রদেশের রাজধানী নানচিং এর চীনা মুসলিম এসোসিয়েশন (সিএমএ) ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাইওয়ানে সিএমএ শাখার প্রস্তুতিমূলক কমিটি গঠন করার জন্য চ্যাং জিচুন, ওয়াং জিংঝাই এবং ঝেং হাউরেন কে নিয়োগ দেয়। পরবর্তীতে, অনেক চীনা মুসলমান তাইওয়ানে আসে কিন্তু 'ইবাদতের জন্য কোনো জায়গা খোঁজে পায়নি, পরে তারা তহবিল গঠন করে তাইওয়ানের দা'ন জেলার তাইপেই শহরের লিশুই রোডের ১৭ নং লাইনের ২ নং গেইটে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করে। চেং জে-চুন এবং চেং হু-রেন মসজিদের জমিটি দান করেন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে চীনের মূল ভূখন্ডের মুসলমানরা এই তাইপেই শাহী মসজিদে সালাত আদায় করা শুরু করে। কেএমটি সরকারে চীনা মুসলামনদের বৃদ্ধির সাথে সাথে মসজিদটিতে 'ইবাদতকারীদের জন্য ছোট হয়ে পড়ে, সেজন্য মসজিদটির পুনঃর্নির্মাণের জন্য তাদের একটি বড় জায়গার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে, চীনা গৃহযুদ্ধের শেষে এবং চীনা মাইনল্যান্ড থেকে তাইওয়ানে জাতীয়তাবাদী সরকারের পুনগঠনের পর, সিএমএ'র মহাসচিব বাই চোংজি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের আওসি জজ ইয়েহ একটি বৃহত্তর ইসলামিক শৈলীতে মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব করেন যার নকশা তৈরি করেন বিখ্যাত স্থপতি ইয়াং চো-চেং, যিনি তাইওয়ানের গ্রান্ড হোটেল, চিয়াং কাই-শেক মেমোরিয়াল হল, জাতীয় থিয়েটার এবং কনসাট হল-সহ বেশকিছু স্থাপনার নকশা তৈরি করেন। দক্ষিণ জিং রোডে সরকারের অনুদানকৃত জায়গায় বাই চুংজি, মহাপরিচালক শি জিঝো এবং বোর্ড চেয়ারম্যান চেং জিঝুয়ান এর নেতৃত্বে কন্টিনেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন দ্বারা তাইপেই শাহী মসজিদটি নির্মিত হয়। আরওসি'র সহ সভাপতি চেন চেং ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিলে মসজিদটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। সৌদি আরবের সাথে তাইপেই শাহী মসজিদটির দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে যা মসজিদটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে। সৌদি আরবের ইমামরা রমাযান মাসে তাইপেই শাহী মসজিদে ধর্ম প্রচার করতে আসেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক সৌদি আরবের তৃতীয় শাসক খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন বাদশাহ ফয়সাল বিন 'আব্দুল 'আযীয আল সৌদ মসজিদটি পরিদর্শন করেন। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি সিমেন্ট কোম্পানির সাথে জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে মসজিদটি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। জানা গেছে যে সিমেন্ট কোম্পানি মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সেখানে জমির মালিকানা দাবি করেছে। তারা জমি ফেরত নিতে মসজিদ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যাইহোক, এলাকার সংশ্লিষ্ট আইনপ্রণেতাদের অধীনে এবং তাইপেই মেয়র মা ইং-জিউ- এর অধীনে তাইপেই সিটি সরকারের সহায়তায়, মসজিদটি অবশেষে ২৯ জুন ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে শহর সরকার কর্তৃক একটি ঐতিহাসিক স্থাপনার স্বীকৃতি পায়। তবে, জমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য মসজিদের পরিচালনা পর্ষদকে হিমশিম খেতে হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে চুংঘোয়া পোস্ট NT$15 মূল্যের তাইপেই শাহী মসজিদ সমন্বিত স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছে।

মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো : তাইপেই শাহী মসজিদ তাইওয়ানের বৃহত্তম মসজিদ যার মোট আয়তন ২,৭৪৭

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

বর্গ মিটার। সম্পূর্ণরূপে কোনো বিমের সহায়তা ছাড়াই মসজিদে বাইজেন্টিয়াম স্টাইলের বিশাল সবুজ-ব্রোঞ্জের পেঁয়াজ আকৃতির গম্বুজযুক্ত ছাদ আছে। মসজিদের উভয় প্রান্তে ২০ মিটার উচ্চতার দু'টি মিনার রয়েছে। মসজিদের বাইরের দেয়াল ঈট এবং কাটা পাথর দিয়ে তৈরি, যা মোজাইক টাইলস দিয়ে সজ্জিত। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে অভ্যর্থনা হল, প্রার্থনা হল, ওযূ কক্ষ, বিশ্রাম কক্ষ, লাইব্রেরি এবং প্রশাসনিক কার্যালয়ের অফিস।

কার্যক্রম : অন্যান্য মসজিদের মতোই, তাইপেই শাহী মসজিদ তাইওয়ানের মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পবিত্রতম স্থান। এছাড়া এই মসজিদে শুক্রবারে জুমার সালাত, দুই ঈদের সালাত, রমাযান মাসে তারাবীহ সালাত এবং এমনকি মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাতও আদায় করা হয়ে থাকে। তাইপেই শাহী মসজিদে তাইওয়ানের সর্ববৃহৎ ইসলামিক সংগঠন চীনা মুসলিম এসোসিয়েশন (সিএমএ)'র সদর দপ্তর অবস্থিত। তারা পুরো তাইওয়ান জুড়ে ইসলাম-বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং স্থানীয় মুসলমানদের মাঝে তাদের একটি ইতিবাচক সুনাম রয়েছে। মসজিদটির নিজস্ব পরিচালনা পরিষদ রয়েছে যারা মসজিদটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। সিএমএ'র পাশাপাশি মসজিদটিতে চীনা ইসলামী সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা বিষয়ক ফাউন্ডেশনের অফিস রয়েছে। মসজিদটির নিজস্ব সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা রয়েছে যার নাম ইসলামিক ভলান্টিয়ার কর্পোরেশন। এই সংগঠনটি ইসলামিক সেবা করার জন্য মুসলমানদেরকে সংগঠিত করে। বর্তমানে সংগঠনটির ৭০টিরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। তাইওয়ানে কোনো আনুষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে, মসজিদে স্থানীয় মুসলমানদের জন্য কিছু ইসলামিক কোর্স রয়েছে যেমন আরবি ভাষা, কুরআন ও হাদীস শিক্ষা এবং শরিয়া। তাদের মধ্যে অনেকগুলো কোর্স সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত হয় যেনো তাইওয়ানের মুসলমানদের অংশগ্রহণে সুবিধা হয়।

যাতায়াত : তাইপেই শাহী মসজিদটি চারটি তাইপেই মেট্রোর স্টেশনের কেন্দ্রে অবস্থিত। স্টেশনগুলো হলো দা'ন পাক স্টেশন, ডংম্যান স্টেশন, গুটিং স্টেশন এবং টেকনোলজি বিল্ডিং স্টেশন। এই স্টেশনের যেকোন একটি হতে পায়ে হেঁটে মসজিদটিতে পৌঁছানো যায়। ❑

আল-কুরআনের জ্যোতি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :

﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

☆ "আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭১)*

﴿قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۭ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ﴾

☆ "বলো, 'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। আর রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।" *(সূরা আন্ নূর : ৫৪)*

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

☆ "বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩১)*

﴿يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ﴾

☆ "হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আনো, তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।" *(সূরা আল-আহক্বা-ফ : ৩১)*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (জুন-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪২	০৮ : ০৮
০২	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪২	০৮ : ০৯
০৩	০৩ : ৪৫	০৫ : ১০	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৯
০৪	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৩	০৮ : ১০
০৫	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৭	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৪	০৮ : ১১
০৬	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৬	০৬ : ৪৪	০৮ : ১১
০৭	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৪	০৮ : ১২
০৮	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৫	০৮ : ১২
০৯	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৫	০৮ : ১২
১০	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৮	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১৩
১১	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১৩
১২	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১৪
১৩	০৩ : ৪৪	০৫ : ১০	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৪
১৪	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১১ : ৫৯	০৩ : ১৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৪
১৫	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১১ : ৫৯	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৫
১৬	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৭	০৮ : ১৫
১৭	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৫
১৮	০৩ : ৪৪	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৬
১৯	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৬
২০	০৩ : ৪৫	০৫ : ১১	১২ : ০০	০৩ : ১৮	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৬
২১	০৩ : ৪৫	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৬
২২	০৩ : ৪৫	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৩	০৩ : ৪৬	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৪	০৩ : ৪৬	০৫ : ১২	১২ : ০১	০৩ : ১৯	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৫	০৩ : ৪৬	০৫ : ১৩	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৬	০৩ : ৪৬	০৫ : ১৩	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৭
২৭	০৩ : ৪৭	০৫ : ১৩	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
২৮	০৩ : ৪৭	০৫ : ১৪	১২ : ০২	০৩ : ২০	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
২৯	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৪	১২ : ০২	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
৩০	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৪	১২ : ০৩	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

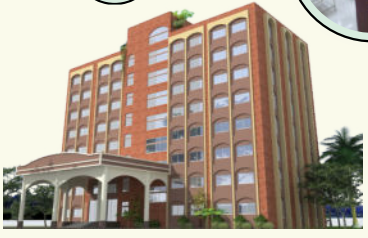

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত